ইসলামী শরীয়াতে

ব্যভিচার ও ধর্ষণের সঠিক শাস্তি

আব্দুল ওয়ারিথ বিন আবদ আল মুঘনী



বইটি লেখার পটভূমি

আমি মাঝে মাঝে ইউটিউবে ঢুকি খবর দেখতে, বিখ্যাত "আলেমরা" ওয়াজে কি বলে শুনতে। বিভিন্ন ভিডিও স্ক্রল করতে করতে কিছু ভিডিও চলে আসে যেখানে নাস্তিকরা হয়তো কোন আলেমের সাথে বিতর্ক করছে বা নাস্তিকরা নিজেরাই ইসলামের বিরুদ্ধে কিছু বলছে। কয়েক বছর আগে কোন একটা ব্লগে কোন এক নাস্তিকের একটা প্রবন্ধ পড়েছিলাম যেখানে কিছু নাস্তিক ইসলামের একটি আইন নিয়ে অনেক কটূক্তি করেছিল। ইসলামের এই আইনটি ছিল ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কিত।

আমরা জানি, প্রায় সকল আলেমের মতে, ইসলামে ব্যভিচারের শাস্তি হচ্ছে পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড অর্থাৎ 'রজম'। এখন পর্যন্ত, ব্যভিচারের জন্য রজমের শাস্তিটিই মুসলিম সমাজে প্রতিষ্ঠিত আছে।

নাস্তিকদের সমালোচনা এবং বর্তমান সমাজের মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে আমি এই বিষয়টা নিয়ে লেখাপড়া করার সিদ্ধান্ত নিলাম এবং আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেলাম যার জন্য এই বইটি লেখা। আল্লাহ চাইলে, বইটি এই বিষয়ে নাস্তিকদের সমালোচনা করার আর কোন সুযোগ রাখবে না। যে সকল মুসলিম ইসলামী শরিয়া আইনে ব্যভিচারের শাস্তি পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড (রজম) শুনে আঁতকে উঠেন – ইসলামী শরিয়া আইন সম্পর্কে তাদের অহেতুক ভয়ও কেটে যাবে।

বইটিতে দেয়া কিছু তথ্য, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও কিছু সিদ্ধান্তের সাথে কিছু আলেম দ্বিমত পোষণ করতে পারেন কিন্তু ইসলামে যিনাহ এবং ব্যভিচারের শাস্তি হিসেবে পাথর নিক্ষেপ হত্যা বা রজম যে বাতিল হয়ে গেছে এবং সুন্নত হিসেবেও যে এখন আর রজম করা যাবে না - এই ব্যাপারে সকলেই একমত হবেন। আল্লাহ চাইলে, এই ব্যাপারে বইটিতে যে প্রমান উপস্থাপন করা হয়েছে তা কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ এর জন্য। যে কেউ বইটি সম্পূর্ণ অবিকৃত রেখে প্রকাশ করতে পারবেন।

বইটিতে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য একই হাদিস একাধিকবার উল্লেখ করতে হয়েছে তাই একই হাদিস বার বার পড়তে একটু সময় বেশি লাগতে পারে। বইটি খুব ছোট।

*** বইটি থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত যদি কেউ নিজের বইয়ে বা অন্য কোথাও ব্যাবহার করেন তাহলে রেফারেন্সে এই বইটির নাম, লেখকের নাম এবং পৃষ্ঠা নাম্বার অবশ্যই উল্লেখ করবেন। টাকা বা সুনামের জন্য অন্যের কাজকে নিজের নামে চালিয়ে দিলে আপনার ফয়সালা আল্লাহ এর হাতে।

*** এটি বইটির তৃতীয় সংস্করণ।

ইসলামী শরিয়াতে যিনাহ, ব্যাভিচারের শাস্তিঃ

ইসলামী শরিয়ার অকাট্য ও বিশুদ্ধ উৎসে অর্থাৎ কোরআন, হাদিসে যিনাহ এবং ব্যভিচারের শাস্তির বিধান পাওয়া যায় এবং এই আইনটি মুসলিম শাসক বা খলিফা কার্যকর করবেন। যে সমাজে বা রাষ্ট্রে ইসলামী শরিয়া আইন সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত নেই – সেই রাষ্ট্রে বা সমাজে এই আইন কেউ কার্যকর করতে পারবেন না কারণ আংশিকভাবে শরিয়া আইন কার্যকর করা হারাম।

কুমারী নারী - পুরুষ বা বিবাহিত নারী - পুরুষ যদি অবৈধ যৌন সম্পর্ক করে তাহলে তাদেরকে শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। আসুন আমরা এই বিষয় সম্পর্কিত হাদিস পড়ি। এখানে আমি যে সকল হাদিস উল্লেখ করেছি এরূপ অন্য কিছু হাদিস আপনারা অন্য কোথাও হয়তো পেতে পারেন তবে আমি যে সকল হাদিস এখানে উল্লেখ করেছি সেখান থেকেই এই বিষয়ে ইসলামী শরিয়ার আইন পরিষ্কার বুঝতে পারা যাবে। (এই বইয়ে যে সকল হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে তাছাড়া অন্য তথ্য সমৃদ্ধ হাদিস পাবেন যা যিনাহ ও ব্যভিচারের শাস্তিকে প্রভাবিত করবে - এমন সম্ভাবনা নাই বললেই চলে)

প্রথমে আমরা কোরআনে উল্লেখিত সূরা নূরে বিবাহ বহির্ভূত সঙ্গমের জন্য আল্লাহ কি শাস্তি নির্ধারণ করেছেন তা জেনে নেই।

"এটি একটি সূরা, এটি আমি অবতীর্ণ করেছি এবং এর বিধানকে ফরয করেছি, এতে আমি অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।(১) ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী - নারী ও পুরুষ প্রত্যেককে একশ' কশাঘাত (বেত্রাঘাত) করবে, আল্লাহর বিধান কার্যকরী করতে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হও; মু'মিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (২) ব্যভিচারী কেবল ব্যভিচারিণী অথবা মুশরিক নারীকে ছাড়া বিয়ে করবে না এবং ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ছাড়া বিয়ে করবে না। আর মুমিনদের উপর এটা হারাম করা হয়েছে। (৩) (সূরা নূরঃ ১-৩)

যদিও আল্লাহ সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াতে অবিবাহিত এবং বিবাহিত যিনাহকারীর জন্য আলাদা শাস্তি দেন নি তারপরও উক্ত আয়াতে উল্লেখিত শাস্তিকে শুধুমাত্র অবিবাহিত পুরুষ - নারীর জন্য শাস্তি হিসেবে আলেমরা গ্রহন করেছেন এবং বিবাহিত পুরুষ - নারীর জন্য রজম বা পাথর নিক্ষেপে হত্যাকে শাস্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাদের উক্ত সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি হচ্ছে, ওমর রাঃ এর কিছু হাদিস, ওসমান রাঃ এর হাদিস এবং আলী রাঃ এর হাদিস। তাদের যুক্তি হচ্ছে মুহাম্মাদ সাঃ, ওমর, ওসমান,

আলী সবাই ব্যভিচারের জন্য রজম করাকে শাস্তি হিসেবে কার্যকর করেছেন। সুতরাং বিবাহিত নারী - পুরুষ যদি অবৈধ সঙ্গম করে তাহলে তাদের শাস্তি হবে রজম বা পাথর নিক্ষেপে হত্যা। তাদের এই রায় বা ফতোয়ার পিছনে আরেকটি যুক্তি হচ্ছে, সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ শুধুমাত্র অবিবাহিত যিনাহকারীদের জন্য আইন দিয়েছেন কারণ সূরা নূরের ৩ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ যিনাহকারীর জন্য যিনাহকারী বা মুশরিক ছাড়া অন্য কাউকে অর্থাৎ মুমিনকে বিয়ে করা হারাম করে দিয়েছেন। এখন যুক্তি হচ্ছে বিবাহিত যিনাহকারীর তো বিভিন্ন হাদিস মোতাবেক পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ডই কার্যকর করা হবে তাহলে সে আবার বিয়ে করবে কিভাবে এবং বিবাহিত যিনাহকারী-তো বিবাহিত-ই তাহলে সে আবার বিয়ে করবে কি? সুতরাং সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াতের আইন শুধুমাত্র অবিবাহিত যিনাহকারীর জন্য প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ তাদের মতে ইসলামে বিবাহিত যিনাহকারীর শাস্তি হচ্ছে রজম আর অবিবাহিত যিনাহকারীর জন্য শাস্তি হচ্ছে ১০০ বেত্রাঘাত।

বিবাহিত এবং অবিবাহিত যিনাহকারীর জন্য ইসলামে কি শাস্তি তা জানার জন্য আমরা তিনভাবে বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা করব। প্রথমে, কোরআন এবং হাদিস থেকে, তারপর শুধু হাদিস থেকে, তারপর শুধু কোরআন থেকে। যদি আমরা তিন ক্ষেত্রেই একই আইন পাই তাহলে আমরা ইসলামে বিবাহিত এবং অবিবাহিত যিনাহকারীর জন্য শাস্তির সঠিক আইনটি পেয়ে যাবো।

আশ-শাইবানী থেকে বর্ণিত:
আমি `আবদুল্লাহ বিন আবি `আওফাকে (রাঃ) রজম (অবৈধ যৌন মিলনের জন্য কাউকে পাথর মেরে হত্যা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, "রাসূলুল্লাহ সাঃ রজমের শাস্তি কার্যকর করেছিলেন," আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এটা কি সূরা-নূর নাযিল হওয়ার আগে না পরে?" তিনি বললেন, "আমি জানি না।" (সহীহ আল-বুখারী ৬৮৪০; বই ৮৬, হাদিস ৬৩; অনুরূপ হাদিস বুখারি বই ৮৬, হাদিস নাম্বার -৪২)

এই হাদিসটি অবিবাহিত এবং বিবাহিত নারী- পুরুষের অবৈধ যৌন সম্পর্কে কি শাস্তি দেয়া হবে তা নির্ধারণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাদিস। আশ- শাইবানী আল্লাহ এর রসূল (সা) রজম করেছিলেন সূরা নুর নাযিল হবার আগে নাকি পড়ে - এটা কেন জানতে চেয়েছিলেন ? কারণ যদি আল্লাহ এর রসূল সাঃ সূরা নুর নাযিল হবার আগে রজম করে থাকেন এবং সূরা নুর নাযিল হবার পর তিনি যদি আর

কাউকে (বিবাহিত ব্যভিচারিসহ) যিনাহ / ব্যভিচারের শাস্তি হিসেবে রজম না করে থাকেন তাহলে বুঝতে হবে যে, সূরা নুরের ২ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য যে শাস্তি উক্ত আয়াতে বলেছেন তা বিবাহিত এবং অবিবাহিত উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য হবে এবং অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য শাস্তি হিসেবে আর কাউকেই পাথর নিক্ষেপে হত্যা অর্থাৎ রজম করা হবে না। কিন্তু আবদুল্লাহ বিন আবি `আওফা (রাঃ) এই বিষয়টা জানতেন না। বুঝা গেলো, অনেক সাহাবীই হয়তো এই বিষয়টা জানতেন না।

এখন আমরা হাদিসের ভাষা এবং শাস্তির বিধান দেখে বুঝতে চেষ্টা করবো কোন হাদিসটি কোন সময়ের। কোন হাদিসটি সূরা নুর নাযিল হবার আগের আর কোন হাদিসটি সূরা নুর নাযিল হবার পরের।

উবাদা বিন আস-সামিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: আমার কাছ থেকে নাও, আমার কাছ থেকে নাও। আল্লাহ তাদের জন্য একটি পথ নির্ধারণ করেছেন। যখন কোন অবিবাহিত পুরুষ কোন অবিবাহিত মহিলার সাথে ব্যভিচার করে, তখন তাদের একশটি বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন দেওয়া উচিত। আর যদি বিবাহিত পুরুষ কোন বিবাহিত মহিলার সাথে ব্যভিচার করে, তাহলে তাদের একশটি বেত্রাঘাত এবং পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা হবে। (সহিহ মুসলিম ১৬৯০ক)

এই হাদিসটি কোরআনের সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াত নাযিলের আগের বলে প্রতীয়মান হচ্ছে কারণ প্রায় সকল ফকিহদের মতামত হচ্ছে অবিবাহিত যিনাহকারীর জন্য শাস্তি হচ্ছে সূরা নুরের ২ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ এর নির্ধারিত শাস্তি --- ১০০ বেত্রাঘাত কিন্তু উক্ত হাদিসে আল্লাহ এর রসূল সাঃ বলেছেন যে, "যখন কোন অবিবাহিত পুরুষ কোন অবিবাহিত মহিলার সাথে ব্যভিচার করে, তখন তাদের একশটি বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন দেওয়া উচিত" অর্থাৎ শাস্তির বিধান কোরআনের সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ এর বলা শাস্তির সাথে মিলছে না এর কারণ হচ্ছে এই হাদিসে নবীর (সাঃ) বলা শাস্তিটি সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াত নাযিলের আগের যা আল্লাহ-ই মুহাম্মাদ সাঃ কে বলতে বলেছিলেন। আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে, নবী সাঃ উক্ত হাদিসে বলেছেন, "আমার কাছ থেকে নাও, আমার কাছ থেকে নাও। আল্লাহ তাদের জন্য একটি পথ নির্ধারণ করেছেন"। যদি তখন সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াত নাযিল হয়েই যেত তাহলে এই কথা বলার প্রয়োজন ছিল না যে, " আমার কাছ থেকে নাও, আমার কাছ থেকে নাও; আল্লাহ তাদের জন্য একটি পথ নির্ধারণ করেছেন" কারণ

সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তো পথ দিয়েই দিয়েছেন। "আমার কাছ থেকে নাও, আমার কাছ থেকে নাও। আল্লাহ তাদের জন্য একটি পথ নির্ধারণ করেছেন" এই কথা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, এই হাদিসের পূর্বে মুসলিমদের জন্য অবৈধ যৌনতার কারণে কোন শাস্তির বিধান ছিল না তাই, আল্লাহ এর রসূল সাঃ বলেছেন যে, "আমার কাছ থেকে নাও, আমার কাছ থেকে নাও। আল্লাহ তাদের জন্য একটি পথ নির্ধারণ করেছেন"। আল্লাহ কাদের জন্য পথ নির্ধারণ করেছেন ? মুসলিমদের মধ্যে যারা অবৈধ যৌন কাজ করেছিল তাদের অপরাধের কাফফারা দিয়ে আখিরাতের শাস্তি থেকে মুক্তি পাবার জন্য। "আমার কাছ থেকে নাও, আমার কাছ থেকে নাও" কথার অর্থ হচ্ছে কোরআনে যেহেতু অবৈধ যৌন সম্পর্কের শাস্তি নিয়ে তখনো কোন আয়াত নাযিল হয়নি তাই নবী সাঃ বলেছেন যে, আমার কাছ থেকে নাও – তারপর তিনি আল্লাহ এর নির্ধারিত শাস্তির বিধান সাহাবীদের জানিয়ে দিয়েছিলেন বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

আবু হুরায়রা এবং যায়েদ বিন খালিদ আল-জুহানী বর্ণনা করেছেন যে, মরুভূমির একটি গোত্র আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আমি আপনার কাছে আল্লাহর নামে প্রার্থনা করছি যে, আপনি আমার সম্পর্কে আল্লাহর কিতাব অনুসারে ফয়সালা করুন। দ্বিতীয় দাবিদার যিনি তাঁর চেয়ে জ্ঞানী ছিলেন, তিনি বললেন: আচ্ছা, আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অনুসারে ফয়সালা করুন, তবে আমাকে (কিছু বলার অনুমতি দিন)। তখন আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেন: বলুন। তিনি বললেন: আমার ছেলে এই ব্যক্তির বাড়িতে দাস ছিল এবং সে তার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করেছে। আমাকে জানানো হয়েছিল যে আমার ছেলে (এই অপরাধের শাস্তি হিসেবে) পাথর ছুঁড়ে হত্যার যোগ্য। আমি এর জন্য একশটি ছাগল এবং একটি দাসী মুক্তিপণ হিসেবে দিয়েছি। আমি আলেমদের জিজ্ঞাসা করেছি (এটি কি এই অপরাধের কাফফারা হিসেবে কাজ করতে পারে)। তারা আমাকে জানালো যে আমার ছেলের জন্য একশটি বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন প্রাপ্য এবং এই মহিলার জন্য (যেহেতু সে বিবাহিত ছিল) পাথর নিক্ষেপে (হত্যা) প্রাপ্য। তখন আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেন: যার হাতে আমার জীবন, সেই সত্তার কসম, আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অনুসারে ফয়সালা করব। দাসী এবং ছাগল ফেরত দিতে হবে, এবং তোমার ছেলের জন্য একশটি বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন। আর হে উনাইস (ইবনে জুহাক আল-আসলামী), সকালে এই মহিলার কাছে যাও, যদি সে স্বীকারোক্তি করে, তাহলে তাকে পাথর নিক্ষেপ করো। বর্ণনাকারী বলেন: তিনি সকালে তার কাছে গেলেন এবং তিনি (সেই মহিলা) স্বীকারোক্তি দিলেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তার সম্পর্কে

ঘোষণা করলেন এবং তাকে পাথর নিক্ষেপে (হত্যা) করা হল। (সহিহ মুসলিম বই ১৭, হাদিস নম্বর ৪২০৯)

এই ঘটনাটিও কোরআনে অবৈধ যৌন সম্পর্কের শাস্তি নিয়ে সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াত নাযিলের আগের ঘটনা কারণ অবিবাহিত পুরুষকে আল্লাহ এর রসূল সাঃ এই হাদিসে সহিহ মুসলিম ১৬৯০ক হাদিসে উল্লেখিত শাস্তি দিয়েছিলেন আর তা হচ্ছে ১০০ বেত্রাঘাত এবং ১ বছরের জন্য নির্বাসন। মহিলাকে সহিহ মুসলিম ১৬৯০ক হাদিসে উল্লেখিত একশটি বেত্রাঘাত এবং পাথর ছুঁড়ে হত্যার শাস্তির মধ্যে শুধু পাথর নিক্ষেপে হত্যার শাস্তি দিয়েছিলেন কিন্তু ১০০ টি বেত্রাঘাতের কথা বলেন নি অর্থাৎ বিবাহিত অবৈধ যৌন সম্পর্ককারীর জন্য শাস্তির বিধান তখন পাল্টে গিয়েছিল। এটা কখন হয়েছিল**?** খুব সম্ভবত এটা সেই সময়ের কথা যার কথা ওমর রাঃ বলেছেন।

কাসির ইবনে আল সালত বর্ণনা করেছেন**:** আমর ইবনে আল**-**আস এবং যায়েদ ইবনে সাবিত কুরআন লিখে রাখতেন। তারা এই আয়াতটি পড়ে শোনালেন**,** এবং যায়েদ বললেন**, "**আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি**:** বিবাহিত বৃদ্ধ পুরুষ এবং বৃদ্ধা মহিলা যদি ব্যভিচার করে**,** তাহলে তাদের পাথর মেরে হত্যা করবে।" উমর বললেন**, "**যখন এটি অবতীর্ণ হলো**,** আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম এবং বললাম**:** আমাকে এটি লিখতে দিন।" শু'বা বললেন**, "**এটা এমন ছিল যেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা অপছন্দ করতেন।" উমর বললেন**, "**নিঃসন্দেহে**,** তুমি দেখতে পাচ্ছ যে**,** যদি কোন বৃদ্ধ অবিবাহিত থাকে**,** তাহলে তাকে কেবল বেত্রাঘাত করা হয়**,** আর যদি কোন যুবক বিবাহিত অবস্থায় ব্যভিচার করে তবে তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হয়।" (মুসনাদে আহমাদ ২১৫৯৬)

"বিবাহিত বৃদ্ধ পুরুষ এবং **(**বিবাহিত**)** বৃদ্ধা মহিলা যদি ব্যভিচার করে**,** তাহলে তাদের পাথর মেরে হত্যা করবে।" **---** এটি কোরআনের একটি আয়াত ছিল। বুঝা যাচ্ছে**,** সহিহ মুসলিম বই ১৭, হাদিস নম্বর ৪২০৯ এর ঘটনা যখন ঘটেছিল তখন কোরআনের এই আয়াতটির আইন কার্যকর ছিল এবং সহিহ মুসলিম ১৬৯০ক তে বর্ণিত শাস্তির শুধু অবিবাহিতদের জন্য বর্ণিত শাস্তিটি তখন কার্যকর ছিল। কিন্তু তখনো সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াত নাযিল হয়নি কারণ সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াতে শুধু ১০০ বেত্রাঘাতের কথা বলা আছে যার ব্যাপারে ফকিহগন একমত যে এটি অবিবাহিত যিনাহকারীর জন্য প্রযোজ্য হবে কিন্তু সহিহ মুসলিম বই ১৭, হাদিস নম্বর ৪২০৯ তে অবিবাহিত পুরুষকে তো ১০০

বেত্রাঘাতের সাথে সাথে ১ বছরের জন্য নির্বাসনের শাস্তিও দেয়া হয়েছিল যা সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াতে নেই কিন্তু সহিহ মুসলিম ১৬৯০ক নাম্বার হাদিসে আছে।

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস বর্ণনা করেছেন যে, উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিম্বরে বসে বললেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ মুহাম্মদ (সাঃ) কে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর উপর কিতাব নাজিল করেছেন এবং তাঁর উপর যা নাজিল হয়েছিল তাতে পাথর ছুঁড়ে মারার আয়াতটিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমরা তা পাঠ করেছি, আমরা মুখস্থ করেছি এবং তা বুঝতে পেরেছি। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বিবাহিত ব্যভিচারী এবং ব্যভিচারিণীকে পাথর ছুঁড়ে হত্যার শাস্তি দিয়েছিলেন এবং তাঁর পরে আমরাও পাথর ছুঁড়ে হত্যার শাস্তি দিয়েছিলাম। আমার আশঙ্কা, সময়ের সাথে সাথে লোকেরা (এটা ভুলে যেতে পারে) এবং বলতে পারে: আমরা আল্লাহর কিতাবে পাথর ছুঁড়ে মারার শাস্তি পাই না, এবং এভাবে আল্লাহর নির্ধারিত এই দায়িত্ব পরিত্যাগ করে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, (অবৈধ) গর্ভাবস্থার পর, অথবা স্বীকারোক্তির পর ব্যাভিচারকারী বিবাহিত পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আল্লাহর কিতাবে পাথর ছুঁড়ে মারা একটি কর্তব্য। (সহিহ মুসলিম বই ১৭, হাদিস নম্বর ৪১৯৪; অনুরূপ হাদিস সহীহ বুখারী খণ্ড ৮, বই ৮২, হাদিস নম্বর ৮১৬; অনুরূপ হাদিস জামে আত-তিরমিযী ১৪৩২; অনুরূপ হাদিস সহীহ, আল-বুখারী ২৪৬২ এবং মুসলিম ১৬৯১ (দারুসসালাম) মুসনাদে আহমাদ ২৪৯;)

"বিবাহিত বৃদ্ধ পুরুষ এবং (বিবাহিত) বৃদ্ধা মহিলা যদি ব্যভিচার করে, তাহলে তাদের পাথর মেরে হত্যা করবে।" কোরআনের এই আয়াতটি নাযিলের পর বিবাহিত যিনাহকারীদের জন্য কি শাস্তি ছিল এবং অপরাধী প্রমাণের জন্য কি কি পদ্ধতি ছিল তা ওমর রাঃ এর কথা থেকে জানা যায় যা উপরের হাদিসে (সহিহ মুসলিম বই ১৭, হাদিস নম্বর ৪১৯৪) বর্ণিত হয়েছে।

মদিনায় ইসলামী শরিয়া আইন ভিত্তিক সমাজে ভিন্ন ধর্মের (পৈত্তলিক / খ্রিষ্টান) আলেমরাও এই আইনগুলো জানত কারণ তখন হুদুদের আইন সবার জন্য একই ছিল। কিন্তু ইহুদীরা এটা মানতে পারত না বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে কারণ তারা নবীর সাঃ কাছে তাদের ধর্মগ্রন্থ নিয়ে এসেছিল।

আবদুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত: ইহুদীরা আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর কাছে এসে তাঁকে জানালো যে, তাদের মধ্যে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা অবৈধ যৌন সম্পর্ক করেছে। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাদের বললেন, "তোমাদের (পুরাতন নিয়মে / তাওরাতে) আর-রজম (পাথর নিক্ষেপে

হত্যা) এর আইনগত শাস্তি সম্পর্কে তোমরা কী পাও?" তারা বলল, (কিন্তু) আমরা তাদের অপরাধ ঘোষণা করছি এবং তাদের বেত্রাঘাত করছি।" আবদুল্লাহ বিন সালাম বললেন, "তুমি মিথ্যা বলছো; তাওরাতে রজমের আদেশ আছে।" তারা তাওরাত এনে খুললো এবং তাদের একজন রজমের আয়াতের উপর হাত রাখলো এবং তার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী আয়াতগুলো পড়লো। আবদুল্লাহ বিন সালাম তাকে বললেন, "তোমার হাত তুলো।" যখন সে তার হাত তুললো, তখন সেখানে রজমের আয়াত লেখা ছিল। তারা বলল, "মুহাম্মদ (সাঃ) সত্য বলেছেন; তাওরাতে রজমের আয়াত আছে।" এরপর নবী (সাঃ) তাদের উভয়কে পাথর মেরে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। ('আবদুল্লাহ বিন 'উমার (রাঃ) বলেন, "আমি লোকটিকে পাথর থেকে রক্ষা করার জন্য মহিলার উপর ঝুঁকে থাকতে দেখেছি।") (সহীহ বুখারী খণ্ড ৪, বই ৫৬, হাদিস নম্বর ৮২৯; অনুরূপ হাদিস সহীহ আল-বুখারী ৩৬৩৫; অনুরূপ হাদিস সহীহ বুখারী খণ্ড ৬, বই ৬০, হাদিস নম্বর ৭৯; অনুরূপ হাদিস সহীহ বুখারী ৮ম খণ্ড, বই ৮২, হাদিস নম্বর ৮০৯; অনুরূপ হাদিস মিশকাত আল-মাসাবিহ ৩৫৫৯; অনুরূপ হাদিস সুনানে আবু দাউদ ৪৪৪৬; অনুরূপ হাদিস মুয়াত্তা ইমাম মালিক বই ৪১, হাদিস ১)

ইহুদীরা যখন নবী সাঃ এর ঘোষিত কোরআনের আয়াত অনুযায়ী নিজেদের ব্যভিচারীকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা না করতে তাদের তাওরাত নিয়ে এসেছিল তখন আবদুল্লাহ বিন সালাম তাদের বলেন, "তুমি মিথ্যা বলছো; তাওরাতে রজমের আদেশ আছে।" এখান থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, তখনো কোরআনের সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াত নাযিল হয়নি কারণ যদি কোরআনের সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াত এই ঘটনার পূর্বেই নাযিল হত তাহলে ইহুদীরা, খুব সম্ভবত, এই কথাও বলত যে, কোরআনে রজমের আয়াত নেই। এভাবে তারা নিজেদের বিবাহিত অবৈধ ব্যভিচারীকে বাচাতে চাইত। আবদুল্লাহ বিন সালাম রাঃ এর কথায় এটাই প্রতীয়মান হচ্ছে যে তখনো কোরআনের এই আয়াতটির আদেশ-ই কার্যকর ছিল --- "বিবাহিত বৃদ্ধ পুরুষ এবং (বিবাহিত) বৃদ্ধা মহিলা যদি ব্যভিচার করে, তাহলে তাদের পাথর মেরে হত্যা করবে।" তাই ইহুদীরা যখন এই আইনকে চ্যালেঞ্জ করতে এসেছিল তখন মুহাম্মাদ সাঃ তাদের তাওরাতে কি বলা আছে তা তাদের জিজ্ঞেস করেছিলেন ফলে ইহুদীরা তাওরাতের রজমের আয়াত লুকাতে চাইলে আবদুল্লাহ বিন সালাম তাদের একজন লোকের হাত তুলতে বললে তাওরাতে রজমের আয়াতটি দেখা যায়।

উপরোক্ত ঘটনা অনেকগুলো হাদিসে আসছে। এখানে খেয়াল করার মত বিষয় হচ্ছে, এই ঘটনায় আল্লাহ এর রসূল সাঃ তাওরাত অনুযায়ী ইহুদীদের বিচার ফয়সালা করেছেন। তিনি এই ক্ষেত্রে কোরআনের আইন অনুযায়ী বিচার -ফয়সালা করেন নি।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত: আল্লাহর রাসূল মসজিদে বসে থাকা অবস্থায় এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলের কাছে এসে তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি অবৈধ যৌন মিলন করেছি।" নবী তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লোকটি যে দিকে নবী (সাঃ) মুখ ফিরিয়েছিলেন, সেদিকে এসে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি অবৈধ যৌন মিলন করেছি।" নবী তার মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলেন, এবং লোকটি সেই দিকে এসে চারবার স্বীকারোক্তি করলে নবী তাকে ডেকে বললেন, "তুমি কি পাগল?" সে বলল, "না, হে আল্লাহর রাসূল!" নবী বললেন, "তুমি কি বিবাহিত?" সে বলল, "হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল।" নবী (সাঃ) বললেন, "তাকে নিয়ে যাও এবং পাথর মেরে হত্যা করো।" ইবনে শিহাব আরও বলেন, "জাবির (রাঃ) এর কথা শুনে একজন আমাকে বলেছিল যে, জাবির বলেছেন, 'আমিও ঐ ব্যক্তিকে পাথর ছুঁড়ে মেরেছিলাম, আর আমরা তাকে মুসাল্লায় ('ঈদের নামাজের স্থান) পাথর ছুঁড়ে মেরেছিলাম, আর যখন পাথরগুলো তাকে কষ্ট দিচ্ছিল, তখন সে দ্রুত লাফিয়ে পালিয়ে গেল, কিন্তু আমরা তাকে আল-হাররায় ধরে ফেলেছিলাম এবং (সেখানে) পাথর ছুঁড়ে মেরে হত্যা করেছিলাম।" (সহিহ বুখারী ৮ম খণ্ড, বই নং ৮২, হাদিস নম্বর ৮১৪ অনুরূপ হাদিসঃ সহীহ বুখারী ৭ম খণ্ড, ৬৩তম বই, হাদিস নম্বর ১৯৬; অনুরূপ হাদিস জামে আত-তিরমিযী ১৪২৯; অনুরূপ হাদিস মিশকাত আল-মাসাবিহ ৩৫৬০ --- এই হাদিসের শেষ অংশে বলা আছে, " এরপর নবী (সাঃ) তার সম্পর্কে ভালো কথা বললেন এবং তার জন্য নামাজ পড়লেন।)

এই হাদিসে আমরা দেখতে পেলাম যে, আল্লাহ এর রসূল সাঃ উক্ত ব্যক্তির স্বীকারোক্তিমূলক অবৈধ যৌন মিলনের কথা শুনতে চাচ্ছিলেন না এজন্যই তিনি বার বার লোকটির থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিলেন। কিন্তু লোকটি বার বার-ই নবীর (সাঃ) সামনে গিয়ে নিজের বিরুদ্ধে নিজেই সাক্ষী দিচ্ছিল বা স্বীকারোক্তি দিচ্ছিল যে, সে অবৈধ যৌন মিলন করেছে। তিনি জেনে বুঝেই নিজের উপরে পাথর নিক্ষেপের শাস্তি চাচ্ছিলেন বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। এই ঘটনার সময় সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াত নাযিল হয়েছিল কি না - তা বুঝা যাচ্ছে না তবে এই ঘটনাটিও সূরা নুরের ২ নাম্বার আয়াত নাযিলের আগের

ঘটনা বলেই মনে হচ্ছে, যখন আমরা সূরা নুর বুঝে বুঝে পড়ব – তখন আমরা এই ঘটনা কবে ঘটেছিল তা বুঝতে পারব।

"এটি একটি সূরা, এটি আমি অবতীর্ণ করেছি এবং এর বিধানকে ফরয করেছি, এতে আমি অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।(১) ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী - নারী ও পুরুষ প্রত্যেককে একশ' কশাঘাত করবে, আল্লাহর বিধান কার্যকরী করতে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হও; মু'মিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (২) ব্যভিচারী কেবল ব্যভিচারিণী অথবা মুশরিক নারীকে ছাড়া বিয়ে করবে না এবং ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ছাড়া বিয়ে করবে না। আর মুমিনদের উপর এটা হারাম করা হয়েছে। (৩) (সূরা নূরঃ ১-৩)

আমরা সহিহ মুসলিম ১৬৯০ক, সহিহ মুসলিম বই ১৭, হাদিস নম্বর ৪২০৯, মুসনাদে আহমাদ ২১৫৯৬ নাম্বার হাদিসগুলো থেকে বুঝতে পেরেছি যে, যিনাহ, ব্যভিচারের শাস্তির পরিবর্তন হচ্ছিল। প্রথমে ছিল অবিবাহিত লোকের জন্য ১০০ বেত্রাঘাত এবং ১ বছরের জন্য নির্বাসিত এবং বিবাহিত লোকের জন্য ১০০ বেত্রাঘাত এবং রজম। পরে মুসনাদে আহমাদ ২১৫৯৬ নাম্বার হাদিসে বর্ণিত কোরআনের আয়াত নাযিল হলে বিবাহিত লোকের জন্য আইন পরিবর্তন হয়ে যায় তখন বেত্রাঘাতকে বাতিল করে শুধু রজমের শাস্তি দেয়া হয়। কিন্তু আমরা মুসনাদে আহমদের ২১৫৯৬ নাম্বার হাদিস থেকে জানতে পারি যে, "বিবাহিত বৃদ্ধ পুরুষ এবং বৃদ্ধা মহিলা যদি ব্যভিচার করে, তাহলে তাদের পাথর মেরে হত্যা করবে।" আয়াতটি নাযিল হলে ওমর রাঃ নবীর (সাঃ) কাছে এই আয়াতটি কোরআনের ভিতরে লিখার অনুমতি চেয়েছিলেন কিন্তু হাদিসে অন্যান্য কথোপকথন ও অন্য কিছু হাদিস থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) কোরআনের এই আয়াতটি লিখতে দেন নি, এই আয়াতের কোন নাম্বারও পাওয়া যায় না। এই আয়াতটি কখনোই কোরআনের কোন সূরার অংশ ছিল না। মুসনাদে আহমদের ২১৫৯৬ নাম্বার হাদিস থেকে আমরা এটাও জানতে পারি যে, "শু'বা বললেন, "এটা এমন ছিল যেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা অপছন্দ করতেন"। অর্থাৎ আয়াতটির প্রতি নবী সাঃ এর মনোভাব দেখে কারো কারো মনে হয়েছিল যে আয়াতটি বা আয়াতে উল্লেখিত যে আইন আল্লাহ দিয়েছেন তা আল্লাহ এর রসূল সাঃ যেন অপছন্দ করতেন। ওমর রাঃ এর অন্য হাদিসে পাওয়া যায় যে, ঐ সময়ে উক্ত আয়াতটি সাহাবীরা পড়েছেন, মুখস্থ করেছেন কিন্তু লিখে রাখার অনুমতি পান নি। কোরআনের অন্য আয়াত যখন লিখে রাখা হচ্ছিল তখন এই আয়াতটি না লিখার

কারণ কি ? এমন কি ওমর রাঃ এই আয়াতটি লিখার জন্য নবীর রাঃ কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন কিন্তু প্রতীয়মান হয় যে, উনাকে আল্লাহ এর রসূল সাঃ এই আয়াতটি লিখে রাখার অনুমতি দেননি। যাই হোক, এই কথাটা নিশ্চিত যে, রজম সম্পর্কিত এই আয়াতটি কোরআনের কোন সূরার অংশ ছিল না। এই বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াতে বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্কের ব্যাপারে আল্লাহ আইন দেয়ার আগের আয়াতে অর্থাৎ সূরা নূরের প্রথম আয়াতে আল্লাহ বলে দিচ্ছেন যে, "এটি একটি সূরা, এটি আমি অবতীর্ণ করেছি এবং এর বিধানকে ফরয করেছি, এতে আমি অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর"।(১) (সূরা নুর -১)

এখন নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন মুসনাদে আহমদের ২১৫৯৬ নাম্বার হাদিসে উল্লেখিত কোরআনের আয়াত , "বিবাহিত বৃদ্ধ পুরুষ এবং বৃদ্ধা মহিলা যদি ব্যভিচার করে, তাহলে তাদের পাথর মেরে হত্যা করবে।" এর সাথে সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াতের মর্যাদাগত পার্থক্য।

"এটি একটি সূরা, এটি আমি অবতীর্ণ করেছি এবং এর বিধানকে ফরয করেছি, এতে আমি অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর"।(১) ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী - নারী ও পুরুষ প্রত্যেককে একশ' কশাঘাত / বেত্রাঘাত করবে, আল্লাহর বিধান কার্যকরী করতে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হও; মু'মিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (২) (সূরা নুর ১-২)

মুসনাদে আহমদের ২১৫৯৬ নাম্বার হাদিসে উল্লেখিত কোরআনের আয়াতকে আল্লাহ কোন সূরার অংশ করেন নি কিন্তু সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াতে বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্কের শাস্তি সম্পর্কে বলার আগেই আল্লাহ বলে দিচ্ছেন – এটি একটি সূরা। অর্থাৎ আল্লাহ বলছেন যে, আমার বান্দারা এখন আমি যে আইন দিবো তা কিন্তু একটি সূরার অংশ অর্থাৎ এটাই আমার পক্ষ হতে এই সম্পর্কে চূড়ান্ত আইন। আল্লাহ আরও বলছেন যে, এই সুরাটি এবং এর মধ্যেকার আইন আমিই নাযিল করেছি এবং এর বিধানকে ফরয করেছি। চিন্তা করে দেখুন, আল্লাহ সূরা নূরে উল্লেখিত আইনকে কত গুরুত্ব এবং জোর দিয়ে বলা শুরু করেছেন। আল্লাহ তারপর বলছেন যে সূরা নুরে অবতীর্ণ করা আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট – অর্থাৎ এখানে না বুঝার মত কিছুই নেই বা এটা নিয়ে মত পার্থক্য করার মত কিছু নেই। তারপর তিনি বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্কের ব্যাপারে সকল মানুষের জন্য নতুন আইন দিলেন যার ফলে এই সম্পর্কিত পূর্বের সকল আইন বাতিল হয়ে গেলো। আগে আইন ছিল অবিবাহিতের জন্য ১০০ বেত্রাঘাত

এবং ১ বছরের নির্বাসন আর বিবাহিতের জন্য রজম। ২ রকম ঘটনার জন্যই এখন আইন হচ্ছে ১০০ বেত্রাঘাত। যারা একমত নন তাদের জন্যঃ

সূরা শব্দটির অর্থ হচ্ছে বেড়া বা দেয়াল বা পদ মর্যাদা বা উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ যাকে ইংলিশে যথাক্রমে বলে fence, wall, rank, high position.

কোরআনের রজমের আয়াতসহ অবৈধ যৌন সম্পর্কের শাস্তির জন্য যত আইন আল্লাহ সূরা নুর নাযিল করার আগে দিয়েছিলেন তার কোন টিকেই আল্লাহ কোন সূরার অংশ করেন নি। অর্থাৎ সূরা নূরের আয়াতে অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য আল্লাহ যে আয়াত নাযিল করেছেন তা তার পূর্বের সকল আয়াতকে বা আইনকে মর্যাদার দিক থেকে অতিক্রম করে যাবে। কোরআনের আয়াতকে সূরার মধ্যে রাখার অর্থ হচ্ছে এই আয়াতগুলোকে বেড়া বা দেয়াল দ্বারা সুরক্ষিত করা হয়েছে অর্থাৎ এই আয়াতগুলোর কোন পরিবর্তন হবে না। এই আয়াতগুলো হারিয়ে যাবে না, কেউ বলতে পারবে না যে, এই আয়াত কোথা থেকে আসল – এটা তো কোরআনে নেই। কিন্তু কোরআনের কোন আয়াত যদি সূরা দ্বারা সুরক্ষিত না করা হয় তাহলে এমন সম্ভাবনা প্রবল যে ঐ আয়াতকে বা আয়াতের আইনকে ভবিষ্যতে বাতিল করা হতে পারে। এখান থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, মুসনাদে আহমদের ২১৫৯৬ নাম্বার হাদিসে উল্লেখিত কোরআনের আয়াতে উল্লেখিত আইনকে পরিবর্তন করা হবে এমন সম্ভাবনা প্রথম থেকেই প্রবল ছিল যার ইঙ্গিত এখান থেকেও পাওয়া যায় যে, নবী সাঃ উক্ত আয়াত কাউকে লিখে রাখার অনুমতি দেন নি। এই রূপ সতর্কতার কারণ সম্ভবত এটা যে, উক্ত আয়াতটি যেন কোনভাবেই কোরআনের কোন সূরার ভিতরে ঢুকতে না পারে এবং ভবিষ্যতে যেন কোরআনের অংশ হতে না পারে। এখান থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, রজম সম্পর্কিত কোরআনের উক্ত আয়াতটি কিছু সময়ের জন্য আইন হিসেবে আল্লাহ নাযিল করেছিলেন যাকে কোরআনের কোন সুরায় ঢুকতে দেয়া হয়নি এবং কোরআনের অংশও করা হয়নি। সূরা শব্দের অন্য একটি অর্থ হচ্ছে উচ্চ পদমর্যাদা সম্পন্ন। সূরা নূরের প্রথম আয়াতেই আল্লাহ বলে দিয়েছেন যে, আল্লাহ এখন যা আয়াত বা আইন নাযিল করবেন তা একটি সূরার অংশ অর্থাৎ কোরআনের অন্য কোন আয়াত যদি সূরার বাহিরে থাকে তাহলে তার চেয়ে সূরা নুরে আল্লাহ যা নাযিল করবেন তার মর্যাদা বেশি ও আইন হিসেবে অধিকতর উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন। সূরা শব্দের আরেকটি অর্থ হচ্ছে 'পদ'। কোরআনের কোন আয়াত যদি কোন সূরার অংশ হয় তাহলে সেই আয়াতটির একটি পদ আছে কিন্তু কোরআনের কোন আয়াত যদি কোন সূরার অংশ না হয় তাহলে সেই আয়াতটির কোন পদ নেই। এখন প্রশ্ন আসবে যে, কিন্তু এখান থেকে এই কথা কিভাবে প্রমাণিত হয় যে, সূরা নূরের ২য় আয়াত দ্বারা রজমের আইন বাতিল হয়ে গেছে ?

সূরা নূরের প্রথম আয়াতে আল্লাহ বলছেন যে, আমি এখন যা নাযিল করবো তা একটি সূরার আয়াত তার মানে আল্লাহ ইতিপূর্বে রজম নিয়ে যে আয়াত (মুসনাদে আহমাদ ২১৫৯৬) নাযিল করেছিলেন কিন্তু তাকে কোন সূরার অংশ করেন নি - সেই আয়াতের সাথে এই আয়াতের মর্যাদাগত পার্থক্যের দিকে ইঙ্গিত করে প্রথমেই বলে দিয়েছেন যে, সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াতে আমি যা নাযিল করতে যাচ্ছি তা হচ্ছে একটি সূরার অংশ কিন্তু ইতিপূর্বে রজম সম্পর্কিত যে আয়াত নাযিল করেছিলাম তা কোন সূরার অংশ ছিল না ফলে এই আয়াত দ্বারা রজমের ঐ আয়াতের আইন বাতিল হয়ে যাবে। এছাড়া সূরা নূরের প্রথম আয়াতের প্রথমেই আল্লাহ কেন বললেন যে, এটি একটি সূরা। এটা এই কারণে যে, আল্লাহ আমাদের বুঝিয়ে দিলেন যে - আগে আল্লাহ রজম নিয়ে যে আয়াত নাযিল করেছিলেন তার সাথে এখন যে আয়াত নাযিল করবেন তাদের উভয়ের মধ্যে মর্যাদাগত পার্থক্য আছে। আল্লাহ যে সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াতে বিবাহিত যিনাহকারীর জন্যও আইন দিচ্ছেন তার ইঙ্গিত আল্লাহ সূরা নূরের প্রথম আয়াতে দিয়ে দিয়েছেন এই কথা বলে যে এখন যা নাযিল করবো তা হচ্ছে সূরার অংশ আর আগে যা নাযিল করেছিলাম তা সূরার অংশ ছিল না। অর্থাৎ এখন সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াতে যে আইন দিচ্ছি তা বিবাহিত যিনাহকারীর জন্যও প্রযোজ্য হবে কারণ সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াতের সাথে মুসনাদে আহমদের ২১৫৯৬ নাম্বার হাদিসে উল্লেখিত কোরআনের আয়াতের সাথে তুলনা করা হয়েছে এই কথা বলে যে, সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াত হচ্ছে একটি সূরার অংশ। অপরদিকে, মুসনাদে আহমদের ২১৫৯৬ নাম্বার হাদিসে উল্লেখিত কোরআনের আয়াতটি কোন সূরার অংশ নয়; দুটি আয়াতের মধ্যে মর্যাদাগত পার্থক্য আল্লাহ আমাদেরকে বুঝাচ্ছেন তাহলে সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াত অবশ্যই মুসনাদে আহমদের ২১৫৯৬ নাম্বার হাদিসে উল্লেখিত কোরআনের আয়াতের আইনকে বাতিল করে নতুন আইন হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে। আল্লাহ কেন দু'টি আয়াতের মধ্যে একটি সূরার অংশ, অপরটি সূরার অংশ নয় – এই দিকে ইঙ্গিত করবেন যদি এই দু'টি আয়াতে উল্লেখিত আইনগুলোর মধ্যে সম্পর্ক না থাকে। সম্পর্ক আছে আর সেটা যেন আমরা বুঝতে পারি সে জন্য সূরা নূরের প্রথম আয়াতে আল্লাহ বলে দিয়েছেন যে, এখন যা আইন নাযিল করছি তা একটি সূরার অংশ আর আগে যা নাযিল করেছিলাম তা সূরার অংশ ছিল না সুতরাং তোমরা বুঝে নাও যে, মর্যাদার দিক থেকে এই আইনটি পূর্বে নাযিল করা আইনের চেয়ে অধিক মর্যাদাপূর্ণ সুতরাং এই আইনটি (সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াতে নাযিল করা আইনটি) আগে নাযিল করা আইনকে বাতিল করে দিবে। অর্থাৎ সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াতের আইন শুধু অবিবাহিতদের জন্য নয়, উক্ত আয়াত বিবাহিত, অবিবাহিত সকল যিনাহকারীর জন্য প্রযোজ্য হবে। আল্লাহ চাইলে, যখন সূরা নূরের ১ থেকে ২১ নাম্বার আয়াত

আমরা বুঝে বুঝে পড়ব তখন এই বিষয়টা আরও পরিষ্কার হবে, আমরা হাদিস থেকেও এই বিষয়টা দেখব।

শারাহার স্বামী সিরিয়ায় অনুপস্থিত ছিল। তিনি গর্ভবতী হয়ে পড়লেন এবং তার পূর্বতন মালিক তাকে আলীর (রাঃ) কাছে নিয়ে এসে বললেন: এই মহিলা ব্যাভিচার করেছে। **সে স্বীকার করেছে।** তাই তিনি বৃহস্পতিবার তাকে একশটি বেত্রাঘাত করেছেন এবং শুক্রবার তাকে পাথর মেরে (হত্যা) করেছেন। তিনি তার নাভি পর্যন্ত একটি গর্ত খনন করেছিলেন এবং আমি উপস্থিত ছিলাম। **তারপর তিনি (আলী (রাঃ)) বললেন: (ব্যাভিচারের শাস্তি হিসেবে) পাথর মেরে (হত্যা করে) ফেলা আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি সুন্নাত।** যদি কেউ তাকে এটি করতে দেখে, তাহলে যে সাক্ষী হয়েছে সে যেন প্রথম পাথর মারে; সে যেন তার সাক্ষ্য দেয় এবং সাক্ষ্যের পর পাথর মারে। কিন্তু সে (ঐ মহিলা) স্বীকার করেছে (স্বীকারোক্তি দিয়েছে), তাই আমিই প্রথম তাকে পাথর মারব। উনি (আলী রাঃ) তার (ঐ মহিলার) উপর একটি পাথর মেরেছিলেন, তারপর লোকেরা তাকে পাথর মেরেছে এবং আমি তাদের মধ্যে ছিলাম। আল্লাহর কসম, আমি তাকে হত্যাকারীদের মধ্যে ছিলাম। (মুসনাদে আহমাদ ৯৭৮)

সালিমা এবং মুজালিদ থেকে বর্ণিত, তিনি আশ-শা'বী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তারা তাকে বর্ণনা করতে শুনেছেন যে, আলী (রাঃ) কুফাহ অঞ্চলের এক মহিলা সম্পর্কে বলেছেন --- যাকে তিনি বৃহস্পতিবার বেত্রাঘাত করেছিলেন এবং শুক্রবারে পাথর মেরেছিলেন --- "**আমি তাকে আল্লাহর কিতাব অনুসারে বেত্রাঘাত করেছি এবং আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাহ অনুসারে পাথর মেরেছি।** (মুসনাদে আহমাদ ৭১৬ সহীহ হাদিস; এর পুরুষরা সিক্বাত (দারুস সালাম))

আলী রাঃ সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াত নাযিলের পর একজন বিবাহিত মহিলাকে অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য শাস্তি দিয়েছিলেন। ঘটনাটি কুফায় সংঘটিত হয়েছিল। আলী (রাঃ) প্রথমে বৃহস্পতিবার মহিলাকে ১০০ বেত্রাঘাত করেন এবং শুক্রবার উক্ত মহিলাকে রজম করেন। তারপর আলী রাঃ বলেন যে, উনি কোরআনের আইন অনুযায়ী বেত্রাঘাত করেছেন আর নবীর সুন্নত মোতাবেক রজম করেছেন। আলী রাঃ কিন্তু এই কথা বলেন নি যে, আমি আল্লাহ এর পূর্বে নাযিল করা রজমের আয়াতের আইন মেনে মহিলাকে রজম করেছি বরং তিনি বলেছেন যে, তিনি মহিলাকে আল্লাহ এর কিতাব অর্থাৎ আইন অনুযায়ী ১০০ বেত্রাঘাত করেছেন (যা সূরা নুরে উল্লেখ করা আছে) আর নবীর সুন্নত অনুসরণ করে

রজম করেছেন। অর্থাৎ সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াত নাযিল হবার পর মুসনাদে আহমদের ২১৫৯৬ নাম্বার হাদিসে উল্লেখিত রজম সম্পর্কিত আয়াতের রজমের আইন বাতিল হয়ে গেছে ফলে আলী রাঃ বলেছেন যে তিনি রজম করেছেন নবীর সুন্নত হিসেবে অর্থাৎ কোরআনের কোন আয়াত অনুযায়ী আলী রাঃ রজম করেন নি অর্থাৎ ফরজ হিসেবে আলী রাঃ রজম করেন নি। ফরয হিসেবে আলী রাঃ ১০০ বেত্রাঘাত করেছেন।

আশ-শা'বী থেকে বর্ণিত যে, আলী বৃহস্পতিবার শুরাহাকে বেত্রাঘাত করেছিলেন এবং শুক্রবার তাকে পাথর মেরেছিলেন। তিনি (আলী রাঃ) বলেন: **আমি তাকে আল্লাহর কিতাব অনুসারে বেত্রাঘাত করেছি এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সুন্নাহ অনুসারে পাথর মেরেছি।** (মুসনাদে আহমাদ ৮৩৯) (সাহিহ হাদিস, দারুস সালাম)

এখন আমরা বুঝতে পারলাম যে, বিবাহিত পুরুষ বা নারী যিনাহ করলে তার জন্য কোরআনে আল্লাহ এর আইন অনুযায়ী ফরয শাস্তি হচ্ছে ১০০ বেত্রাঘাত। আর সুন্নত হিসেবে তাকে রজম করা যেতে পারে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, মাইজ বিন মালিক আল-আসলামী (রাঃ) নবী (সাঃ)-এর কাছে বারবার আসলেন (যাতে তাকে তার পাপের শাস্তি দেওয়া হয়)। চতুর্থবার যখন তিনি এলেন, তখন নবী (সাঃ) রজমের নির্দেশ দিলেন এবং তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হল। এরপর আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এবং তাঁর কয়েকজন সাহাবী তাঁর পাশ দিয়ে গেলেন। একজন সাহাবী বললেন, "এই মৃত ব্যক্তি কতবার নবী (সাঃ)-এর কাছে এসেছিল এবং প্রতিবারই তিনি তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, যতক্ষণ না কুকুরের মতো পাথর মেরে তাকে হত্যা করা হয়েছিল।" নবী (সাঃ) কিছু বললেন না এবং এগিয়ে গেলেন যতক্ষণ না তারা একটি গাধার মৃতদেহের কাছে এসে পৌঁছালেন যার পা বাতাসে ছিল (অর্থাৎ উপরের দিকে ছিল)। তিনি (সাঃ) তাদের বললেন, "এ (মৃতদেহ) থেকে কিছু খাও।" তারা জিজ্ঞাসা করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল, এই মৃত গাধার (শরীর) থেকে?" তিনি তাদের বললেন, "তোমরা তোমার ভাইয়ের গীবত করেছো, এটা এর (গাধার) মৃতদেহ থেকে কিছু খাওয়ার চেয়েও গুরুতর। যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, সেই সত্তার শপথ, সে (মাইয বিন মালিক রাঃ) এখন জান্নাতের নদীতে ডুব দিচ্ছে।" (আল-আদাব আল-মুফরাদ ৭৩৭)

আলী রাঃ এর রজম করা সম্পর্কিত হাদিসগুলো থেকে এ কথাও নিশ্চিত রূপে বুঝা যায় যে, আল্লাহ এর রসূল যাদের রজম করেছিলেন তাদের তিনি সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াত নাযিল হবার আগে করেছিলেন। কারণ আল্লাহ এর রসূল সাঃ কাউকে রজম করতে চাইতেন না, কেউ ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি দিতে আসলে তিনি মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে নিতেন যা আমরা হাদিস থেকে দেখেছি। এছাড়া মুসনাদে আহমাদ ২১৫৯৬ হাদিসে উল্লেখিত কোরআনের আয়াত ("বিবাহিত বৃদ্ধ পুরুষ এবং বৃদ্ধা মহিলা যদি ব্যভিচার করে, তাহলে তাদের পাথর মেরে হত্যা করবে।") সম্পর্কে মুহাম্মাদ সাঃ এর মনোভাব আমরা শু'বার থেকে জানতে পারি যে, শুবা বলেছেন, "এটা এমন ছিল যেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা অপছন্দ করতেন।" সুতরাং, আলী রাঃ এর রায় বা ফতোয়া অনুসারে, অবিবাহিত ও বিবাহিত উভয়ের জন্যই ফরয হিসেবে শুধু ১০০ বেত্রাঘাত শাস্তি হিসেবে আল্লাহ সূরা নুরে ঘোষণা করার পরও মুহাম্মাদ সাঃ কাউকে রজম করার নির্দেশ দিয়েছেন তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। সুতরাং, আল্লাহ এর রসূল সাঃ যাদেরকে রজম করার নির্দেশ দিয়েছেন তা তাদেরকে সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াত নাযিল হবার আগেই দিয়েছেন বলেই প্রতীয়মান হয়। আল্লাহ এর রসূল সাঃ মাত্র ৪ বা ৫ জনের ব্যাপারে রজমের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এর মধ্যে ২ জন ছিল ইহুদী যাদেরকে তাওরাত অনুযায়ী শাস্তি দেয়া হয়েছিল।

আশ-শাইবানী থেকে বর্ণিত: আমি `আবদুল্লাহ বিন আবি `আওফাকে রজম (অবৈধ যৌন মিলনের জন্য কাউকে পাথর মেরে হত্যা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, "রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রজমের শাস্তি কার্যকর করেছিলেন," আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এটা কি সূরা-নূর নাযিল হওয়ার আগে না পরে?" তিনি বললেন, "আমি জানি না।" (সহীহ আল-বুখারী ৬৮৪০; বইয়ে বই ৮৬, হাদিস ৬৩; অনুরূপ হাদিস বুখারি বই ৮৬, হাদিস নাম্বার -৪২)

আমরা এখন আশ – শাইবানীর প্রশ্নের উত্তর পেলাম। উপরোক্ত আলোচনা শেষে আমার মতে, সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াত নাযিলের পর নবী জীবিত থাকা অবস্থায় আর কোন ব্যভিচারীকে নবীর (সাঃ) বিচারের মুখোমুখি হতে হয়নি ফলে আল্লাহ এর রসূল সাঃ সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াত নাযিলের পর ব্যভিচারীকে কি শাস্তি দিতেন তা আমাদের কাছে হাদিস আকারে আসেনি। আর এজন্য আলী রাঃ এবং ওমর রাঃ এর ব্যভিচারী ব্যক্তির শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে আমরা পার্থক্য দেখতে পাই --- এটাও একটা প্রমান যে, সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াত নাযিলের পর আল্লাহ এর রসূল সাঃ আর কোন ব্যভিচারীর বিচার করেন নি। যদি তিনি তা করতেন তবে আলী এবং ওমর বিবাহিত ব্যভিচারীর ক্ষেত্রে আলাদা

ফতোয়া বা রায় দিতেন না বরং উনারা ২ জন-ই নবী সাঃ এর উক্ত বিচারের ফয়সালা জানতেন এবং ২ জন সেইভাবে অর্থাৎ এক এবং অভিন্নভাবে ব্যভিচারীর বিচার করতেন। যারা বিষয়টা বুঝতে পারছেন না তাদের জন্যঃ

ওমর রাঃ মুসনাদে আহমাদের ২১৫৯৬ হাদিসে উল্লেখিত কোরআনের আয়াত ("বিবাহিত বৃদ্ধ পুরুষ এবং বৃদ্ধা মহিলা যদি ব্যভিচার করে, তাহলে তাদের পাথর মেরে হত্যা করবে।") অনুযায়ী বিবাহিত ব্যভিচারীর বিচার কোরআনের উক্ত আয়াত অনুযায়ী ফরয হিসেবে পাথর মেরে করতে বলেছেন কিন্তু তিনি বেত্রাঘাতের কথা বলেন নি। ওমর রাঃ নিজে খলিফা হিসেবে ব্যভিচারীর যে বিচারের রায় দিয়েছেন সেখানেও বেত্রাঘাতের কথা নেই, আছে শুধু রজমের কথা। এমন কি তিনি বলেছেন যে, লোকেরা উনার সমালোচনা না করলে তিনি মুসনাদে আহমাদের ২১৫৯৬ হাদিসে উল্লেখিত কোরআনের আয়াতকে কোরআনের ভিতরে ঢুকিয়ে দিতেন। অন্য দিকে আলী রাঃ ব্যভিচারীর ক্ষেত্রে সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াত অনুযায়ী অর্থাৎ আল্লাহ এর কিতাব অনুযায়ী বিবাহিত ব্যভিচারীর জন্য নির্ধারিত শাস্তি ১০০ বেত্রাঘাত দিয়েছেন এবং নবীর সুন্নত হিসাবে রজম করেছেন। দেখা যাচ্ছে, ওমর রাঃ রজম করাকে আল্লাহ এর প্রদত্ত ফরয বলছেন এবং বেত্রাঘাত করছেন না কিন্তু আলী রাঃ বেত্রাঘাত করাকে আল্লাহ এর কিতাবে বর্ণিত ফরয হিসেবে গ্রহন করেছেন এবং রজম করাকে নবীর সুন্নত হিসেবে রায় দিয়েছেন। আলী এবং ওমরের রায়ে এরূপ পার্থক্যের ফলে প্রমাণিত হচ্ছে যে আল্লাহ এর রসূল সাঃ সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াত নাযিলের পর আর কোন ব্যভিচারীর বিচার করেন নি - যদি তিনি তা করতেন তবে আলী এবং ওমর উভয়ে উক্ত রায় সম্পর্কে জানতেন এবং সেভাবে রায় দিতেন ফলে বিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তির রায়ের ব্যাপারে তাদের রায়ে কোন পার্থক্য দেখা যেত না।

এখন প্রশ্ন আসবে যে, আমরা কেন রজমের ব্যাপারে ওমর রাঃ, ওসমান রাঃ এর চেয়ে আলী রাঃ এর মতামত বা ফতোয়াকে বেশি প্রাধান্য দিবো ? এর কারণ হচ্ছে, হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রজমের ব্যাপারে আইন-কানুন ও শর্ত সমূহ আলী রাঃ, ওমর রাঃ এবং ওসমান রাঃ এর চেয়ে বেশি ভালো বুঝতেন। হাদিস সমূহ নিম্নরূপঃ

আলী ইবনে আবু তালিব থেকে বর্ণিত: আবু জুবিয়ান বলেন: উমরের কাছে এক মহিলাকে আনা হল যে ব্যভিচার করেছিল। তিনি তাকে পাথর ছুঁড়ে মারার নির্দেশ দিলেন। ঠিক তখনই আলী পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাকে ধরে ফেলেন এবং ছেড়ে দেন। উমরকে খবর দেওয়া হয়। তিনি বলেন: আলীকে

আমার কাছে আসতে বলো । আলী তার কাছে এসে বলেন: আমীরুল মুমিনীন, আপনি জানেন যে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন: তিন ব্যক্তি আছেন যাদের আমল লিপিবদ্ধ করা হয় না: একজন ছেলে যতক্ষণ না সে বয়ঃসন্ধিকালে পৌঁছায়, একজন ঘুমন্ত যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয়, একজন পাগল যতক্ষণ না সে জ্ঞান ফিরে পায়। এটি অমুকের পরিবারের একজন বোকা (পাগল) মহিলা। পাগলামির সময় কেউ তার সাথে এই কাজটি করে থাকতে পারে।

উমর বললেন: আমি জানি না। আলী বললেন: আমি জানি না। (সুনান আবু দাউদ ৪৪০২; মুসনাদে আহমাদের অনুরূপ হাদিসের শেষাংশ এরূপঃ ওমর (রাঃ) বললেন: আমি জানি না। তিনি [‘আলী] বললেন: আমি জানি না। এবং তিনি (ওমর রাঃ) তাকে পাথর মারেননি। (মুসনাদে আহমাদ ১৩২৮; দারুস সালামঃ হাদিসটি আনুষঙ্গিক প্রমাণের ভিত্তিতে সহীহ এবং এর সনদ বিচ্ছিন্ন)

আলী ইবনে আবু তালিব থেকে বর্ণিত: ইবনে আব্বাস বলেন: উমরের কাছে এক পাগল মহিলা আনা হল, যে ব্যভিচার করেছিল। তিনি লোকদের সাথে পরামর্শ করলেন এবং তাকে পাথর ছুঁড়ে মারার নির্দেশ দিলেন।

আলী ইবনে আবু তালিব পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং বললেন: এই (মহিলা) কী হয়েছে? তারা বললেন: ইনি এক পরিবারের একজন পাগল মহিলা। সে ব্যভিচার করেছে। উমর তাকে পাথর ছুঁড়ে মারার নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনি বললেন: তাকে ফিরিয়ে নাও। তারপর তিনি তাঁর কাছে এসে বললেন: আমিরুল মুমিনীন, আপনি কি জানেন না যে তিন ব্যক্তি আছেন যাদের আমল লিপিবদ্ধ করা হয় না: একজন পাগল যতক্ষণ না তার জ্ঞান ফিরে আসে, একজন ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয় এবং একজন ছেলে যতক্ষণ না সে বয়ঃসন্ধিকালে পৌঁছায়?

তিনি বললেন: হ্যাঁ। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: এই মহিলাকে পাথর ছুঁড়ে মারা হচ্ছে কেন?

তিনি বললেন: কিছুই নেই (কোন কারণ নেই)। তারপর তিনি (আলী) বললেন: তাকে ছেড়ে দিন। তিনি (উমর) তাকে ছেড়ে দিলেন এবং বলতে লাগলেন: আল্লাহ মহান। সুনান আবু দাউদ ৪৩৯৯ সহীহ (আল-আলবানী)

মালিক আমাকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি শুনেছেন যে উসমান ইবনে আফফানের কাছে এক মহিলাকে আনা হয়েছিল যার ছয় মাস পর সন্তান প্রসব হয়েছিল এবং তিনি তাকে পাথর ছুঁড়ে মারার

নির্দেশ দিয়েছিলেন। আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) তাকে বলেছিলেন, "সে এর যোগ্য নয়। আল্লাহ, পরম করুণাময়, তাঁর কিতাবে বলেছেন, 'তাদের গর্ভধারণ এবং দুধ ছাড়ানোর সময় ত্রিশ মাস', (সূরা ৪৬ আয়াত ১৫) এবং তিনি বলেছেন, 'যে কেউ স্তন্যপান সম্পূর্ণ করতে চায় তার জন্য মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দুই বছর ধরে দুধ পান করাবে।' (সূরা ২ আয়াত ২৩৩) গর্ভাবস্থা ছয় মাস হতে পারে, তাই সে পাথর ছুঁড়ে মারার যোগ্য নয়।" উসমান ইবনে আফফান তাকে ডেকে পাঠালেন এবং দেখলেন যে তাকে (ঐ মহিলাকে) ইতিমধ্যেই পাথর ছুঁড়ে (হত্যা করা) হয়েছে।

(USC-MSA WEB ইংরেজি রেফারেন্স: মুয়াত্তা মালিক, বই ৪১, হাদিস ১১)

এখন আমরা দেখব, আলী রাঃ যে সুন্নত হিসেবে রজম করেছেন সেটা কোন কোন ক্ষেত্রে করা যাবেঃ

সুন্নত হিসেবে রজম করার শর্ত সমূহঃ

১) যদি ব্যভিচারী ব্যাক্তি বিবাহিত হয় এবং নিজে স্বীকারোক্তি দেয়। সুন্নত হিসেবে কিছু করতে হলে সুন্নত পালনের শর্ত সমূহ পূর্ণ করতে হবে। রজমের ক্ষেত্রে, আল্লাহ এর রসূলের সাঃ সুন্নত হচ্ছে, আল্লাহ এর রসূল সাঃ মুসলিমদের মধ্যে যাদের ব্যাপারে রজমের নির্দেশ দিয়েছিলেন তারা সবাই স্বেচ্ছায় ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি দিয়েছিল। ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি ছাড়া সুন্নত হিসাবে রজম করা যাবে না এর প্রমান আমরা পাই নিম্নের হাদিসগুলোতেঃ

আবু হুরায়রা এবং যায়েদ বিন খালিদ বর্ণনা করেছেন যে, দু'জন ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলের কাছে বিবাদ নিয়ে এসেছিলেন। তাদের একজন বললেন, "আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অনুসারে ফয়সালা করুন" এবং অন্যজন বললেন, "হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অনুসারে ফয়সালা করুন এবং আমাকে কথা বলতে দিন।" তিনি বললেন, "আমার ছেলে, যে এই ব্যক্তির সাথে ভাড়াটে দাস ছিল, তার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করেছে। যখন আমাকে বলা হল যে আমার ছেলেকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করতে হবে, তখন আমি তার মুক্তিপণ হিসেবে একশটি ভেড়া এবং আমার একটি দাসী দিয়েছিলাম; কিন্তু যখন আমি আলেমদের জিজ্ঞাসা করলাম, তারা বললেন যে আমার ছেলেকে একশটি বেত্রাঘাত করা উচিত এবং এক বছরের জন্য নির্বাসিত করা উচিত, এবং পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা কেবল সেই ব্যক্তির স্ত্রীর জন্য প্রযোজ্য।" আল্লাহর রাসূল বললেন, “যার হাতে আমার প্রাণ, সেই সত্তার কসম, আমি অবশ্যই তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অনুসারে ফয়সালা করব। তোমার ছাগল ও দাসী তোমাকে ফিরিয়ে দিতে হবে, আর তোমার ছেলেকে একশ বেত্রাঘাত করতে হবে এবং এক

বছরের জন্য নির্বাসিত করতে হবে। আর তুমি, উনাইস (উনাইস আল আসলামী), এই ব্যক্তির স্ত্রীর কাছে যাও, **আর যদি সে স্বীকার করে তবে তাকে পাথর মেরে হত্যা করো।**" সে স্বীকার করে এবং সে তাকে পাথর মেরে হত্যা করে। মিশকাত আল-মাসাবিহ ৩৫৫৫ মুওয়াত্তা মালিক বই ৪১, হাদিস ৬; জামে আত-তিরমিযী ১৪৩৩ (বুখারী ও মুসলিম।)

আল্লাহ এর রসূল সাঃ উনাইস আল আসলামীকে রাঃ ঐ মহিলাকে রজম করার ব্যাপারে শর্ত দিয়েছিলেন যে, যদি সেই মহিলা স্বীকার করে যে সে ব্যভিচার করেছে তাহলেই যেন ঐ মহিলাকে রজম করা হয়। যদি ঐ মহিলা স্বীকার না করতেন তাহলে? হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ঐ মহিলা স্বীকার না করলে তাকে রজম করা হত না যেহেতু আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) স্বীকারোক্তির শর্ত সাপেক্ষে রজম করতে বলেছিলেন। আলী রাঃ সুন্নত হিসেবে যেই মহিলার রজম করেছিলেন সেই মহিলাও নিজেই স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তি দিয়েছিল যে সে ব্যভিচার করেছে। আল্লাহ এর রসূল সাঃ মুসলিমদের মধ্যে যাদের ব্যাপারে রজমের নির্দেশ দিয়েছিলেন তারা সবাই স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন যে, তারা ব্যভিচার করেছেন। হাদিস থেকে দেখা যায় যে, আল্লাহ এর রসূল সাঃ উক্ত স্বীকারোক্তি দানকারী ব্যক্তিদের স্বীকারোক্তি শুনতে চাইতেন না এবং বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে তাদেরকে যেন রজমের রায় থেকে বাঁচানো যায় সেই রূপ চেষ্টা করতেন। যেমনঃ

আবু সাঈদ বর্ণনা করেছেন যে আসলাম বংশের একজন ব্যক্তি, যাকে মাইজ বিন মালিক বলে ডাকা হত। মাইজ বিন মালিক রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এসে বললেনঃ

আমি ব্যভিচার (ব্যভিচার) করেছি, তাই আমাকে শাস্তি দিন। আল্লাহর রসূল (সাঃ) তাকে বারবার ফিরিয়ে দিলেন। তারপর তিনি লোকদের (তার মনের অবস্থা সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করলেন। তারা বললঃ আমরা তার কোন ব্যাধির কথা জানি না (তবে) শুধু এই যে, সে এমন কিছু করেছে যার সম্পর্কে সে মনে করে যে, সে এর ভার থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারবে না যদি না তার উপর হাদ এর শাস্তি আরোপ করা হয়। তিনি (মাইজ) আল্লাহর রসূল (সাঃ)-এর কাছে ফিরে আসলেন এবং তিনি আমাদেরকে তাকে পাথর মারতে নির্দেশ দিলেন। আমরা তাকে বাকী'আল-গারকাদে (মদিনার কবরস্থান) নিয়ে যাই। আমরা তাকে বেঁধে রাখিনি বা তার জন্য কোনো গর্তও খনন করিনি। আমরা তাকে হাড়, মাটির ঢেলা ও নুড়ি দিয়ে আঘাত করেছি। সে পালিয়ে গেল এবং আমরা তার পিছনে দৌড়ালাম যতক্ষণ না সে পাথরের মাটিতে (আল-হাররা) এসে থেমে গেল এবং আমরা তাকে হাররার ভারী পাথর দিয়ে পাথর ছুঁড়ে মারলাম যতক্ষণ না সে নিশ্চল হয়ে গেল (মারা গেল)। তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অতঃপর সন্ধ্যায় (আমাদেরকে) সম্বোধন করে বললেন, আমরা যখনই

আল্লাহর পথে অভিযানে রওয়ানা হই, তখনই আমাদের সাথের কেউ একজন পুরুষ ছাগলের মতো (যৌন লালসার চাপে) চিৎকার করে ওঠে। এটা জরুরী যে, যদি এমন কোন ব্যক্তি আমার কাছে আসে, আমি তাকে শাস্তি দেব। তিনি তার (মাইজ ইবনে মালিকের) জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেননি বা তাকে অভিশাপ দেননি। (সহীহ মুসলিম ১৬৯৪ক)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত:

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাইজ ইবনে মালিককে বললেনঃ সম্ভবত তুমি চুম্বন করেছিলে, বা চেপেছিলে বা দেখেছিলে। তিনি বললেনঃ না। তিনি বললেনঃ তুমি কি তার সাথে সহবাস/ সঙ্গম করেছিলে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। (উত্তরে) তিনি (নবী) আদেশ দিলেন যে তাকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে। বর্ণনাকারী "ইবনে আব্বাস থেকে" উল্লেখ করেননি। এটি ওয়াহবের সংস্করণ। (সুনানে আবি দাউদ ৪৪২৭)

বুরাইদাহ বলেছেন:

গামিদের এক মহিলা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এসে বললঃ আমি ব্যভিচার করেছি। তিনি বললেনঃ চলে যাও। তিনি (মহিলা) ফিরে আসেন, এবং পরের দিন তিনি আবার তার কাছে আসেন এবং বললেন: সম্ভবত আপনি আমাকে ফেরত পাঠাতে চান যেমন আপনি মাইজ ইবনে মালিককে করেছিলেন। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি গর্ভবতী। তিনি তাকে বললেনঃ চলে যাও। তারপর তিনি (মহিলা) আবার আসেন এবং পরের দিন তার কাছে আসেন। তিনি (মুহাম্মাদ সাঃ) তাকে বললেনঃ তুমি সন্তান প্রসব না করা পর্যন্ত ফিরে যাও। তারপর তিনি ফিরে গেলেন। যখন তিনি একটি সন্তান প্রসব করলেন, তখন তিনি শিশুটিকে তার কাছে নিয়ে এসে বললেন: এই যে! আমি একে জন্ম দিয়েছি। তিনি (মুহাম্মাদ সাঃ) বললেনঃ ফিরে যাও এবং তাকে স্তন্যপান করাও যতদিন না তুমি তাকে দুধ ছাড়াবে। যখন সে তাকে দুধ ছাড়াল, তখন সে তাকে (ছেলেটিকে) তার হাতে কিছু দিয়ে নিয়ে এল যা সে খাচ্ছিল। তারপর ছেলেটিকে মুসলমানদের একজন নির্দিষ্ট লোকের কাছে দেওয়া হল এবং তিনি (রাসূল) তার সম্পর্কে আদেশ করলেন। সুতরাং, তার জন্য একটি গর্ত খনন করা হল, এবং তিনি তার সম্পর্কে আদেশ দিলেন এবং তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হল। যারা তাকে ঢিল ছুড়ছিল তাদের একজন ছিল খালিদ। সে তার দিকে একটি পাথর ছুড়ে মারে। (ফলে) তার গালে (মহিলার) এক ফোঁটা রক্ত পড়লে সে (খালিদ) তাকে গালি দেয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেনঃ খালিদ ভদ্রভাবে! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম, তিনি এতটাই অবহিত করেছেন যে, যে ব্যক্তি

অন্যায়ভাবে অতিরিক্ত ট্যাক্স নেয় সে যদি এই পরিমাণ অনুতপ্ত হয় তবে তাকে ক্ষমা করা হবে। অতঃপর (মুহাম্মাদ সাঃ) তার সম্পর্কে আদেশ প্রদান করেন এবং তার জন্য দোয়া করেন এবং তাকে দাফন করা হয়।(সুনানে আবু দাউদ ৪৪৪২)

আলী (রাঃ) আল্লাহ এর রসূলের (সাঃ) এই সুন্নতটি পালন করেছিলেন। তিনি একজন মহিলার ব্যাপারে রজমের আদেশ দিয়েছিলেন যিনি স্বেচ্ছায় ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন। আলী (রাঃ) নবী সাঃ এর মত মহিলাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে রজমের রায় থেকে বাচাতে চেয়েছিলেন বলে হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয়। যেমনঃ

আশ-শা'বী থেকে বর্ণিত যে, আলী (রাঃ) শুরাহাকে বললেন:

হয়তো তোমাকে জোর করা হয়েছিল? হয়তো তোমার স্বামী তোমার কাছে এসেছিল? হয়তো...? সে বলল: না। যখন সে সন্তান প্রসব করল, তখন সে (আলী রাঃ) তাকে পেটাতে শুরু করল, তারপর পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলল। উনাকে বলা হল: আপনি কেন তাকে বেত্রাঘাত করলেন এবং তারপর পাথর ছুঁড়ে মারলেন? তিনি (আলী রাঃ) বললেন: আমি তাকে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী বেত্রাঘাত করেছি এবং আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহ অনুযায়ী তাকে পাথর ছুঁড়ে মেরেছি। (মুসনাদে আহমাদ ১৩১৭)

আশ-শা'বী থেকে বর্ণিত যে, শুরাহা আল-হামদানিয়্যাহ আলী (রাঃ) এর কাছে এসে বললেন: আমি যিনা করেছি। (আলী রাঃ তাকে বললেন,) সম্ভবত তুমি ঈর্ষান্বিত, অথবা হয়তো তুমি কিছু স্বপ্ন দেখেছ, অথবা হয়তো তোমাকে জোর করা হয়েছে? (সুরাহা উত্তরে "না" বললেন) তাই তিনি (আলী) বৃহস্পতিবার তাকে বেত্রাঘাত করেছিলেন এবং শুক্রবার তাকে পাথর মেরেছিলেন এবং তিনি (আলী রাঃ) বলেছিলেন: আমি তাকে আল্লাহর কিতাব অনুসারে বেত্রাঘাত করেছি এবং আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর সুন্নাহ অনুসারে পাথর মেরেছি।(মুসনাদে আহমাদ ১১৮৫)

বুঝা গেলো, সুন্নত হিসেবে মুসলিমদের কাউকে রজম করতে হলে আল্লাহ এর রসূল সাঃ যে ক্ষেত্রে রজম করেছিলেন শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রেই রজম করা যাবে অর্থাৎ কেউ যদি স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তি দেয় যে সে ব্যভিচার করেছে। এখানে বুঝার বিষয় হচ্ছে যখন সুন্নত হিসেবে রজম করা হচ্ছে তখন আল্লাহ এর রসুলকে সাঃ সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করতে হবে অর্থাৎ উনি যে ক্ষেত্রে রজমের আদেশ দিয়েছেন শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রেই রজমের নির্দেশ দেয়া যাবে। অন্য ক্ষেত্রে দেয়া যাবে না কেন? কারণ আল্লাহ রসূল সাঃ যা করেছেন তা হচ্ছে সুন্নাহ। আল্লাহ এর রসূল সাঃ সাক্ষীর উপর ভিত্তি করে কোন

মুসলিমকে রজম করেন নি তাই কোন মুসলিমকে সাক্ষীর ভিত্তিতে রজম করা সুন্নতের ভিতরে পড়ে না। তেমনিভাবে, কোন মহিলাকে গর্ভবতী হবার কারণে রজম করা যাবে না কারণ এই কাজটিও আল্লাহ এর রসূল সাঃ করেন নি। সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াত নাযিলের আগে সাক্ষি এবং গর্ভ ধারণের ভিত্তিতে যদি রজম করা হত তাহলে তা হত মুসনাদে আহমদের হাদিসে বর্ণিত কোরআনের আয়াতের ভিত্তিতে রজম করা - যা করা তখন ফরয ছিল। কিন্তু মুহাম্মাদ সাঃ যেহেতু কোন মুসলিমকে সাক্ষ্য বা গর্ভ ধারণের ভিত্তিতে রজম করেন নি তাই সাক্ষ্য এবং গর্ভ ধারণের ভিত্তিতে কোন মুসলিমকে রজম করা সুন্নতের ভিতরে পড়বে না। সুতরাং কোন মুসলিমকে শুধুমাত্র স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তির ভিত্তিতেই সুন্নত হিসেবে রজম করা যাবে যা আলী রাঃ করেছিলেন।

তাহলে, ওমর এবং ওসমান যে গর্ভবতী হবার কারণে রজমের আদেশ দিয়েছিলেন? ওমর রাঃ এবং ওসমান রাঃ উভয়েই মুসনাদে আহমদের হাদিসে উল্লেখিত কোরআনের আয়াতের ভিত্তিতে রজমের আদেশ দিয়েছিলেন। উনারা সুন্নত হিসেবে রজমের আদেশ দেন নি, উনারা মুসনাদে আহমদে বর্ণিত কোরআনের আয়াতের ভিত্তিতে অর্থাৎ ফরয হিসেবে রজমের আদেশ দিয়েছিলেন। আশা করি, পার্থক্যটা বুঝা গেছে। যদি কোন ইহুদী শরিয়া আইন বলবত থাকা কোন মুসলিম ভূখণ্ডে থাকে এবং ব্যভিচার করে এবং যদি সে তাওরাত অনুযায়ী ফয়সালা চায় তাহলে তাকে, নবীর সুন্নত হিসেবে, ৪ জন সাক্ষীর প্রমাণের ভিত্তিতে তাওরাত অনুযায়ী রজমের নির্দেশ দেয়া যাবে যেরূপ মুহাম্মাদ সাঃ করেছিলেন। কিন্তু সেই ইহুদী যদি কোরআনের ভিত্তিতে ফয়সালা চায় তাহলে তাকে রজম করা যাবে না কারণ এটা আল্লাহ এর রসূল সাঃ যে ঘটনায় ২ জন ইহুদীকে রজমের নির্দেশ দিয়েছিলেন তার সাথে মিলছে না। অর্থাৎ সুন্নাহের সাথে মিলছে না।

২) স্বেচ্ছায় যে ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি দিবে সে যদি বলে যে, কোন কিছু তাকে এই কাজে প্ররোচিত করেছে তাহলেও তাকে রজম করা যাবে না। এটা শর্তটা আমরা আলী রাঃ এর হাদিস থেকে পাই।
আশ-শা'বী থেকে বর্ণিত যে, শুরাহা আল-হামদানিয়্যাহ আলী (রাঃ) এর কাছে এসে বললেন: আমি যিনা করেছি। (আলী রাঃ তাকে বললেন) সম্ভবত তুমি ঈর্ষান্বিত, অথবা হয়তো তুমি কিছু স্বপ্ন দেখেছ, অথবা হয়তো তোমাকে জোর করা হয়েছে? (সুরাহা উত্তরে "না" বললেন) তাই তিনি (আলী) বৃহস্পতিবার তাকে বেত্রাঘাত করেছিলেন এবং শুক্রবার তাকে পাথর মেরেছিলেন এবং তিনি (আলী

রাঃ) বলেছিলেন: আমি তাকে আল্লাহর কিতাব অনুসারে বেত্রাঘাত করেছি এবং আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহ অনুসারে তাকে পাথর মেরেছি।(মুসনাদে আহমাদ ১১৮৫)

অর্থাৎ কোন স্বীকারোক্তি দিতে আসা ব্যভিচারী যদি বলে যে, সে ঈর্ষান্বিত অর্থাৎ অন্য মেয়ে বা মহিলারা তাদের স্বামীর সাথে সহবাস করে কত মজা পাচ্ছে কিন্তু সে তার কিছুই পাচ্ছে না, এজন্য সে ঈর্ষান্বিত হয়ে এই কাজ করেছে বা এই রকম অন্য কোন ঈর্ষা তার বিবেক-বুদ্ধি লোপ করে দিয়েছিল তাই সে এই কাজ করেছে তাহলে তাকে রজম করা যাবে না। অথবা যদি বলে যে, সে স্বপ্নে দেখেছে যে কেউ তাকে উক্ত ব্যক্তির সাথে সহবাস করতে বলেছে বা বলেছে যে উক্ত ব্যক্তির সাথে সহবাস না করলে তার ক্ষতি হবে তাই সে ভয়ে উক্ত ব্যক্তির সাথে সহব্যাস করেছে তাহলেও তাকে রজম করা যাবে না, অথবা সে যদি বলে যে, তাকে কেউ ভয় দেখিয়েছে বা কেউ তাকে জোর করে ধর্ষণ করেছিল কিন্তু লজ্জায় সে তখন বলতে পারেনি বা ভয়ে বলতে পারেনি তাহলেও তাকে রজম করা যাবে না। এক্ষেত্রে উক্ত ব্যভিচারী সত্য বলেছে না মিথ্যা বলেছে তা যাচাই করে দেখা হবে না বা অধিকতর তদন্ত করা হবে না (***) কিন্তু তাকে রজমের নির্দেশ দেয়া বন্ধ হয়ে যাবে। ঈর্ষা বা স্বপ্নের কথা বললে তো যাচাই করে দেখার কোন সুযোগও নেই। উক্ত হাদিস পড়ে বুঝলাম যে, যদি স্বীকারোক্তি দানকারী ব্যভিচারীর কথায় বুঝা যায় যে, শুধুমাত্র হারাম যৌন আকাঙ্ক্ষা ছাড়া অন্য কিছু তাকে উক্ত কাজে প্ররোচিত করেছে তাহলে তাকে রজম করা যাবে না।

৩) স্বীকারোক্তি দানকারী ব্যভিচারী ব্যক্তি যে কোন সময় তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করতে পারবেন এবং সেই ক্ষেত্রে তাকে রজম করা বা পাথর নিক্ষেপ করা সাথে সাথেই বন্ধ করে দিতে হবে।

নুয়াইম ইবনে হুজ্জাল থেকে বর্ণিত:
ইয়াজিদ ইবনে নুআইম ইবনে হুজ্জাল তার পিতার বরাতে বলেছেন: এতিম মাইজ ইবনে মালিক আমার পিতার আশ্রয়ে ছিলেন। তিনি এক গোত্রের / বংশের এক দাসীর সাথে অবৈধ যৌন সঙ্গম করেছিলেন। আমার পিতা তাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে যাও এবং তুমি যা করেছ তা তাকে জানাও, কারণ তিনি হয়তো আল্লাহর কাছে তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। (নবীর কাছে যাওয়ার ব্যাপারে) তার উদ্দেশ্য ছিল এই আশাই যে এটি তার জন্য (আল্লাহ এর শাস্তি থেকে) মুক্তির উপায় হতে পারে।

অতঃপর তিনি তাঁর কাছে গিয়ে বললেনঃ আল্লাহর রাসূল! আমি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছি, তাই আমাকে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি দিন। তিনি (রাসূলুল্লাহ) তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, অতঃপর তিনি (মাইজ) ফিরে এসে বললেনঃ আল্লাহর রাসূল! আমি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছি, তাই আমাকে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি দিন। তিনি (সাঃ) (আবার) তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, অতঃপর তিনি (মাইজ) ফিরে এসে বললেনঃ আল্লাহর রাসূল! আমি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছি, তাই আমাকে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি দিন।

যখন তিনি চারবার (এই কথা) উচ্চারণ করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তুমি চারবার বলেছ। তুমি কার সাথে এটা করেছ?

তিনি উত্তর দিলেনঃ অমুকের সাথে। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কি তার সাথে শুয়েছিলে? তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার ত্বক কি তার সাথে লেগেছিল? তিনি উত্তর দিলেন। হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কি তার সাথে সঙ্গম করেছ? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। তাই তিনি (রাসূল সাঃ) তাকে পাথর মেরে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। তারপর তাকে হাররাহের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাকে পাথর মারার সময় সে পাথরের আঘাত (ব্যথা) অনুভব করে এবং তা সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে যায়। যারা তাকে পাথর মেরেছিল তারা তাকে ধরতে পারেনি কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস (রাঃ) তার কাছে চলে গেলেন । তিনি উটের সামনের পায়ের হাড় তার দিকে ছুঁড়ে মারেন, যা তাকে আঘাত করে এবং তাকে হত্যা করে। অতঃপর তারা নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে গিয়ে (পুরো) ঘটনাটি উনাকে জানায়।

তিনি বললেনঃ তোমরা তাকে একা ছেড়ে দিলে না কেন? হয়ত সে অনুতপ্ত হত এবং আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিতেন। (সুনান আবু দাউদ ৪৪১৯; মিশকাত আল-মাসাবিহ ৩৫৮১; অনুরূপ হাদিস জামে আত তিরমিজি ১৪২৮)

উপরোক্ত হাদিস থেকে বুঝা গেলো যে, ব্যভিচারে অভিযুক্ত ব্যক্তি যখন-ই তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করবে তখন-ই তাকে রজম করা বা পাথর নিক্ষেপ বন্ধ করতে হবে।

(***) আল্লাহ এর রসূলের সাঃ রজমের হাদিসগুলো থেকে এই বিষয়টাও পরিষ্কার যে, অধিকতর তদন্ত করে ব্যভিচারে বা যিনায় লিপ্ত হওয়া ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া সুন্নতের ভিতরে পড়ে না। যেমনঃ মুহাম্মাদ (সাঃ) যে দাসীর সাথে মাইজ রাঃ ব্যভিচার করেছিলেন তাকে ডেকে আনেন নি বা তার ব্যাপারে কোন কিছু জিজ্ঞেসও করেন নি। গামিদের মহিলা কার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল তা মুহাম্মাদ সাঃ

জানতে চান নি বা তাকে ডেকে নিয়ে আসেন নি বা তার ব্যাপারে তদন্ত করতে বা সাক্ষী খুঁজতে বলেন নি। এই বিষয়টা আমরা আলী রাঃ এর রজমের বিচার করার সময়ও দেখেছি। তিনিও সুরাহা কার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল তাকে খুঁজে বের করে আনেন নি বা তার সম্পর্কে কোন কথাও বলেন নি। এখান থেকে বুঝা গেলো কাউকে তদন্ত করে যিনাহ বা ব্যভিচারের অভিযোগে অভিজুক্ত করা খলিফা বা মুসলিম সরকারের কাজ নয়। তবে কোন ব্যক্তি যদি অন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যিনাহ বা ব্যভিচারের অভিযোগ করে তখন খলিফা বা মুসলিম সরকার এই বিষয়ে তদন্ত করে দেখবে যে, অভিযোগ সত্য না মিথ্যা।

৪) ব্যভিচারে স্বীকারোক্তি দিতে আসা ব্যক্তিকে স্বীকারোক্তি দেবার আগেই জানাতে হবে যে, যদি সে স্বীকারোক্তি দেয় তাহলে তার উপর আল্লাহ এর রসূলের সাঃ সুন্নত অনুসরণ করে রজম করা হতে পারে।

জাবির (রাঃ) আবদুর রহমান বিন আবযা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর (রাঃ) বলেন, ‘আমি নবী (সাঃ) এর সাথে বসে ছিলাম, তখন মাইজ বিন মালিক (রাঃ) এসে তার সামনে একবার (ব্যভিচারের) স্বীকারোক্তি দিলেন এবং (মুহাম্মাদ সাঃ) তাকে তাড়িয়ে দিলেন। তারপর তিনি এসে দ্বিতীয়বার তার সামনে স্বীকারোক্তি করলেন এবং (মুহাম্মাদ সাঃ) তাকে তাড়িয়ে দিলেন। তারপর তিনি এসে তৃতীয়বার তার (মুহাম্মাদ সাঃ) সামনে স্বীকারোক্তি করলেন এবং (মুহাম্মাদ সাঃ) তাকে তাড়িয়ে দিলেন। আমি তাকে বললাম: যদি তুমি চতুর্থবার স্বীকারোক্তি করো, তাহলে উনি (মুহাম্মাদ সাঃ) তোমাকে পাথর মারবেন। তারপর তিনি (মাইজ) চতুর্থবার স্বীকারোক্তি করলেন, তাই তিনি (মুহাম্মাদ সাঃ) তাকে আটক করে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তারা বলল: আমরা তার সম্পর্কে ভালো ছাড়া আর কিছুই জানি না। তারপর তিনি (মুহাম্মাদ সাঃ) তাকে (মাইজকে) পাথর মারার নির্দেশ দিলেন। (মুসনাদে আহমাদ ৪১; হাদিসের গ্রেড: সহীহ লিগহারিহি, কিন্তু জাবির আল-জু'ফি এর দুর্বলতার কারণে এই হাদিসটির সনদ যঈফ(দারুস সালাম)।সহিহ লিগহারিহি হচ্ছে এমন হাদিস যা নিজে সনদের কারণে যইফ কিন্তু বাহ্যিক কারণে সহীহ)

গামিদের যে মহিলাকে (রাঃ) মুহাম্মাদ সাঃ রজমের নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি মাইজ বিন মালিকের (রাঃ) ঘটনা জানতেন। অর্থাৎ ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি দিলে রজম করা হবে এটা ঐ মহিলা জানতেন। ইহুদীদের মুহাম্মাদ সাঃ স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে রজম করেন নি তাই তাদেরকে ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি

দিলে যে রজম করা হবে তা পূর্ব থেকে জানানোর প্রয়োজন ছিল না। ইহুদীদের মুহাম্মাদ সাঃ রজমের নির্দেশ দিয়েছিলেন তাদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাত অনুসারে।

৫) যে সমাজে স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে সুন্নত হিসেবে রজম করার বিধান রাখা হবে সেই সমাজে পুরুষের বহু বিবাহ অর্থাৎ ৪ জন স্ত্রী রাখা এবং কোনো নারীর জন্য তার স্বামীকে তালাক দিয়ে অন্য কোন পুরুষকে বিয়ে করাটা খুব স্বাভাবিক নিত্য দৈনন্দিন কাজের মত একটি কাজ হতে হবে। যেমনঃ আমরা প্রতিদিন খাবার খাই - এরূপ একটি ব্যাপার হবে পুরুষের জন্য ৪ জন স্ত্রী রাখা এবং একজন নারীর জন্য তার স্বামীকে তালাক দিয়ে অন্য কোন পুরুষকে বিয়ে করা।
ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত:
বারিরার স্বামী ছিলেন মুগীস নামক একজন ক্রীতদাস, যেন আমি এখন তাকে দেখতে পাচ্ছি, বারিরার পিছনে পিছনে যাচ্ছিল এবং তার দাড়ি বেয়ে অশ্রু ঝরছিল। নবী (সাঃ) আব্বাসকে বললেন, "হে আব্বাস! বারিরার প্রতি মুগীসের ভালোবাসা এবং মুগীসের প্রতি বারিরার ঘৃণা দেখে কি তুমি অবাক হও না?" নবী (সাঃ) তখন বারিরার দিকে তাকালেন, "তুমি কেন তার কাছে ফিরে যাও না?" তিনি বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আপনি কি আমাকে তা করার আদেশ দেন?" তিনি বললেন, "না, আমি কেবল তার জন্য সুপারিশ করছি।" তিনি (বারিরা) বললেন, "তাকে (মুগীসকে) আমার প্রয়োজন নেই।" (সহীহ আল-বুখারী ৫২৫১)

একজন স্ত্রীর শারীরিক চাহিদা যদি তার স্বামী মিটাতে না পারে তাহলে স্ত্রী যেন সহজেই সেই স্বামীকে তালাক দিয়ে অন্য একজন পুরুষকে বিয়ে করতে পারে যে তার শারীরিক চাহিদা মেটাতে পারবে। যদি সমাজ এমন হয় যে, কোন মেয়ে তালাক দিলে তাকে আর কেউ বিয়ে করতে চায় না তাহলে সেই স্ত্রী তার স্বামীকে তালাক না দিয়ে সংসার করতে থাকবে কিন্তু তার শারীরিক চাহিদা পূরণ হবে না ফলে সেই স্ত্রীর ব্যভিচারে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা প্রবল এবং এই ক্ষেত্রে তাকে পুরোপুরি দোষ দেয়া যায় না কারণ সমাজে যদি তালাকপ্রাপ্ত নারীদের সহজে স্বামী পাবার সুযোগ থাকত তাহলে সে তার স্বামীকে তালাক দিয়ে অন্য কোন পুরুষকে বিয়ে করে নিত যে তার চাহিদা পূর্ণ করতে পারত ফলে সে ব্যভিচারে পড়ত না। আবার একজন অবিবাহিত পুরুষ একজন তালাকপ্রাপ্ত নারীকে বিয়ে করতে চায় না সুতরাং একজন পুরুষ যদি ৪ জন স্ত্রী রাখার সুযোগ পায় তাহলেই কেবল তালাকপ্রাপ্ত নারীরা সহজে স্বামী

খুঁজে পাবে কারণ যে পুরুষের একজন বা দু'জন স্ত্রী আছে সেই লোক-ই একজন তালাকপ্রাপ্ত নারীকে বিয়ে করবে, অবিবাহিত পুরুষরা তালাকপ্রাপ্ত নারীকে বিয়ে করবে এমন সম্ভাবনা কম।

সহীহ আল-বুখারী ৫২৫১ হাদিসটি উল্লেখ করা হয়েছে এটা বুঝাতে যে নবীর সময়ে নারীরা কত সহজে তালাক দিতে পারত। বারিরা (রাঃ) এবং মুগিস (রাঃ) এর ঘটনায় শারীরিক চাহিদা সম্পর্কিত কিছু নেই।

সুতরাং যে সমাজে নারীরা সহজে স্বামীকে তালাক দিয়ে অন্য স্বামী গ্রহন করতে পারে না সেই সমাজে এবং যেই সমাজে পুরুষরা একের অধিক স্ত্রী সহজে রাখতে পারে না সেই সমাজে সুন্নত হিসাবে রজম করা যাবে না।
উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেলো যে, শুধুমাত্র ব্যভিচারে লিপ্ত ব্যক্তির স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে সুন্নত হিসেবে তাকে রজম করা যাবে অন্য কোন ক্ষেত্রে যেমন ৪ জন সাক্ষী বা গর্ভবতী হওয়ার কারণে কাউকে রজম করা যাবে না। তবে ব্যভিচারে লিপ্ত ব্যক্তির স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে তাকে সুন্নত হিসেবে রজম করতে হলে সেই ব্যক্তিকে অবশ্যই ইসলামী শরিয়া আইন পরিপূর্ণরূপে কার্যকর আছে এমন রাষ্ট্রে প্রকাশ্য কোর্টে এসে স্বেচ্ছায় জন-মানুষের বলতে হবে যে, সে ব্যভিচার করেছে এবং এই কাজে তাকে অন্য কোন কিছু (যেমনঃ ভয়ভীতি, ঈর্ষা, জোরপূর্বক, স্বপ্ন) প্ররোচিত করেনি এবং সে জানে যে, স্বীকারোক্তি দিলে তাকে নবীর সুন্নত হিসেবে রজম করা হতে পারে এবং সে নিজেই চায় যে, তাকে রজম করা হোক। তারপর বিচারক তাকে নবীর সুন্নত হিসেবে রজমের নির্দেশ দিতে পারেন আবার নাও দিতে পারেন। এটা এখন বিচারকের ইচ্ছা। এরূপ সতর্কতার কারণ কি?

১) রজম সম্পর্কিত যে আয়াতটি বা আইনটি আমরা মুসনাদে আহমদের হাদিসে পেয়েছি তা এখন বাতিল হয়ে গেছে। এটা আমরা আলী রাঃ এর ফতোয়া বা রায় থেকে বুঝতে পারি কারণ আলী রাঃ রজম করেছিলেন নবীর সুন্নত হিসেবে, ফরয হিসেবে নয়।

২) মুহাম্মাদ সাঃ যে সকল মুসলিমদের রজম করেছিলেন তাদের স্বীকারোক্তি তিনি নিতে চাইতেন না। যেমন তিনি মুখ ফিরিয়ে নিতেন বা চলে যেতে বলতেন; তিনি কাউকে খুঁজে বের করে এনে যিনাহ বা ব্যভিচারের শাস্তি দেন নি। তিনি উনাইস ইবনে আসলামীকে শর্ত দিয়েছিলেন যে,” যদি ঐ ব্যক্তির স্ত্রী স্বীকারোক্তি দেয় তাহলে যেন তাকে রজম করা হয়"।

৩) মাইজের রাঃ হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি যে, লোকেরা তার সম্পর্কে বলেছিল যে, "সে এমন কিছু করেছে যার সম্পর্কে সে মনে করে যে, সে এর ভার থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারবে না যদি না তার উপর হাদ (রজমের) এর শাস্তি আরোপ করা হয়" (সহীহ মুসলিম ১৬৯৪ক)। গামিদের মহিলাও (রাঃ) মুহাম্মাদ সাঃ কে বলেছিলেন যে, "সম্ভবত আপনি আমাকে ফেরত পাঠাতে চান যেমন আপনি মাইজ বিন মালিককে করেছিলেন।"(সুনানে আবু দাউদ ৪৪৪২) যাতে প্রতীয়মান হয় যে, মহিলা নিজেই চাচ্ছিলেন যে, তার উপর রজম করা হোক। সুতরাং, সুন্নত হিসাবে রজমের আদেশ দিতে হলে এই শর্তটা পূরণ করতে হবে যে, ব্যভিচারী ব্যক্তি নিজেকেই বলতে হবে যে, সে চায় তার উপর রজম করা হোক। এই রূপ দাবী করার পরও মাইজের মত সে যদি পাথরের আঘাত সহ্য না করতে পেরে নিজের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে তাহলে তাকে আর একটি পাথরও মারা যাবে না। তাকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি দিতে হবে। এটা আমরা মাইজের রাঃ হাদিস থেকে বুঝতে পারি।

আমি এতক্ষন যে আইনগুলো বলেছি তা তাদের জন্য যারা আমার সর্বশেষ প্রমান মানবেন না। আল্লাহ চাইলে, এই বইয়ে কোরআন হাদিস থেকে দেয়া সর্বশেষ প্রমান এটাই প্রমাণিত করবে যে, সূরা নূর নাযিলের পর ইসলামে আর রজমের বিধান নেই, সুন্নত হিসেবেও কেউ এখন আর রজম করতে পারবেন না বা রজমের নির্দেশ দিতে পারবেন না। রজমের বিধান আল্লাহ বাতিল করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ কেন রজমের বিধান বাতিল করেছেন তা আল্লাহ সূরা নূরে বলেও দিয়েছেন।

এখন আমরা সূরা নুর থেকে বুঝতে চেষ্টা করব বিবাহিত ব্যভিচারী ব্যক্তির জন্য আল্লাহ কি শাস্তি সূরা নূরে দিয়েছেন, তারপর আমরা এ সম্পর্কিত হাদিস পড়ব।

"এটি একটি সূরা, এটি আমি অবতীর্ণ করেছি এবং এর বিধানকে ফরয করেছি, এতে আমি অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।(১) ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী - নারী ও পুরুষ প্রত্যেককে একশ' কশাঘাত করবে, আল্লাহর বিধান কার্যকরী করতে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হও; মু'মিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (২) (সূরা নুর আয়াত -১-২)

এই আয়াত দু'টির ব্যাখ্যা এই বইয়ে পূর্বেই করা হয়েছে যেখান থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, সূরা নূরের প্রথম আয়াতে "এটি একটি সূরা" বলার মাধ্যমে আল্লাহ সূরা নূরে উল্লেখিত ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কিত আয়াত যে মুসনাদে আহমদে উল্লেখিত আয়াত থেকে মর্যাদায় অধিক মর্যাদা সম্পন্ন তা বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং উভয় আয়াতের মধ্যে মর্যাদার বিষয়টি তুলনার মাধ্যমে আল্লাহ এটাও বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, এখন আমি যা নাযিল করবো তা পূর্বে নাযিল করা আয়াতের আইনকে বাতিল করে নতুন আইন হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে আর এখন থেকে এটাই হবে বিবাহিত এবং অবিবাহিত সকল ব্যভিচারীর জন্য একমাত্র শাস্তি।

সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াত নাযিল হবার পর রজমের বিধান যে বাতিল হয়ে গেছে এবং সুন্নত হিসেবেও যে আর রজম করা যাবে না - তার প্রমান নিম্নের হাদিসটিঃ

আন-নুমান বিন বশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) একজন ব্যক্তির তার স্ত্রীর দাসীর সাথে সহবাসের/সঙ্গমের (শাস্তির) ব্যাপারে বলেছেন। (মুহাম্মাদ সাঃ বলেছেন,) "যদি সে (দাসী) তাকে (ঐ ব্যক্তিকে) তা করতে দেয় তবে আমি তাকে (ঐ ব্যক্তিকে) একশত বেত্রাঘাত করব, এবং যদি সে (দাসী) তাকে অনুমতি না দেয় তবে আমি তাকে (ঐ ব্যক্তিকে) পাথর মেরে (হত্যা করে) ফেলব।" সুনান আন-নাসায়ী ৩৩৬০ গ্রেড: হাসান (দারুস সালাম) সুনান আন-নাসায়ী ৩৩৬২ গ্রেড হাসান (দারুস সালাম)।

উক্ত হাদিসে নবীর সাঃ যে রায় আমরা পাচ্ছি তা সম্ভবত সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াত নাযিল হবার পরের কোন সময়ের হাদিস। উক্ত হাদিসে এই রকম রায় বা শাস্তি দেবার অন্য কোন কারণ আমি খুঁজে পাই না। যদি সেই কৃতদাসী মহিলা উক্ত লোককে নিজের সাথে সঙ্গম করার অনুমতি দিয়ে থাকে তাহলে এটা শুধু যিনাহ হবে, ধর্ষণ হবে না। এই ক্ষেত্রে সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াতের শাস্তি আল্লাহ এর রসূল সাঃ উক্ত ব্যক্তিকে দেয়ার কথা বলেছেন কিন্তু রজম (পাথর নিক্ষেপে হত্যা) করার কথা বলেন নি। এই হাদিস থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ যিনাহের যে শাস্তির কথা বলেছেন তা বিবাহিত ব্যক্তির জন্যও প্রযোজ্য হবে এবং রজমের আইনটি বাতিল হয়ে গেছে। অন্যদিকে যদি কৃতদাসীটি উক্ত লোকটিকে নিজের সাথে সঙ্গম করার অনুমতি না দিয়ে থাকে তাহলে এটি একটি ধর্ষণ যার জন্য ইসলামে শাস্তি হচ্ছে পাথর নিক্ষেপে হত্যা অর্থাৎ রজম।

হাবীব বিন সালিম থেকে বর্ণিত যে,

“এক ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর দাসীর সাথে সহবাস/সঙ্গম করেছিল তাকে নু’মান বিন বশীর (রাঃ)-এর কাছে আনা হল, তিনি বললেনঃ আমি রাসুলুল্লাহের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দেয়া রায় থেকে অন্য কোন রায় দেব না, তিনি বললেনঃ যদি (ক্রীতদাসীটি) তাকে (নিজেকে) তার (ঐ লোকের) জন্য হালাল করে থাকে তবে আমি তাকে একশত বেত্রাঘাত করব, কিন্তু সে অনুমতি না দিলে আমি তাকে (ঐ লোককে) পাথর মারব। (সুনানে ইবনে মাজাহ ২৫৫১; গ্রেড হাসান; দারুস সালাম)

হাবিব বিন সালিম বলেন,

"আন-নু'মান বিন বশীরের কাছে একজন লোককে আনা হল যে তার স্ত্রীর দাসীর সাথে সম্পর্ক (সঙ্গম) করেছিল, সে (নুমান বিন বশীর রাঃ) বলল: 'আমি তোমাকে তার মামলার বিষয়ে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর রায় অনুসারে রায় দিচ্ছি: যদি সে তাকে তার জন্য হালাল করে থাকে তবে আমি তাকে একশত বার বেত্রাঘাত করব এবং যদি সে তাকে হালাল না করে থাকে তবে আমি তাকে পাথর মারব।(জামি আত তিরমিযী ১৪৫১)

এই হাদিসটি সম্ভবত আলী রাঃ জানতেন না কারণ নুমান বিন বশীর (রাঃ), ওসমান (রাঃ) মারা যাবার পরে মুয়াবিয়ার পক্ষে ছিলেন এবং আলীর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত নুমান বিন বশীর রাঃ মুয়াবিয়ার দলেই ছিলেন। সুতরাং, আলীর সাথে নুমান বিন বশীরের বেশি কথা হয়নি বলেই প্রতীয়মান হয়। আলী রাঃ কুফায় ঐ মহিলার রজম করেছিলেন। তখন খুব সম্ভবত নুমান বিন বশীর রাঃ কুফায় ছিলেন না কারণ ঐ সময় নুমান বিন বশীর রাঃ ছিলেন মুয়াবিয়ার দলে তাই কুফা - যেটা ছিল আলীর মূল ঘাঁটি সেখানে নুমান বিন বশীরের রাঃ থাকার কথা নয়।
ইয়াজিদের মৃত্যুর পর নুমান বিন বশীর রাঃ উমাইয়াদের ছেড়ে দিয়ে আবদুল্লাহ বিন জুবায়েরের রাঃ দলে যোগ দেন এবং আবদুল্লাহ বিন জুবায়েরকে খলিফা হিসেবে বায়াত দেন। শেষ পর্যন্ত তিনি উমাইয়াদের হাতে নিহত হন। সুতরাং নুমান বিন বশীর রাঃ এমন একজন সাহাবী যিনি ফিতনার সময় শেষ পর্যন্ত সঠিক দলে যোগদান করতে পেরেছিলেন।

বিবাহিত ব্যক্তিকে ব্যভিচার করার কারণে রজম করা হবে না শুধু ১০০ বেত্রাঘাত করা হবে - এই সম্পর্কিত নুমান বিন বশিরের বর্ণিত হাদিসটি খুব বেশি মানুষের বা সাহাবীর জানার কথা নয় কারণ

উক্ত ঘটনা তখনো ঘটেনি। যদি আল্লাহ এর রসূল সাঃ এরূপ কোন বিচার করতেন তাহলে অনেক সংখ্যক সাহাবী বিষয়টা জানতেন; ওমর, ওসমান, আলীও বিষয়টা জানতেন, কিন্তু এই রূপ ঘটনা ঘটেনি, আল্লাহ এর রসূল সাঃ সম্ভবত কিছু সাহাবীকে বা একান্ত আলাপে নুমান বিন বশীরকে রাঃ জানিয়ে গিয়েছিলেন যে, বিবাহিত ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর দাসীর সাথে সঙ্গম করে তাহলে তার শাস্তি কি হবে। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে মাইজ বিন মালিক উনার অধিকারভুক্ত নয় এমন একজন কৃতদাসীর সাথেই সঙ্গম করেছিলেন ফলে উনাকে রজম করা হয়েছিল। কিন্তু সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াত নাযিলের পর বিবাহিত যিনাহকারীদের জন্যও আইন পাল্টে গিয়েছে তাই উক্ত হাদিসে (সুনান আন-নাসায়ী ৩৩৬০) আল্লাহ এর রসূল সাঃ রজমের কথা আর বলেন নি। তবে বিবাহিত ব্যক্তির ধর্ষণের ক্ষেত্রে আইন হচ্ছে রজম।

এখন ইসলামে ধর্ষণের শাস্তি কি - তা আমরা হাদিস থেকে জেনে নেই।

ওয়াইল ইবনে হুজর (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সময়, একজন মহিলা নামাজের জন্য বের হলেন, তখন এক ব্যক্তি তাকে আক্রমণ করল এবং তাকে জোর করে ধর্ষণ করল।

সে (মহিলা) চিৎকার করল তাই সে (লোকটি) চলে গেল, আর যখন একজন পুরুষ সেদিকে এলো সে (মহিলাটি) বলল: ঐ ব্যক্তি আমার সাথে এমন এমন (কাজ) করেছে। আর যখন মুহাজিরদের একটি দল এলো, তখন সে বলল: ঐ ব্যক্তি আমার সাথে এমন এমন (কাজ) করেছে। তারা গিয়ে সেই ব্যক্তিকে ধরলো যাকে তারা মনে করেছিল যে তার (মহিলার) সাথে সঙ্গম করেছে এবং তাকে তার (মহিলার) কাছে নিয়ে আসল।

সে (মহিলাটি) বলল: হ্যাঁ, এই সে। তারপর তারা তাকে (ঐ লোককে) আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর কাছে নিয়ে গেল।

যখন তিনি (রাসূলুল্লাহ সাঃ) রায় ঘোষণা করতে যাচ্ছিলেন, তখন যে ব্যক্তি (আসলে) তাকে (মহিলাকে) নির্যাতন করেছিল সে দাঁড়িয়ে বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আমিই সেই ব্যক্তি যে তার সাথে এটা করেছে।

তিনি (রাসূলুল্লাহ সাঃ) তাকে (মহিলাকে) বললেন: যাও, কারণ আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করেছেন। কিন্তু তিনি লোকটিকে কিছু ভালো কথা বললেন (আবু দাউদ বলেছেন: যাকে ধরে আনা হয়েছিল তাকে), এবং যে লোকটি তার (মহিলার) সাথে (জোরপূর্বক) সহবাস/সঙ্গম করেছিল, তার সম্পর্কে তিনি বললেন: তাকে পাথর মেরে হত্যা করো।

তিনি আরও বললেন: সে (ধর্ষণকারী ব্যক্তি) এরূপ তওবা করেছে যে, যদি মদীনার লোকেরাও একইভাবে তওবা করত, তাহলে তাদের কাছ থেকে তা কবুল করা হত।
আবু দাউদ বলেছেন: আসবাত বিন নাসর ও সিমাক থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। (সুনান আবু দাউদ ৪৩৭৯)

তাহলে, আমরা বুঝতে পারলাম যে, ইসলামে বিবাহিত ব্যক্তির ধর্ষণের শাস্তি হচ্ছে পাথর নিক্ষেপে মৃত্যু (রজম)। এই হাদিসে আমরা জানতে পারিনি যে, লোকটি বিবাহিত ছিল না অবিবাহিত ছিল। বিবাহিত, অবিবাহিত উভয়ের ক্ষেত্রেই ধর্ষণের শাস্তি কি পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড? আমরা যদি মাইজ বিন মালিকের রজম সম্পর্কিত হাদিসগুলো পড়ি তাহলে দেখতে পাবো যে, আল্লাহ এর রসূল সাঃ মাইজকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, সে বিবাহিত কি না? উত্তরে মাইজ বলেন যে, উনি বিবাহিত। কিন্তু সুনান আবু দাউদ ৪৩৭৯ এর হাদিসে আল্লাহ এর রসূল সাঃ উক্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেন নি যে, ধর্ষক ব্যক্তি বিবাহিত না অবিবাহিত? (ধর্ষণ বিষয়ে অন্য আরও অনেক হাদিস থাকতে পারে) সতর্কতা হিসেবে আমি এতটুকু বলব যে, যদি ধর্ষক ব্যক্তি বিবাহিত হয় তাহলে তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করতে হবে - এটা ইসলামের আইন (নুমান বিন বশীর বর্ণিত হাদিসেও তাই আছে; সুনান আন-নাসায়ী ৩৩৬২)। যদি ধর্ষক ব্যক্তি অবিবাহিত হয় তাহলে আইন বা শাস্তি কি হবে? এই বইয়ের শেষ দিকে এই প্রশ্নের উত্তর আছে। আমার মূল বিষয় হচ্ছে বিবাহিত ব্যক্তি যিনাহ করলে তার শাস্তি কি হবে -সেটা নিয়ে আলোচনা করা।
এই প্রশ্নের উত্তর আছে সুনান আন-নাসায়ী ৩৩৬০ হাদিসে। উক্ত হাদিসে, আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) রায় দিয়েছেন যে, যদি ঐ লোকটিকে তার স্ত্রীর দাসী নিজেই স্বেচ্ছায় সঙ্গম করতে দেয় তাহলে, ঐ লোককে ১০০ বেত্রাঘাত করা হবে যা হচ্ছে সূরা নূরে বর্ণিত বিবাহিত, অবিবাহিত উভয় ধরণের লোকের জন্য ব্যভিচারের শাস্তি। কিন্তু লোকটিকে যদি তার স্ত্রীর দাসী সঙ্গম করার অনুমতি না দিয়ে থাকে তারপরেও লোকটি যদি ঐ দাসীর সাথে সঙ্গম করে তাহলে ঐ লোকের শাস্তি হচ্ছে পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড। শাস্তির পার্থক্যের কারণ কি? যখন লোকটিকে দাসী সঙ্গম করার অনুমতি দিয়েছে তখন সেটা ছিল যিনাহ আর যখন দাসীর অনুমতি ছাড়া লোকটি তার সাথে সঙ্গম করেছে তখন সেটা ছিল ধর্ষণ কারণ ধর্ষণের মূল বিষয় হচ্ছে কারো অনুমতি ছাড়া তার সাথে সঙ্গম করা। সুনান আবু দাউদের ৪৩৭৯ নাম্বার হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি যে, (কমপক্ষে বিবাহিত ব্যক্তির ব্যাপারে) ধর্ষণের শাস্তি হচ্ছে পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড যা আল্লাহ এর রসূল সাঃ ঐ ব্যক্তির জন্য বলবত রেখেছেন যে তার স্ত্রীর (অর্থাৎ অপরের) দাসীর সাথে তার অনুমতি ছাড়া সঙ্গম করে। আর সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াত

নাযিলের পর বিবাহিত, অবিবাহিত সকল যিনাহকারীর জন্য শাস্তি হচ্ছে ১০০ বেত্রাঘাত। যদি ঐ ব্যক্তি অপরের দাসীর সাথে তার অনুমতি নিয়ে যিনাহ করে তাহলে তা ধর্ষণ হবে না কারণ উভয়ের সম্মতিতে সঙ্গম অনুষ্ঠিত হয়েছে। এটা হবে অবিবাহিত লোকের জন্য যিনাহ আর বিবাহিত লোকের জন্য ব্যভিচার। বিবাহিত, অবিবাহিত উভয়ের জন্য একই শাস্তি - ১০০ বেত্রাঘাত।

সালামা বিন আল মুহাব্বাক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:
"নবী (সাঃ) একজন পুরুষের ব্যাপারে রায় দিলেন যে তার স্ত্রীর দাসীর সাথে সহবাস করেছিল: 'যদি সে (ঐ লোক) তাকে (দাসীকে) জোর করে (সঙ্গম করে থাকে), তাহলে সে (ঐ দাসী) স্বাধীন (আযাদ হয়ে যাবে), এবং তাকে (ঐ লোককে) তার (ঐ দাসীর) মালিককে তার (ঐ দাসীর) পরিবর্তে অনুরূপ দাসী দিতে হবে; যদি সে (ঐ দাসী) তাতে তার (ঐ লোকের সঙ্গমে) আনুগত্য করে (অর্থাৎ সম্মতি দেয়), তাহলে সে (ঐ দাসী) তার (ঐ লোকের) হবে, এবং তাকে (ঐ লোককে) তার (ঐ দাসীর) মালিককে তার (ঐ দাসীর) পরিবর্তে অনুরূপ দাসী দিতে হবে।" (সুনান আন-নাসাঈ বই ২৬, হাদিস ১৬৮; দারুস সালামের মতে হাসান হাদিস)
কিন্তু আমরা তো নুমান বিন বশীর রাঃ থেকে বর্ণিত হাদিসে পড়েছি যে, লোকটি অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে সঙ্গম করে থাকলে ১০০ বেত্রাঘাত আর অনুমতি না পাওয়া সত্ত্বেও দাসীর সাথে সঙ্গম করে থাকলে পাথর নিক্ষেপে হত্যা।
উভয় হাদিস-ই দারুস সালামের মতে হাসান হাদিস। তাহলে, আইন দু'রকম হচ্ছে কেন? এর কারণ হচ্ছে সুনান আন-নাসাঈ বই ২৬, হাদিস ১৬৮ এর হাদিসটি সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াত নাযিল হবার আগের আইন। এই ক্ষেত্রে শুধু সম্পদের (দাসীর) হাত বদল হচ্ছে এবং ক্ষতিপূরণ দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ মানুষের অধিকার রক্ষা করা হচ্ছে কিন্তু যিনাহের শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। স্ত্রীর দাসীকে অন্যের দাসীর মত মনে করা হচ্ছে না কারণ মাইজকে রজম করা হয়েছিল অন্য বংশের দাসীর সাথে যিনাহ করার কারণে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে (সুনান আন-নাসাঈ বই ২৬, হাদিস ১৬৮) নিজের স্ত্রীর দাসীর সাথে যিনাহ করার কারণে কোন রকম বেত্রাঘাত বা রজম করা হয়নি। অর্থাৎ অন্যের দাসীর সাথে যিনাহ করাকে হাদ্দের শাস্তির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিন্তু নিজের স্ত্রীর দাসীর সাথে যিনাহ করাকে যিনাহ হিসেবে দেখা হচ্ছে না এবং হাদ্দের শাস্তি প্রযোজ্য হচ্ছে না শুধু মানুষের হক আদায় করা হচ্ছে।
অপরদিকে নুমান বিন বশীর বর্ণিত (সুনান আন-নাসায়ী ৩৩৬০) হাদিসে হাদ্দের শাস্তি প্রযোজ্য হচ্ছে। এখানে বান্দার হক নয় বরং আল্লাহ এর হক আদায় করা হচ্ছে। অর্থাৎ নুমান বিন বশীরের বর্ণিত

হাদিসটি হচ্ছে সূরা নুর নাযিলের পরের হাদিস। সূরা নূরে আল্লাহ পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন, যিনাহকারীর শাস্তি হচ্ছে ১০০ বেত্রাঘাত। এখানে বিবাহিত, অবিবাহিতদের জন্য যে আলাদা আইন নেই তা নুমান বিন বশীর বর্ণিত (সুনান আন-নাসায়ী ৩৩৬০) হাদিস থেকে বুঝা যাচ্ছে। এখন প্রশ্ন আসবে যে, সূরা নুর নাযিলের আগে শাস্তি ছিল দাসীর মত দাসী --- দাসীর মালিককে বুঝিয়ে দেয়া। কিন্তু সূরা নূরে এমন কিছু কি বলা আছে যাতে বুঝা যাচ্ছে যে, স্ত্রীর দাসীও অন্য মানুষের দাসীর মতই অধিকার প্রাপ্ত হয়ে গেছে। যে দাসীর সাথে সঙ্গম করার কারণে মাইজ বিন মালিককে রাঃ রজম করা হয়েছিল।

"তোমাদের মধ্যে যারা ''আইয়িম'' (বিপত্নীক পুরুষ বা বিধবা মহিলা) তাদের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন; আল্লাহতো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।" (সূরা নূরঃ ৩২) আর যাদের বিবাহের সামর্থ্য নেই আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে। আর তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের মধ্যে যারা মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চায় তাদের সাথে তোমরা লিখিত চুক্তি কর, যদি তোমরা তাদের মধ্যে কল্যাণ আছে বলে জানতে পার এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে তোমরা তাদেরকে দাও। **তোমাদের দাসীরা সতীত্ব রক্ষা করতে চাইলে তোমরা দুনিয়ার জীবনের সম্পদের কামনায় তাদেরকে বেশ্যাবৃত্তি (ব্যভিচারে) বাধ্য করো না। আর যারা তাদেরকে বাধ্য করবে, নিশ্চয় তাদেরকে বাধ্য করার পর আল্লাহ তাদের প্রতি অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।**(৩৩) (সূরা নূরঃ ৩২,৩৩)

সূরা নূরের ৩২-৩৩ নাম্বার আয়াত নাযিল হবার পর কেন দাসীদের সাথে যিনাহ করার শাস্তিতে পরিবর্তন হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। দাস – দাসীদের মধ্যে আল্লাহ বিয়ের ব্যবস্থা করতে বলেছেন – অর্থাৎ এখন তাদের সম্মানকে সংরক্ষিত করা হয়েছে। তাদের চাহিদা পূরণের একটি সম্মানজনক পন্থা আল্লাহ বলে দিয়েছেন, এখন একজন দাসী অন্যের স্ত্রী হবার যোগ্যতা রাখে। আপনার স্ত্রীর দাসী এখন অন্য লোকের (দাসের) স্ত্রী বা অন্য লোকের (দাসের) স্ত্রী হবে। সে এখন এই ব্যাপারে একজন মুক্ত নারীর প্রায় সমান অধিকার পেয়েছে। তাই, তার সাথে সঙ্গম করলে তা এখন একজন মুক্ত,স্বাধীন নারীর সাথে সঙ্গম করার সমান বলে ধরা হবে অথবা এখন আপনার স্ত্রীর দাসী এখন আপনার কাছে অন্য লোকের দাসীর মত। আল্লাহ দাসীদের বেশ্যাবৃত্তিতে বা ব্যভিচারে বাধ্য করতে নিষেধ করেছেন।

সুতরাং এখন অন্য লোকের দাসীর সাথে আপনি যেমনি সঙ্গম করার অধিকার রাখেন না বা সঙ্গম করলে হাদ্দের আইন আপনার উপর কার্যকর করা হবে তেমনি আপনার স্ত্রীর দাসীর সাথে সঙ্গম করলে একই শাস্তি হবে। যদি কেউ দাসীদের বেশ্যাবৃত্তিতে বা ব্যভিচারে বাধ্য করে তাহলে এতে দাসীদের কোন গুনাহ হবে না। কিন্তু যে দাসীর সাথে ব্যভিচার করবে তার উপর হাদ্দের আইন কার্যকর হবে। সুতরাং আপনার স্ত্রীর দাসীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে আপনার উপর হাদ্দের আইন কার্যকর হবে। যদি আপনার স্ত্রীর দাসীটি আপনাকে অনুমতি দিয়ে থাকে তাহলে আপনি কোরআনের আইন এবং নবীর নির্দেশ মোতাবেক ১০০ বেত্রাঘাত পাবেন আর যদি আপনার স্ত্রীর দাসীটি আপনাকে অনুমতি না দেয় তাহলে তার সাথে সঙ্গম করা হবে তাকে ধর্ষণ করা ফলে ধর্ষণের শাস্তি হিসেবে স্বামীকে (উক্ত ব্যক্তিকে) রজম করা হবে।

অর্থাৎ সূরা নূরের ৩২,৩৩ নাম্বার আয়াত নাযিল হবার পর একজন দাসী প্রায় একজন মুক্ত নারীর মত অধিকার পাবে। সে বিয়ে করতে পারবে, তাকে ব্যভিচারে বাধ্য করা যাবে না। এজন্য সূরা নুর নাযিল করার আগে স্ত্রীর দাসীর সাথে সঙ্গম করলে যা শাস্তি হত তা পাল্টে গিয়ে নতুন আইন কার্যকর হয়েছে আর তা হচ্ছে একজন মুক্ত নারীর সাথে সঙ্গমের ব্যাপারে হাদ্দের যে আইন, স্ত্রীর দাসীর সাথে সঙ্গম করলে একই আইন আর তা হচ্ছে সূরা নূরে উল্লেখিত ১০০ বেত্রাঘাত। এক্ষেত্রে দাসী যদি অনুমতি না দিয়ে থাকে তাহলে এটা ধর্ষণ বলে গণ্য হবে এবং এজন্য স্বামীকে ধর্ষণের শাস্তি হিসেবে রজম করা হবে।

এখন প্রশ্ন আসবে যে সূরা নুর নাযিলের পর স্ত্রী কি তার স্বামীকে স্ত্রীর দাসীর সাথে সঙ্গম করার অনুমতি দিতে পারবে? সূরা নুর নাযিলের পর একজন দাসীর সাথে তার মালিক (Owner) ব্যতীত অন্য কেউ দাসীর অনুমতি ছাড়া সঙ্গম করলে তা ধর্ষণ হিসেবে গণ্য হবে; আল্লাহ সূরা নূরে দাসীদেরকে বেশ্যাবৃত্তিতে বা ব্যভিচারে বাধ্য না করতে হুকুম দিয়ে দিয়েছেন সুতরাং এখন স্ত্রীরও অধিকার নেই যে সে তার দাসীকে তার (স্ত্রীর) স্বামীর সাথে সঙ্গম করতে অনুমতি দিতে পারে বা বাধ্য করতে পারে।

স্ত্রীর দাসীদের সাথে যিনাহ বা ব্যভিচারের বিষয়ে আইন পরিবর্তনে সূরা নিসার কিছু আয়াতও প্রভাব রেখেছে বলে প্রতীয়মান হয়।

"আর তোমরা বিবাহ করো না নারীদের মধ্য থেকে যাদেরকে বিবাহ করেছে তোমাদের পিতৃপুরুষগণ। তবে পূর্বে যা সংঘটিত হয়েছে (তা ক্ষমা করা হল)। নিশ্চয় তা হল অশ্লীলতা ও ঘৃণিত বিষয় এবং নিকৃষ্ট পথ। (২২) তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতাদেরকে, তোমাদের মেয়েদেরকে,

তোমাদের বোনদেরকে, তোমাদের ফুফুদেরকে, তোমাদের খালাদেরকে, ভাতিজীদেরকে, ভাগ্নীদেরকে, তোমাদের সে সব মাতাকে যারা তোমাদেরকে দুধপান করিয়েছে, তোমাদের দুধবোনদেরকে, তোমাদের শ্বাশুড়ীদেরকে, তোমরা যেসব স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়েছ সেসব স্ত্রীর অপর স্বামী থেকে যেসব কন্যা তোমাদের কোলে রয়েছে তাদেরকে, আর যদি তোমরা তাদের সাথে মিলিত না হয়ে থাক তবে তোমাদের উপর কোন পাপ নেই এবং তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীদেরকে এবং দুই বোনকে একত্র করা(তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে)। তবে অতীতে যা হয়ে গেছে তা ভিন্ন কথা। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (২৩) নারীদের মধ্যে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ নারীগণও তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ, **কিন্তু তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদের বাদে, আল্লাহ এসব ব্যবস্থা তোমাদের উপর ফরয করে দিয়েছেন।** তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ নারীদের ছাড়া অন্যান্য সকল নারীদেরকে মোহরের অর্থের বদলে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে চাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে, **অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য নয়**। অতঃপর তাদের মধ্যে যাদের তোমরা সম্ভোগ করেছ, তাদেরকে তাদের ধার্যকৃত মোহর প্রদান কর। তোমাদের প্রতি কোনও গুনাহ নেই মোহর ধার্যের পরও তোমরা উভয়ের সম্মতির ভিত্তিতে মোহরের পরিমাণে হেরফের করলে, নিশ্চয় আল্লাহ সবিশেষ পরিজ্ঞাত ও পরম কুশলী। (২৪) (সূরা নিসা ২২-২৪)

সূরা নূরের ২২-২৪ নাম্বার আয়াত থেকে বুঝা যায় যে কারা কারা একজন মুসলিম পুরুষের বিবাহের জন্য বৈধ এবং কারা কারা বিয়ের জন্য বৈধ নয়। একজন মুসলিম পুরুষ চাইলে তার অধিকারভুক্ত দাসীকে মহরের বিনিময়ে বিয়ে করতে পারবে। আপনার স্ত্রীর দাসী আপনার দাসী নয় তাকে আপনার জন্য বৈধ করা হয়নি - এই কথা উপরের আয়াতগুলো থেকে পরিষ্কার। সূরা নিসার উপরোক্ত আয়াতগুলো এবং সূরা নূর নাযিলের পর কেউ যদি তার স্ত্রীর দাসীর সাথে সঙ্গম করে তাহলে তা অবৈধ সম্পর্ক বলে গণ্য হবে আর এজন্য তার উপর হাদ্দের আইন কার্যকর হবে যা আল্লাহ এর রসূল সাঃ আমাদেরকে বলেছেন। স্ত্রীর দাসীদের সাথে সঙ্গমের শাস্তির হাদিসগুলো থেকেও বুঝা যায় যে, যিনাহ ব্যভিচারের আইনগুলো কোরআনের বিভিন্ন আয়াত নাযিলের ফলে পরিবর্তন হচ্ছিল। মাইজ বিন মালিককে রজম করা হয়েছিল তার অধিকারভুক্ত নয় এমন একজন দাসীর সাথে সঙ্গম করার কারণে; সূরা নিসার আয়াতগুলো থেকে বুঝা গেলো যে, একজনের স্ত্রীর দাসী তার দাসী নয় এবং একজন ব্যক্তি তার নিজের দাসী ছাড়া এবং বিয়ে ছাড়া অন্য কারো সাথে সঙ্গম করলে তা অবৈধ যৌন সম্পর্ক বলে গণ্য হবে। এ জন্য তার উপর হাদ্দের আইন কার্যকর হবে। নুমান বিন বশীরের হাদিস থেকে জানা গেল যে, এখন থেকে স্ত্রীর দাসীর সাথে যদি কেউ সঙ্গম করে তাহলে তাকে ১০০ বেত্রাঘাত দেয়া হবে যদিও

তাকে রজম করার কথা ছিল কারণ মাইজ বিন মালিককে তার অধিকারভুক্ত নয় এমন একজন দাসীর সাথে সঙ্গম করার কারণে রজম করা হয়েছিল কিন্তু এখন অধিকারভুক্ত নয় এমন একজন দাসীর সাথে সঙ্গম করার কারণে রজম করার নির্দেশ দেয়া হয়নি - দেয়া হয়েছে ১০০ বেত্রাঘাতের আদেশ যা সূরা নূরে বর্ণিত ব্যভিচারীর শাস্তি। আদেশটি দিয়েছেন মুহাম্মাদ সাঃ । তাহলে, এখন থেকে বিবাহিত, অবিবাহিত সকল অবৈধ যিনাহকারীর জন্য ফরয এবং সুন্নত শাস্তি হচ্ছে ১০০ বেত্রাঘাত। রজম করা বা পাথর নিক্ষেপে হত্যার শাস্তি ইসলামে আর থাকল না। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ এর জন্য যিনি মুহাম্মাদ সাঃ এর উম্মতের জন্য কঠিন শাস্তির আইন বাতিল করে সহজ শাস্তির বিধান দিলেন। বর্তমানে, বিবাহিত এবং অবিবাহিত সকল যিনাহকারী এবং ব্যভিচারীর জন্য শাস্তি হচ্ছে শুধুমাত্র ১০০ বেত্রাঘাত – এই সকল ক্ষেত্রে রজম করা হারাম হবে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম যে, সূরা নূর নাযিল করার পর শুধু মুক্ত, স্বাধীন নারী নয় বরং স্ত্রীর দাসীর সাথে সঙ্গম করার আইনও পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। এখন স্ত্রীর দাসী প্রায় একজন মুক্ত / স্বাধীন নারীর মতই অধিকার পাবে। স্বাধীন নারীর সাথে তার অনুমতিক্রমে সঙ্গম করলে যেমনি ১০০ বেত্রাঘাত শাস্তি হিসেবে পেতে হবে তেমনি স্ত্রীর দাসীর সাথে তার অনুমতিক্রমে সঙ্গম করলে শাস্তি হিসেবে ১০০ বেত্রাঘাত পেতে হবে। আবার স্বাধীন নারীর সাথে তার অনুমতি ছাড়া (জোরপূর্বক) সঙ্গম করলে যেমনি শাস্তি হিসেবে রজম পেতে হবে তেমনি স্ত্রীর দাসীর সাথে তার অনুমতি ছাড়া সঙ্গম করলে শাস্তি হিসেবে রজম পেতে হবে। অর্থাৎ সূরা নূর নাযিল হবার পর পূর্ববর্তী আইনগুলো বাতিল হয়ে সূরা নূরের আইনটি সকলের জন্য প্রযোজ্য হবে। অনুমতি ছাড়া বা ধর্ষণের বিষয়টি আলাদা কারণ এখানে একজনের উপর অপর জন যৌন নির্যাতন করছে, সম্মান হানি করছে। যেহেতু দাসীরা একজন স্বাধীন নারীর মত পূর্ণ অধিকার পায় না, হয়তো, এজন্য দাসীদের যিনাহের ব্যাপারে একটি আলাদা আইন আছে।

আবু হুরায়রা এবং যায়েদ বিন খালিদ থেকে বর্ণিত:

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "যদি কোন দাসী (আমা) অবৈধ যৌনসঙ্গম করে, তাহলে তাকে বেত্রাঘাত করো; যদি সে আবার তা করে, তাহলে তাকে আবার বেত্রাঘাত করো; যদি সে আবার তা করে, তাহলে তাকে আবার বেত্রাঘাত করো।" বর্ণনাকারী আরও বলেন যে, তৃতীয়বার বা চতুর্থবার অপরাধের ক্ষেত্রে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "একটি চুলের রশির বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রি করে দিও।" (সহীহ আল-বুখারী ২৫৫৫, ২৫৫৬)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, সূরা নিসা এবং সূরা নূর নাযিলের পর বিবাহিত, অবিবাহিত সকল যিনাহকারীর জন্য শাস্তি একটিই আর তা হচ্ছে ১০০ বেত্রাঘাত। সূরা নূর ও সূরা নিসা নাযিলের পর ইসলামে আর রজমের বিধান থাকল না। সুন্নত হিসেবেও কেউ আর রজম করতে পারবে না বা রজমের নির্দেশ দিতে পারবে না।

"সেদিন আমি প্রত্যেক উম্মতের নিজেদের মধ্য হতেই একজন সাক্ষী তাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাব, এবং তোমাকে (মুহাম্মাদ) এদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসেবে নিয়ে আসব। আমি তোমার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছি যা প্রত্যেকটি বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা, সত্য পথের নির্দেশ, রহমত আর আত্মসমর্পণকারীদের জন্য সুসংবাদ স্বরূপ"। (সূরা নাহল ৮৯)
আল্লাহ বলেছেন, কোরআন সকল বিষয় আমাদের কাছে পরিষ্কার করবে এবং ব্যাখ্যা করবে। সুতরাং কোরআন থেকেই আমরা আবার বুঝতে চেষ্টা করবো যে, বিবাহিত এবং অবিবাহিত যিনাহকারীর শাস্তি কি হবে?
এখন আমরা সূরা নূরের ১ থেকে ২১ নাম্বার আয়াত পর্যন্ত বুঝে বুঝে পড়বঃ

সূরা নূরের ১ থেকে ২১ নাম্বার আয়াতঃ

"এটি একটি সূরা, এটি আমি অবতীর্ণ করেছি এবং এর বিধানকে ফরয করেছি, এতে আমি অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।(১) ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী - নারী ও পুরুষ প্রত্যেককে একশ' কশাঘাত (বেত্রাঘাত) করবে, আল্লাহর বিধান কার্যকরী করতে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হও; মু'মিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (২) ব্যভিচারী কেবল ব্যভিচারিণী অথবা মুশরিক নারীকে ছাড়া বিয়ে করবে না এবং ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ছাড়া বিয়ে করবে না। আর মুমিনদের উপর এটা হারাম করা হয়েছে। (৩) যারা সতী সাধ্বী নারীর উপর অপবাদ দেয়, অতঃপর চারজন সাক্ষী উপস্থিত না করে, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত কর, আর তাদের সাক্ষ্য কক্ষনো গ্রহণ কর না, এরাই না-ফরমান। (৪) অবশ্য এরপর যদি তারা তাওবাহ করে ও সংশোধিত হয়, কেননা আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু। (৫) আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের উপর অপবাদ দেয়, কিন্তু নিজেদের ছাড়া তাদের অন্য কোন সাক্ষী না থাকে, এ রকম প্রত্যেক লোকের সাক্ষ্য এভাবে হবে যে, সে চারবার আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী। (৬) আর পঞ্চমবারে বলবে

যে, সে যদি মিথ্যেবাদী হয় তবে তার উপর আল্লাহর লা'নত পতিত হবে। (৭) আর স্ত্রীর শাস্তি রহিত হবে যদি সে আল্লাহর নামে চারবার শপথ ক'রে বলে যে, সে (তার স্বামী) অবশ্যই মিথ্যেবাদী। (৮) এবং পঞ্চমবারে বলে যে, তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের উপর আল্লাহর গযব পতিত হবে। (৯) তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে (তোমরা ধ্বংস হয়ে যেতে), আল্লাহ তাওবাহ গ্রহণকারী, বড়ই হিকমতওয়ালা। (১০) যারা এ অপবাদ উত্থাপন করেছে তারা তোমাদেরই একটি দল, এটাকে তোমাদের জন্য ক্ষতিকর মনে কর না, বরং তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে প্রতিফল যতটুকু পাপ সে করেছে। আর এ ব্যাপারে যে নেতৃত্ব দিয়েছে তার জন্য আছে মহা শাস্তি। (১১) তোমরা যখন এটা শুনতে পেলে তখন কেন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন স্ত্রীরা তাদের নিজেদের লোক সম্পর্কে ভাল ধারণা করল না আর বলল না, 'এটা তো খোলাখুলি অপবাদ।' (১২) তারা চারজন সাক্ষী হাযির করল না কেন? যেহেতু তারা সাক্ষী হাযির করেনি সেহেতু আল্লাহর নিকট তারাই মিথ্যেবাদী। (১৩) দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের উপর যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত, তবে তোমরা যাতে তড়িঘড়ি লিপ্ত হয়ে পড়েছিলে তার জন্য মহা শাস্তি তোমাদেরকে পাকড়াও করত। (১৪) যখন এটা তোমরা মুখে মুখে ছড়াচ্ছিলে আর তোমাদের মুখ দিয়ে এমন কথা বলছিলে যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান ছিল না, আর তোমরা এটাকে নগণ্য ব্যাপার মনে করেছিলে, কিন্তু আল্লাহর নিকট তা ছিল গুরুতর ব্যাপার। (১৫) তোমরা যখন এটা শুনলে তখন তোমরা কেন বললে না যে, এ ব্যাপারে আমাদের কথা বলা ঠিক নয়। আল্লাহ পবিত্র ও মহান, এটা তো এক গুরুতর অপবাদ! (১৬) আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন তোমরা আর কখনো এর (অর্থাৎ এ আচরণের) পুনরাবৃত্তি করো না যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক। (১৭) আল্লাহ তোমাদের জন্য স্পষ্টভাবে আয়াত বর্ণনা করছেন, কারণ তিনি হলেন সর্ববিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী, বড়ই হিকমতওয়ালা। (১৮) যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মন্তদ শাস্তি এবং আল্লাহ জানেন, তোমরা জাননা। (১৯) তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেহই অব্যাহতি পেতেনা, এবং আল্লাহ দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু। (২০) হে ঈমানদারগণ! তোমরা শয়ত্বানের পদাংক অনুসরণ করো না। কেউ শয়ত্বানের পদাংক অনুসরণ করলে সে তাকে নির্লজ্জতা ও অপকর্মের আদেশ দেবে, তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের একজনও কক্ষনো পবিত্রতা লাভ করতে পারত না। অবশ্য যাকে ইচ্ছে আল্লাহ পবিত্র করে থাকেন, আল্লাহ সব কিছু শোনেন, সর্ববিষয়ে অবগত। (২১) (সূরা নূরঃ১-২১)

সূরা নূরের ১১ থেকে ২১ নাম্বার আয়াত পর্যন্ত আয়াতে আল্লাহ মা আয়েশার রাঃ পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন। এমন কি ঘটনা ঘটেছিল যে আল্লাহকে কোরআনে মা আয়েশার রাঃ পবিত্রতা ঘোষণা করতে হল? আমরা আগে ঘটনাটা হাদিস থেকে জেনে নেই।
নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সহধর্মিণী 'আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ 'উরওয়াহ ইবনু যুবায়র, সা'ঈদ ইবনু মুসায়্যিব, 'আলক্বামাহ ইবনু ওয়াক্কাস ও 'উবাইদুল্লাহ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উত্বাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) সূত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সহধর্মিণী 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, যখন অপবাদ রটনাকারীগণ তাঁর প্রতি অপবাদ রটিয়েছিল। রাবী যুহরী (রহ.) বলেন, তারা প্রত্যেকেই হাদীসটির অংশবিশেষ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি স্মরণ রাখা ও সঠিকভাবে বর্ণনা করার ব্যাপারে তাদের কেউ কেউ একে অন্যের চেয়ে অধিকতর অগ্রগণ্য ও নির্ভরযোগ্য। 'আয়িশাহ (রাঃ) সম্পর্কে তারা আমার কাছে যা বর্ণনা করেছেন আমি তাদের প্রত্যেকের কথাই ঠিকঠাকভাবে স্মরণ রেখেছি। তাদের একজনের বর্ণিত হাদীসের অংশ অপরের বর্ণিত হাদীসের সত্যতা প্রমাণ করে। যদিও তাদের একজন অন্যের চেয়ে অধিক স্মৃতিশক্তির অধিকারী। বর্ণনাকারীগণ বলেন, 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন সফরে যেতে ইচ্ছে করতেন তখন তিনি তাঁর স্ত্রীগণের (নির্বাচনের জন্য) কোরা ব্যবহার করতেন। এতে যার নাম উঠত তাকেই তিনি সঙ্গে নিয়ে সফরে যেতেন। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, এমনি এক যুদ্ধে তিনি আমাদের মাঝে কোরা ব্যবহার করেন, এতে আমার নাম উঠে আসে। তাই আমিই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে সফরে গেলাম। এ ঘটনাটি পর্দার হুকুম নাযিলের পর ঘটেছিল। তখন আমাকে হাওদাসহ সাওয়ারীতে উঠানো ও নামানো হত। এমনিভাবে আমরা চলতে থাকলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন এ যুদ্ধ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন, তখন তিনি (গৃহাভিমুখে) প্রত্যাবর্তন করলেন। ফেরার পথে আমরা মদিনার নিকটবর্তী হলে তিনি একদিন রাতের বেলা রওয়ানা হওয়ার জন্য আদেশ করলেন। রওয়ানা হওয়ার ঘোষণা দেয়া হলে আমি উঠলাম এবং (প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য) পায়ে হেঁটে সেনাছাউনী পেরিয়ে (সামনে) গেলাম। অতঃপর প্রয়োজন সেরে আমি আমার সাওয়ারীর কাছে ফিরে এসে বুকে হাত দিয়ে দেখলাম যে, (ইয়ামানের অন্তর্গত) যিফার শহরের পুতি দ্বারা তৈরি করা আমার গলার হারটি ছিঁড়ে কোথায় পড়ে গিয়েছে। তাই আমি ফিরে গিয়ে আমার হারটি খোঁজ করতে লাগলাম। হার খুঁজতে খুঁজতে আমার আসতে দেরী হয়ে যায়। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, যে সমস্ত লোক উটের পিঠে আমাকে উঠিয়ে দিতেন তারা এসে আমার হাওদা উঠিয়ে তা আমার উটের পিঠে তুলে দিলেন, যার উপর আমি আরোহণ করতাম। তারা

ভেবেছিলেন, আমি ওর মধ্যেই আছি, কারণ খাদ্যাভাবে মহিলারা তখন খুবই হালকা হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের দেহ গোশতবহুল ছিল না। তাঁরা খুবই স্বল্প পরিমাণ খানা খেতে পেত। তাই তারা যখন হাওদা উঠিয়ে উপরে রাখেন তখন তারা হালকা হাওদাটিকে কোন প্রকার অস্বাভাবিক মনে করেননি। অধিকন্তু আমি ছিলাম একজন অল্প বয়স্কা কিশোরী। এরপর তারা উট হাঁকিয়ে নিয়ে চলে যায়। সৈন্যদল চলে যাওয়ার পর আমি আমার হারটি খুঁজে পাই এবং নিজ জায়গায় ফিরে এসে দেখি তাঁদের (সৈন্যদের) কোন আহবানকারী এবং কোন জওয়াব দাতা সেখানে নেই। তখন আমি আগে যেখানে ছিলাম সেখানে বসে রইলাম। ভাবলাম, তাঁরা আমাকে দেখতে না পেয়ে অবশ্যই আমার কাছে ফিরে আসবে। ঐ স্থানে বসে থাকা অবস্থায় ঘুম চেপে ধরলে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। বানূ সুলামী গোত্রের যাকওয়ান শাখার সাফওয়ান ইবনু মুআত্তাল (রাঃ) [যাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফেলে যাওয়া আসবাবপত্র সংগ্রহের জন্য পশ্চাতে থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন] সৈন্যদল চলে যাওয়ার পর সেখানে ছিলেন। তিনি সকালে আমার অবস্থানস্থলের কাছে এসে একজন ঘুমন্ত মানুষ দেখে আমার দিকে তাকিয়ে আমাকে চিনে ফেললেন। পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। তিনি আমাকে চিনতে পেরে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাযিউন' পড়লে আমি তা শুনে জেগে উঠলাম এবং চাদর টেনে আমার চেহারা ঢেকে ফেললাম। আল্লাহর কসম! আমি কোন কথা বলিনি এবং তাঁর থেকে ইন্না লিল্লাহ........ পাঠ ব্যতীত অন্য কোন কথাই শুনতে পাইনি। এরপর তিনি সওয়ারী থেকে নামলেন এবং সওয়ারীকে বসিয়ে তার সামনের পা নিচু করে দিলে আমি গিয়ে তাতে উঠে পড়লাম। পরে তিনি আমাকে সহ সওয়ারীকে টেনে আগে আগে চললেন, অতঃপর ঠিক দুপুরে প্রচন্ড গরমের সময় আমরা গিয়ে সেনাদলের সঙ্গে মিলিত হলাম। সে সময় তাঁরা একটি জায়গায় অবতরণ করছিলেন। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, এরপর যাদের ধ্বংস হওয়ার ছিল তারা (আমার উপর অপবাদ দিয়ে) ধ্বংস হয়ে গেল। তাদের মধ্যে এ অপবাদ দেয়ার ব্যাপারে যে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল সে হচ্ছে 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সুলূল। বর্ণনাকারী 'উরওয়াহ (রাঃ) বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, তার ('আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সুলূল) সামনে অপবাদের কথাগুলো প্রচার করা হত এবং আলোচনা করা হত আর অমনি সে এগুলোকে বিশ্বাস করত, খুব ভাল করে শুনত আর শোনা কথার ভিত্তিতেই ব্যাপারটিকে প্রমাণ করার চেষ্টা করত। 'উরওয়াহ (রাঃ) আরো বর্ণনা করেছেন যে, অপবাদ আরোপকারী ব্যক্তিদের মধ্যে হাস্‌সান ইবনু সাবিত, মিসতাহ ইবনু উসাসা এবং হামনা বিনত জাহাশ (রাঃ) ব্যতীত আর কারো নাম উল্লেখ করা হয়নি। তারা কয়েকজন লোকের একটি দল ছিল, এটুকু ব্যতীত তাদের ব্যাপারে আমার আর কিছু জানা নেই। যেমন (আল-কুরআনে) মহান আল্লাহ তা'আলা

বলেছেন। এ ব্যাপারে যে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তাকে ‘আবদুল্লাহ ইবনু উবাই বিন সুলূল বলে ডাকা হয়ে থাকে। বর্ণনাকারী ‘উরওয়াহ (রাঃ) বলেন, ‘আয়িশাহ (রাঃ) এ ব্যাপারে হাস্‌সান ইবনু সাবিত (রাঃ)-কে গালমন্দ করাকে পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন, হাস্‌সান ইবনু সাবিত (রাঃ) তো সেই লোক যিনি তার এক কবিতায় বলেছেন, আমার মান সম্মান এবং আমার বাপ দাদা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মান সম্মান রক্ষায় নিবেদিত। ‘আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমরা মাদ্বীনায় আসলাম। মদিনা্য় এসে এক মাস পর্যন্ত আমি অসুস্থ থাকলাম। এদিকে অপবাদ রটনাকারীদের কথা নিয়ে লোকেদের মধ্যে আলোচনা ও চর্চা হতে থাকল। কিন্তু এগুলোর কিছুই আমি জানি না। তবে আমি সন্দেহ করছিলাম এবং তা আরো দৃঢ় হচ্ছিল আমার এ অসুখের সময়। কেননা এর আগে আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে যে রকম স্নেহ-ভালবাসা পেতাম আমার এ অসুখের সময় তা আমি পাচ্ছিলাম না। তিনি আমার কাছে এসে সালাম করে কেবল ‘‘তুমি কেমন আছ’’ জিজ্ঞেস করে চলে যেতেন। তাঁর এ আচরণই আমার মনে ভীষণ সন্দেহ জাগিয়ে তোলে। তবে কিছুটা সুস্থ হয়ে বাইরে বের হওয়ার আগে পর্যন্ত এ জঘন্য অপবাদের ব্যাপারে আমি কিছুই জানতাম না। উম্মু মিসতাহ (রাঃ) (মিসতাহর মা) একদা আমার সঙ্গে পায়খানার দিকে বের হন। আর প্রকৃতির ডাকে আমাদের বের হওয়ার অবস্থা এই ছিল যে, এক রাতে বের হলে আমরা আবার পরের রাতে বের হতাম। এটা ছিল আমাদের ঘরের পার্শ্বে পায়খানা তৈরি করার আগের ঘটনা। আমাদের অবস্থা প্রাচীন আরবের লোকদের অবস্থার মতো ছিল। তাদের মতো আমরাও পায়খানা করার জন্য ঝোপঝাড়ে চলে যেতাম। এমনকি (অভ্যাস না থাকায়) বাড়ির পার্শ্বে পায়খানা তৈরি করলে আমরা খুব কষ্ট পেতাম। ‘আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, একদা আমি এবং উম্মু মিসতাহ ‘‘যিনি ছিলেন আবূ রূহম ইবনু মুত্তালিব ইবনু ‘আবদে মুনাফির কন্যা, যার মা সাখার ইবনু ‘আমির-এর কন্যা ও আবূ বাকর সিদ্দীকের খালা এবং মিসতাহ ইবনু উসাসা ইবনু আববাদ ইবনু মুত্তালিব যার পুত্র’’ একত্রে বের হলাম। আমরা আমাদের কাজ থেকে নিস্ক্রান্ত হয়ে বাড়ি ফেরার পথে উম্মু মিসতাহ তার কাপড়ে জড়িয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে বললেন, মিসতাহ ধ্বংস হোক। আমি তাকে বললাম, আপনি খুব খারাপ কথা বলছেন। আপনি কি বদর যুদ্ধে যোগদানকারী ব্যক্তিকে গালি দিচ্ছেন? তিনি আমাকে বললেন, ওগো অবলা, সে তোমার সম্বন্ধে কী কথা বলে বেড়াচ্ছে তুমি তো তা শোননি। ‘আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, সে আমার সম্পর্কে কী বলছে? তখন তিনি অপবাদ রটনাকারীদের কথাবার্তা সম্পর্কে আমাকে জানালেন। ‘আয়িশাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, এরপর আমার পুরানো রোগ আরো বেড়ে গেল। আমি বাড়ি ফেরার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার কাছে আসলেন এবং

সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেমন আছ? 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, আমি আমার পিতা-মাতার কাছে গিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক খবর জানতে চাচ্ছিলাম, তাই আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বললাম, আপনি কি আমাকে আমার পিতা-মাতার কাছে যাওয়ার জন্য অনুমতি দেবেন? 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে অনুমতি দিলেন। তখন আমি আমার আম্মাকে বললাম, আম্মাজান, লোকজন কী আলোচনা করছে? তিনি বললেন, বেটী এ ব্যাপারটিকে হালকা করে ফেল। আল্লাহর কসম! সতীন আছে এমন স্বামীর সোহাগ লাভে ধন্যা সুন্দরী রমণীকে তাঁর সতীনরা বদনাম করবে না, এমন খুব কমই হয়। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, সুবহানাল্লাহ। লোকজন কি এমন গুজবই রটিয়েছে। 'আয়িশাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, সারারাত আমি কাঁদলাম। কাঁদতে কাঁদতে সকাল হয়ে গেল। এর মধ্যে আমার চোখের পানিও বন্ধ হল না এবং আমি ঘুমাতেও পারলাম না। এরপর ভোরবেলাও আমি কাঁদছিলাম। তিনি আরো বলেন যে, এ সময় ওয়াহী নাযিল হতে দেরি হওয়ায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার স্ত্রীর (আমার) বিচ্ছেদের বিষয়টি নিয়ে পরামর্শ ও আলোচনা করার নিমিত্তে 'আলী ইবনু আবূ তালিব এবং উসামাহ ইবনু যায়দ (রাঃ)-কে ডেকে পাঠালেন। তিনি ['আয়িশাহ (রাঃ)] বলেন, উসামাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রীদের পবিত্রতা এবং তাদের প্রতি ভালবাসার কারণে বললেন, তাঁরা আপনার স্ত্রী, তাদের সম্পর্কে আমি ভাল ব্যতীত আর কিছুই জানি না। আর আলী (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তো আপনার জন্য সংকীর্ণতা রাখেননি। তিনি ব্যতীত আরো বহু মহিলা আছে। অবশ্য আপনি এ ব্যাপারে দাসী [বারীরাহ (রাঃ)]-কে জিজ্ঞেস করুন। সে আপনার কাছে সত্য কথাই বলবে। আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বারীরাহ (রাঃ)-কে ডেকে বললেন, হে বারীরাহ! তুমি তাঁর মধ্যে কোন সন্দেহপূর্ণ আচরণ দেখেছ কি? বারীরাহ (রাঃ) তাঁকে বললেন, সে আল্লাহর শপথ যিনি আপনাকে সত্য বিধানসহ পাঠিয়েছেন, আমি তার মধ্যে কখনো এমন কিছু দেখিনি যার দ্বারা তাঁকে দোষী বলা যায়। তবে তাঁর সম্পর্কে কেবল এটুকু বলা যায় যে, তিনি হলেন অল্প বয়স্কা কিশোরী, রুটি তৈরী করার জন্য আটা খামির করে রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। আর বাকরী এসে অমনি তা খেয়ে ফেলে। তিনি ['আয়িশাহ (রাঃ)] বলেন, সেদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সঙ্গে সঙ্গে উঠে গিয়ে মিম্বরে বসে 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই-এর ক্ষতি থেকে রক্ষার আহবান জানিয়ে বললেন, হে মুসলিম সম্প্রদায়! যে আমার স্ত্রীর ব্যাপারে অপবাদ রটিয়ে আমাকে কষ্ট দিয়েছে তার এ অপবাদ থেকে আমাকে কে মুক্ত করবে? আল্লাহর কসম! আমি আমার স্ত্রী সম্পর্কে ভাল ব্যতীত আর কিছুই জানি না। আর তাঁরা এক

ব্যক্তির (সাফওয়ান ইবনু মু'আত্তাল) নাম উল্লেখ করছে যার ব্যাপারেও আমি ভাল ব্যতীত কিছু জানি না। সে তো আমার সঙ্গেই আমার ঘরে যায়। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, বানী 'আবদুল আশহাল গোত্রের সা'দ (ইবনু মুআয) (রাঃ) উঠে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে এ অপবাদ থেকে মুক্তি দেব। সে যদি আউস গোত্রের লোক হয় তাহলে তার শিরচ্ছেদ করব। আর যদি সে আমাদের ভাই খাযরাজের লোক হয় তাহলে তার ব্যাপারে আপনি যা বলবেন তাই করব। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, এ সময় হাস্‌সান ইবনু সাবিত (রাঃ)-এর মায়ের চাচাতো ভাই খাযরাজ গোত্রের নেতা সা'ঈদ ইবনু উবাদা (রাঃ) দাঁড়িয়ে এ কথার প্রতিবাদ করলেন। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেনঃ এ ঘটনার আগে তিনি একজন সৎ ও নেককার লোক ছিলেন। গোত্রীয় অহঙ্কারে উত্তেজিত হয়ে তিনি সা'দ ইবনু মুআয (রাঃ)-কে বললেন, তুমি মিথ্যা কথা বলছ। আল্লাহর কসম! তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না এবং তাকে হত্যা করার ক্ষমতাও তোমার নেই। সে তোমার গোত্রের লোক হলে তুমি তার নিহত হওয়া কখনো পছন্দ করতে না। তখন সা'দ ইবনু মুআয (রাঃ)-এর চাচাতো ভাই উসাইদ ইবনু হুযাইর (রাঃ) সা'দ ইবনু 'উবাইদাহ (রাঃ)-কে বললেন, বরং তুমিই মিথ্যা বলছ। আল্লাহর কসম! আমরা অবশ্যই তাকে হত্যা করব। তুমি হলে মুনাফিক। তাই মুনাফিকদের পক্ষ নিয়ে কথাবার্তা বলছ। তিনি ['আয়িশাহ (রাঃ)] বলেন, এ সময় আউস ও খাযরাজ উভয় গোত্র খুব উত্তেজিত হয়ে যায়। এমনকি তারা যুদ্ধের সংকল্প করে বসে। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিম্বরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের শান্ত করলেন এবং নিজেও চুপ হয়ে গেলেন। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, আমি সেদিন সারাক্ষণ কেঁদে কাটালাম। চোখের ধারা আমার বন্ধ হয়নি এবং একটু ঘুমও হয়নি। তিনি বলেন, আমি কান্না করছিলাম আর আমার পিতা-মাতা আমার পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন। এমনি করে একদিন দুই রাত কেঁদে কেঁদে কাটিয়ে দিলাম। এর মধ্যে আমার একটুও ঘুম হয়নি। বরং অনবরত আমার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে থাকে। মনে হচ্ছিল যেন, কান্নার কারণে আমার কলিজা ফেটে যাবে। আমি ক্রন্দনরত ছিলাম আর আমার আববা-আম্মা আমার পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় একজন আনসারী মহিলা আমার কাছে আসার অনুমতি চাইলে আমি তাকে আসার অনুমতি দিলাম। সে এসে বসল এবং আমার সঙ্গে কাঁদতে আরম্ভ করল। তিনি বলেন, আমরা কান্না করছিলাম এই মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের কাছে এসে সালাম করলেন এবং আমাদের পাশে বসে গেলেন। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, অপবাদ রটানোর পর আমার পার্শ্বে এসে এভাবে তিনি আর বসেননি। এদিকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একমাস অপেক্ষা করার পরও আমার ব্যাপারে তাঁর নিকট কোন ওয়াহী আসেনি। 'আয়িশাহ (রাঃ)

বলেন, বসার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কালিমা শাহাদাত পড়লেন। এরপর বললেন, ‘আয়িশাহ তোমার ব্যাপারে আমার কাছে অনেক কথাই পৌঁছেছে, যদি তুমি এর থেকে পবিত্র হও তাহলে শীঘ্রই আল্লাহ তোমাকে এ অপবাদ থেকে মুক্ত করবেন। আর যদি তুমি কোন গুনাহ করে থাক তাহলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তওবা কর। কেননা বান্দা গুনাহ স্বীকার করে তওবা করলে আল্লাহ তা‘আলা তওবা কবূল করেন। তিনি [‘আয়িশাহ (রাঃ)] বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কথা শেষ করলে আমার অশ্রুধারা বন্ধ হয়ে যায়। এক ফোঁটা অশ্রুও আমি আর টের করতে পারলাম না। তখন আমি আমার আববাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা বলছেন আমার হয়ে তার জবাব দিন। আমার আববা বললেন, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে কী জবাব দিব তা জানি না। তখন আমি আমার আম্মাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা বলছেন, আপনি তার উত্তর দিন। আম্মা বললেন, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে কী উত্তর দিব তা জানি না। তখন আমি ছিলাম অল্প বয়স্কা কিশোরী। কুরআনও বেশী পড়তে পারতাম না। **তথাপিও এ অবস্থা দেখে আমি (আয়েশা রাঃ) নিজেই বললাম, আমি জানি আপনারা এ অপবাদের গল্প শুনেছেন, আপনারা তা বিশ্বাস করেছেন এবং বিষয়টি আপনাদের মনে দৃঢ়মূল হয়ে আছে। এখন যদি আমি বলি যে, এর থেকে আমি পবিত্র তাহলে আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন না। আর যদি আমি এ অপরাধের কথা স্বীকার করে নেই যে সম্পর্কে আল্লাহ জানেন যে, আমি এর থেকে পবিত্র, তাহলে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন।** আল্লাহর কসম! আমি ও আপনারা যে বিপাকে পড়েছি এর জন্য ইউসুফ (আঃ)-এর পিতার কথা ব্যতীত আমি কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাচ্ছি না। তিনি বলেছিলেনঃ ‘‘কাজেই পূর্ণ ধৈর্য্যই শ্রেয়, তোমরা যা বলছ এ ব্যাপারে আল্লাহই একমাত্র আমার আশ্রয়স্থল।’’ অতঃপর আমি মুখ ঘুরিয়ে আমার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। আল্লাহ তা‘আলা জানেন যে, সে মুহূর্তেও আমি পবিত্র। অবশ্যই আল্লাহ আমার পবিত্রতা প্রকাশ করে দেবেন তবে আল্লাহর কসম, আমি কক্ষণো ভাবিনি যে, আমার সম্পর্কে আল্লাহ ওয়াহী অবতীর্ণ করবেন যা পাঠ করা হবে। আমার সম্পর্কে আল্লাহ কোন কথা বলবেন আমি নিজেকে এতটা উত্তম মনে করিনি বরং আমি নিজেকে এর চেয়ে অনেক অধম বলে ভাবতাম। তবে আমি আশা করতাম যে, হয়তো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে স্বপ্নযোগে দেখানো হবে যার ফলে আল্লাহ আমার পবিত্রতা প্রকাশ করবেন। আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখনো তাঁর বসার জায়গা ছেড়ে যাননি এবং ঘরের লোকজনও কেউ ঘর হতে বেরিয়ে যাননি। এমন সময় তাঁর উপর

ওয়াহী অবতরণ শুরু হল। ওয়াহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় তাঁর যে বিশেষ ধরনের কষ্ট হত তখনও সে অবস্থা হল। এমনকি ভীষণ শীতের দিনেও তাঁর শরীর হতে মোতির দানার মতো বিন্দু বিন্দু ঘাম গড়িয়ে পড়ল ঐ বাণীর গুরুভারে, যা তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ অবস্থা কেটে গেলে তিনি হাসিমুখে পহেলা যে কথা উচ্চারণ করলেন সেটা হল, হে 'আয়িশাহ! আল্লাহ তোমার পবিত্রতা প্রকাশ করে দিয়েছেন। তিনি ['আয়িশাহ (রাঃ)] বলেন, এ কথা শুনে আমার মা আমাকে বললেন, তুমি উঠে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি সম্মান কর। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি তাঁর দিকে উঠে যাব না। মহান আল্লাহ ব্যতীত কারো প্রশংসা করব না। 'আয়িশাহ (রাঃ) বললেন, আল্লাহ (আমার পবিত্রতার ব্যাপারে) যে দশটি আয়াত অবতীর্ণ করেছেন, তা হ'ল, ''যারা এ অপবাদ রটনা করেছে তারা তো তোমাদেরই একটি দল; এ ঘটনাকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করো না; বরং এও তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে কঠিন শাস্তি। এ কথা শোনার পর মু'মিন পুরুষ এবং নারীগণ কেন নিজেদের বিষয়ে সৎ ধারণা করেনি এবং বলেনি যে, এটা তো সুস্পষ্ট অপবাদ। তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি? যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, সেহেতু তারা আল্লাহর বিধানে মিথ্যাচারী। দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমরা যাতে লিপ্ত ছিলে তার জন্য কঠিন শাস্তি তোমাদেরকে স্পর্শ করত। যখন তোমরা মুখে মুখে এ মিথ্যা ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করছিলে যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না এবং একে তোমরা তুচ্ছ ব্যাপারে বলে ভাবছিলে, অথচ আল্লাহর কাছে তা ছিল খুবই গুরুতর ব্যাপার। এবং এ কথা শোনামাত্র তোমরা কেন বললে না যে, এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের জন্য উচিত নয়। আল্লাহ পবিত্র মহান! এ তো এক গুরুতর অপবাদ। আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক তাহলে কখনো অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করবে না; আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বিবৃত করেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য আছে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউই অব্যাহতি পেত না। আল্লাহ দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু- (সূরাহ আন-নূর ২৪/১১-২০)। আমার পবিত্রতার ব্যাপারে আল্লাহ এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ করলেন। আত্মীয়তা এবং দারিদ্রের কারণে আবূ বাকর সিদ্দীক (রাঃ) মিসতাহ ইবনু উসাসাকে আর্থিক ও বৈষয়িক সাহায্য করতেন। কিন্তু 'আয়িশাহ (রাঃ) সম্পর্কে তিনি যে অপবাদ রটিয়েছিলেন এ কারণে আবূ বাকর সিদ্দীক (রাঃ) কসম করে বললেন, আমি আর কখনো মিসতাহকে আর্থিক সাহায্য

করব না। তখন আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন-তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর রাস্তায় যারা গৃহত্যাগ করেছে তাদেরকে কিছুই দিবে না। তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে এবং তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। শোন! তোমরা কি পছন্দ কর না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল; পরম দয়ালু- (সূরাহ আন-নূর ২৪/২২)। আবূ বাকর সিদ্দীক (রাঃ) বলে উঠলেন, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম! অবশ্যই আমি পছন্দ করি যে, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিন। এরপর তিনি মিসতাহ (রাঃ)-এর জন্য যে অর্থ খরচ করতেন তা পুনঃ দিতে শুরু করলেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তাঁকে এ অর্থ দেয়া আর কখনো বন্ধ করব না। 'আয়িশাহ (রাঃ) বললেন, আমার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যায়নাব বিনত জাহাশ (রাঃ)-কেও জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি যায়নাব (রাঃ)-কে বলেছিলেন, তুমি 'আয়িশাহ (রাঃ) সম্পর্কে কী জান অথবা বলেছিলেন তুমি কী দেখেছ? তখন তিনি বলেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার চোখ ও কানকে হিফাযত করেছি। আল্লাহর কসম! আমি তাঁর ব্যাপারে ভাল ব্যতীত আর কিছুই জানি না। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রীগণের মধ্যে তিনি আমার প্রতিদ্বনদ্বী ছিলেন। আল্লাহ তাঁর তাকওয়ার কারণে তাঁকে রক্ষা করেছেন। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, অথচ তাঁর বোন হামনা (রাঃ) তাঁর পক্ষ নিয়ে অপবাদ রটনাকারীদের মতো অপবাদ ছড়াচ্ছিল। ফলে তিনি ধ্বংসপ্রাপ্তদের সঙ্গে ধ্বংস হয়ে গেলেন। বর্ণনাকারী ইবনু শিহাব (রহ.) বলেন, ঐ সমস্ত লোকের ঘটনা আমার কাছে যা পৌঁছেছে তা হলো এইঃ 'উরওয়াহ (রহ.) বলেন, 'আয়িশাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কসম! যে ব্যক্তি সম্পর্কে অপবাদ দেয়া হয়েছিল, তিনি এসব কথা শুনে বলতেন, আল্লাহ মহান, ঐ সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি কোন রমণীর বস্ত্র অনাবৃত করে কোনদিন দেখিনি। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, পরে তিনি আল্লাহর পথে শহীদ হন। (সাহিহ বুখারি ৪১৪১; অনুরূপ হাদিস সাহিহ বুখারি ৪৭৫০)

ইবনে আশুর (Ibn 'Ashoor) তার বিখ্যাত বই "আত-তাহরীর ওয়াত তানভীর"(al-Tahrir wa al-Tanweer) এ উল্লেখ করেছেন যে, সূরা নুরের প্রথম তিনটি আয়াত তৃতীয় হিজরির আগেই নাযিল হয়েছিল এবং তা প্রথম হিজরির শেষ দিকে বা দ্বিতীয় হিজরির শুরুর দিকেও নাযিল হয়ে থাকতে পারে। এই তিনটি আয়াত-ই সূরা নূরের নাযিল হওয়া প্রথম আয়াত। তারপর চতুর্থ হিজরীতে সূরা নূরের ১১-২১তম আয়াত নাযিল হয় যাতে মা আয়েশার পবিত্রতা এবং নির্দোষসিতার ব্যাপারে বলা হয়েছে। সূরা

নূরের ৪-৫ নাম্বার আয়াতও কিছু আলেমের মতে মা আয়েশার ইফকের ঘটনার পরে নাযিল হয়েছে। ইবনে আশুর মতে, সূরা নূরের ৬-১০ নাম্বার আয়াত ৯ম হিজরীতে নাযিল হয়েছে।

সূরা নূরের ২য় আয়াত অধিকাংশ আলেমের মতে, শুধুমাত্র অবিবাহিতদের জন্য শাস্তির বিধান হিসেবে নাযিল হয়েছে অথচ সূরা নূরের ১ নাম্বার আয়াত এবং ৩ থেকে ২১ নাম্বার আয়াতে বিবাহিত ব্যক্তিদের নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাহলে সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ শুধু অবিবাহিতদের জন্য আইন দিয়েছেন - এটা কিভাবে সম্ভব? আল্লাহ সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াতে বলেন নি যে, এই শাস্তি শুধুমাত্র অবিবাহিতদের জন্য। তাহলে বুঝা যাচ্ছে যে, সূরার নূরের ১ থেকে ২১ নাম্বার আয়াত বিবাহিত এবং অবিবাহিত সবার জন্য প্রযোজ্য হবে।

সূরা নূরের প্রথম ৩ টি আয়াত সবার প্রথমে নাযিল করা হয়েছে যেখানে সূরা নূরের প্রথম আয়াত ব্যাখ্যা করেই আমরা বুঝতে পেরেছি যে, সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ যে আইন দিবেন তা বিবাহিত অবিবাহিত সবার জন্য প্রযোজ্য হবে এবং অবৈধ যিনাহ সম্পর্কিত আগের সকল আইন বাতিল হয়ে যাবে। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আল্লাহ সূরা নূরের ৩ টি আয়াত নাযিলের পর মা আয়েশার রাঃ ইফকের ঘটনা নিয়ে আয়াত নাযিল করে আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন যে কেন তিনি রজমের আইনকে বাতিল করে শুধু বেত্রাঘাতের আইন দিয়েছেন। চিন্তা করে দেখুন, ইফকের ঘটনায় আল্লাহ যদি হস্তক্ষেপ না করতেন তাহলে কি অবস্থা হতে পারত? কি হতে পারত তা আমরা মা আয়েশার কথা থেকে বুঝতে পারি যা তিনি মুহাম্মাদ (সাঃ) কে বলেছিলেন, "আমি (আয়েশা) বললাম, "আল্লাহর কসম, আমি জানি যে আপনারা এই (ইফকের) গল্পটি এতটাই শুনেছেন যে তা আপনাদের মনে গেঁথে গেছে এবং আপনারা তা বিশ্বাস করেছেন। এখন, যদি আমি আপনাদেরকে বলি যে আমি নির্দোষ, আর আল্লাহ জানেন যে আমি নির্দোষ, আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন না; আর যদি আমি কিছু স্বীকার করি, আর আল্লাহ জানেন যে আমি তা থেকে নির্দোষ, তাহলে আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন"। একজন নারীর উপর বা স্ত্রীর উপর কি পরিমাণ চাপ পড়েছে চিন্তা করে দেখুন, তিনি বলছেন যে, আমি যদি বলি আমি নির্দোষ তাহলে আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন না কিন্তু আমি যদি স্বীকার করে নেই তাহলে আপনারা বিশ্বাস করবেন। এত চাপ পড়ার কারণ হচ্ছে এই ঘটনা নিয়ে মুসলিমদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ লেগে যাবার মত অবস্থা তৈরি হয়েছিল। এই অবস্থায় এত চাপে পড়ে একটি অল্প বয়স্ক মেয়ে অপরাধ না করেও নিজেকে ব্যভিচারী বলে স্বীকার করে নিতে পারে শুধু নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য। কারণ সে চিন্তা করতে পারে যে, আমার একজনের জীবনের বিনিময়ে যদি যুদ্ধ বন্ধ হয়, অনেক মুসলিমের জীবন বাঁচে তাহলে আমার জীবন কোরবানি করে দেয়াই উত্তম। আল্লাহ এর রহমত

যে, আয়েশা রাঃ মুহাম্মাদ (সাঃ) কে হাদিসে উল্লেখিত কথা বলার পরপরই আল্লাহ কোরআনে আয়াত নাযিল করে মা আয়েশাকে নির্দোষ ঘোষণা করেন। কিন্তু এখন প্রশ্ন চলে আসে যে, কোরআন নাযিল এক সময় বন্ধ হয়ে যাবে,নবী সাঃ আমাদের মাঝে থাকবেন না। তখন কপট, দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা হাজারো নারীর বিরুদ্ধে এই রুপ অভিযোগ নিয়ে আসবে। যেখানে আল্লাহ এর রসূল (সাঃ)-ই নিজের স্ত্রীকে নির্দোষ প্রমান করতে পারেন নি সেখানে সাধারণ লোক কি করতে পারবে - এই রুপ মুনাফিকদের বিরুদ্ধে? এজন্যই আল্লাহ রজমের আইন বাতিল করে দিয়েছেন কারণ এতে বহু নিরপরাধ নারী ও পুরুষের জীবন রজমের মাধ্যমে শেষ হবার আশংকা রয়েছে। যারা নিজেদের মায়ের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ আনতে পারে তারা অন্য নারীদের ব্যাপারে কি করবে? যারা নবীর স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ করতে পারে তারা অন্য নারীদের ব্যাপারে কি করবে? আল্লাহ যে রজমের আইনকে বাতিল করে শুধুমাত্র বেত্রঘাতের শাস্তি বিবাহিত এবং অবিবাহিত সকল যিনাহকারীর জন্য প্রযোজ্য করেছেন তার যৌক্তিকতা আল্লাহ সূরা নূরের ১১ থেকে ২১ নাম্বার আয়াতে তুলে ধরেছেন। একজন বিবাহিত নারীকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যার মত ঘটনা যেন না ঘটে তাই আল্লাহ রজমের শাস্তি বাতিল করে দিয়ে শুধু বেত্রাঘাতের শাস্তি আইন হিসেবে দিয়েছেন বলে আমি মনে করি। সূরা নূরের ১ থেকে ২১ নাম্বার আয়াতগুলো পড়ে আমার তাই মনে হয়েছে।

সূরা নূরের ১ থেকে ২১ নাম্বার আয়াত মনোযোগ দিয়ে পড়লে দেখতে পাবেন যে, উক্ত আয়াতগুলোতে শাস্তি দিয়ে যিনাহ বন্ধ করার চেয়ে নারীর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায়-ই বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। নারীর নিরাপত্তাকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সূরা নূরের ১৯ নাম্বারে আয়াতে আল্লাহ বলেছেন যে, "যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মন্তদ শাস্তি এবং আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।" উক্ত আয়াতে আল্লাহ আমাদেরকে বলে দিয়েছেন যে কিভাবে সমাজে অশ্লীলতা ছড়ায়। কোন মেয়ে হিজাব না করলে সমাজে অশ্লীলতা ছড়ায় না বরং কোন নারীকে মিথ্যা অপবাদ দিলে, কোন নারীকে নিয়ে অশ্লীল কথা আলোচনা করলে, কোন নারীকে অসম্মান করে কথা বললে সমাজে অশ্লীলতা ছড়ায়। আল্লাহ সূরা নূরের ১১-২১ নাম্বার আয়াত নাযিল করেছেন মা আয়েশার ইফকের ঘটনার পরে। এই আয়াতগুলোতে মা আয়েশাকে নির্দোষ ঘোষণা করা হয়েছিল এবং মুমিনরা যেন আর কখনো এই রুপ কথা না বলে সেই ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে এই আয়াতগুলোতে।

সূরা নুর নাযিল হবার পর আমরা বুঝতে পারলাম যে, একজন নারীকে নিয়ে সমাজে অশ্লীল আলোচনা যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখাটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত:
আমি নবী (সাঃ)-এর সাথে ছিলাম, এক ব্যক্তি এসে বলল, "হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমি আইনত শাস্তিযোগ্য পাপ করেছি; দয়া করে আমাকে আইনত শাস্তি দিন।" নবী (সাঃ) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন না যে সে কী করেছে। তারপর সালাতের সময় হয়ে গেল এবং লোকটি নবী (সাঃ)-এর সাথে সালাত আদায় করল। নবী (সাঃ) যখন সালাত শেষ করলেন, তখন লোকটি আবার উঠে বলল, "হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমি আইনত শাস্তিযোগ্য পাপ করেছি; দয়া করে আল্লাহর আইন অনুসারে আমাকে শাস্তি দিন।" নবী (সাঃ) বললেন, "তুমি কি আমাদের সাথে সালাত আদায় করোনি?" সে বলল, "হ্যাঁ।" নবী (সাঃ) বললেন, "আল্লাহ তোমার পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন।" অথবা বললেন, "....তোমার আইনত শাস্তিযোগ্য পাপ।" (সহীহ আল-বুখারী ৬৮২৩)

উপরোক্ত হাদিস (সাহিহ বুখারি ৬৮২৩) মোতাবেক, বর্তমানে কোন পুরুষ বা নারী যদি যিনাহ বা ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি দিতে আসে তবে তার স্বীকারোক্তি শুনা হবে না। বিচারক বা কাজীর সামনে নিজের বিরুদ্ধে চারবার সাক্ষী দেয়ার আগেই তাকে বলা হবে যে, তার অপরাধের জন্য তওবা করতে এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ নিখুতভাবে পড়তে, তাহলেই আল্লাহ তাকে মাপ করে দিবেন। আখিরাতে যিনাহ বা ব্যভিচারের শাস্তি থেকে বাচার জন্য নিজের উপর হাদ্দের শাস্তি নেবার এখন আর কোন প্রয়োজন নেই।

সুতরাং কোরআন হাদিস থেকে সকল আলোচনা শেষে আমরা বুঝতে পারলাম যে, ইসলামে বিবাহিত, অবিবাহিত সকল যিনাহকারীর জন্য শাস্তি হচ্ছে শুধুমাত্র ১০০ বেত্রাঘাত। যিনাহ বা ব্যভিচারের জন্য শাস্তি হিসেবে পাথর নিক্ষেপে হত্যা বা রজম ইসলামে আর নেই। ব্যভিচারের জন্য শাস্তি হিসেবে রজম বা পাথর নিক্ষেপে হত্যার আইন বাতিল হয়ে গেছে।

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস বর্ণনা করেছেন যে, উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিম্বরে বসে বললেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ মুহাম্মদ (সাঃ) কে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন এবং

তাঁর উপর কিতাব নাজিল করেছেন এবং তাঁর উপর যা নাজিল হয়েছিল তাতে পাথর ছুঁড়ে মারার আয়াতটিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমরা তা পাঠ করেছি, আমরা মুখস্থ করেছি এবং তা বুঝতে পেরেছি। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বিবাহিত ব্যভিচারী এবং ব্যভিচারিণীকে পাথর ছুঁড়ে হত্যার শাস্তি দিয়েছিলেন এবং তাঁর পরে আমরাও পাথর ছুঁড়ে হত্যার শাস্তি দিয়েছিলাম। আমার আশঙ্কা, সময়ের সাথে সাথে লোকেরা (এটা ভুলে যেতে পারে) এবং বলতে পারে: আমরা আল্লাহর কিতাবে পাথর ছুঁড়ে মারার শাস্তি পাই না, এবং এভাবে আল্লাহর নির্ধারিত এই দায়িত্ব পরিত্যাগ করে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, (অবৈধ) গর্ভাবস্থার পর, অথবা স্বীকারোক্তির পর ব্যাভিচারকারী বিবাহিত পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আল্লাহর কিতাবে পাথর ছুঁড়ে মারা একটি কর্তব্য। (সহিহ মুসলিম বই ১৭, হাদিস নম্বর ৪১৯৪; অনুরূপ হাদিস সহীহ বুখারী খণ্ড ৮, বই ৮২, হাদিস নম্বর ৮১৬; অনুরূপ হাদিস জামে আত-তিরমিযী ১৪৩২; অনুরূপ হাদিস সহীহ, আল-বুখারী ২৪৬২ এবং মুসলিম ১৬৯১ (দারুসসালাম) মুসনাদে আহমাদ ২৪৯)

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) বলেন:

“আমি আশঙ্কা করি যে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর কেউ কেউ বলবে: 'আমি আল্লাহর কিতাবে পাথর নিক্ষেপের (আয়াত) পাই না,' এবং তারা আল্লাহ প্রদত্ত কোন ফরজ ত্যাগ করে পথভ্রষ্ট হবে। বরং যদি কোন পুরুষ বিবাহিত (অথবা পূর্বে বিবাহিত) হয় এবং প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়, অথবা যদি (বিবাহিত মহিলার অবৈধ) গর্ভধারণ হয় অথবা যদি সে তা স্বীকার করে তবে পাথর নিক্ষেপ করা বাধ্যতামূলক। আমি (কুরআনে) এটি পড়েছি। “আর যদি কোন বৃদ্ধ পুরুষ এবং বৃদ্ধা মহিলা ব্যভিচার করে, তাহলে তাদের উভয়কেই পাথর নিক্ষেপ করো।” আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ব্যভিচারীদের পাথর নিক্ষেপ করেছিলেন এবং তার পরে আমরাও পাথর নিক্ষেপ করেছি।” (সুনান ইবনে মাজাহ ২৫৫৩;অনুরূপ হাদিস বুলুগ আল-মারাম বই ১০, হাদিস ১২৪৮)

আমি কোরআনে “আর যদি কোন (বিবাহিত) বৃদ্ধ পুরুষ এবং বৃদ্ধা মহিলা ব্যভিচার করে, তাহলে তাদের উভয়কেই পাথর নিক্ষেপ করো।” - এই আয়াত না পাবার কারণে ব্যভিচারের শাস্তি হিসেবে রজম বা পাথর নিক্ষেপে হত্যার শাস্তিকে বাতিল বলে গণ্য করিনি।

আমি নিম্ন লিখিত কারণে ব্যভিচারের শাস্তি হিসেবে রজম করাকে বাতিল বলে গণ্য করেছিঃ

১) আলী রাঃ উনার রায়ে ও ফতোয়ায় রজম করাকে সুন্নত হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

২) নুমান বিন বশীর রাঃ থেকে বর্ণিত হাদিস (সুনান আন-নাসায়ী ৩৩৬২) থেকে এটা প্রমাণিত যে, সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াত নাযিলের পর যিনাহ বা ব্যভিচারের শাস্তি হিসেবে ইসলামে আর রজমের বিধান নেই এবং বর্তমানে, সুন্নত হিসেবেও যিনাহ বা ব্যভিচারের শাস্তি হিসেবে রজমের নির্দেশ বা রায় দেয়া যাবে না।

বইটি থেকে প্রাপ্ত আরও কিছু সিদ্ধান্ত

ক) সূরা নূরের ১ থেকে ২১ নাম্বার আয়াতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থেকে এটা পরিষ্কার যে, বিবাহিত এবং অবিবাহিত সকল যিনাহকারীর জন্য ইসলামে আল্লাহ নির্ধারিত শাস্তি একটি আর তা হচ্ছে ১০০ বেত্রাঘাত।

খ) বইয়ের সকল আলোচনা শেষে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ এর রসূল সাঃ সূরা নূর নাযিলের পর আর কোন ব্যভিচারী বা যিনাহকারীর বিচার করেছেন এমন হাদিস আমাদের কাছে নেই। তবে একটি হাদিস আছে যা সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াত নাযিলের পরের বলে প্রতীয়মান হয়ঃ

সাঈদ বিন সা'দ বিন উবাদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

"আমাদের এলাকায় এক ব্যক্তি বাস করত, যার শারীরিক ত্রুটি ছিল। আমরা অবাক হয়ে গেলাম যখন তাকে এলাকার একজন দাসীর সাথে অবৈধ যৌনকর্ম করতে দেখা গেল। সা'দ বিন উবাদাহ (রাঃ) তার ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থাপন করলেন, তিনি বললেন: 'তাকে একশ বেত্রাঘাত করো।' তারা বলল: 'হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ), সে এত দুর্বল যে তা সহ্য করতে পারবে না। আমরা যদি তাকে একশ বেত্রাঘাত করি, তাহলে সে মারা যাবে।' তিনি বললেন: "তাহলে একশ শাখা বিশিষ্ট একটি ডাল নিয়ে তাকে একবার আঘাত করো।"

অন্য একটি সনদে অনুরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। (সুনান ইবনে মাজাহ ২৫৭৪ সহীহ দারুস সালাম।)

এখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য পাওয়া যায়ঃ

i) এটি সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াত নাযিলের পরের ঘটনা হতে পারে কারণ অন্য সকল হাদিসে অবিবাহিত যিনাহকারীর জন্য শাস্তি আমরা পেয়েছি ১০০ বেত্রাঘাত এবং ১ বছরের জন্য নির্বাসন।

ii) লোকটি বিবাহিত না অবিবাহিত ছিল তা হাদিস থেকে বুঝা যাচ্ছে না তাই এই ব্যাপারে কথা না বলাই ভালো।

iii) সূরা নূর নাযিলের পর কঠোর শাস্তি দিয়ে সমাজে অশ্লীলতা বন্ধ করার চেয়ে নারীদেরকে নিয়ে অশ্লীল আলোচনা, কোন নারীকে অপবাদ দেয়া বন্ধ করার মাধ্যমে সমাজে অশ্লীলতা বন্ধে অধিকতর

গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। চিন্তা করে দেখুন, সুনান ইবনে মাজাহ ২৫৭৪ হাদিসে আল্লাহ এর রসূল সাঃ কত সহজে ঐ ব্যক্তির উপর যিনাহের শাস্তি প্রয়োগ করতে বলেছেন। এতে কি যিনাহকারীরা যিনাহ করতে উৎসাহ পাবে? না, উৎসাহ পাবে না কারণ যিনাহ বন্ধে কি করতে হবে তা আল্লাহ এর রসূল সাঃ অন্য হাদিসে বলেছেন যে, যারা বিয়ে করতে পারো তারা বিয়ে করো আর যারা বিয়ে করতে না পারো তারা রোজা রাখো। সুনান ইবনে মাজাহ ২৫৭৪ হাদিসটি নাস্তিকদের মুখ বন্ধ করে দিবে।

এখান থেকে আরেকটি বিষয় পরিষ্কার যে, যদি যিনাহকারী গ্রামের কোন অপুষ্টিতে ভোগা দরিদ্র নারী বা পুরুষ হয় আর বেত্রাঘাতকারী যদি শক্তিশালী পুরুষ হয় তাহলে সম্ভাবনা আছে যে, উক্ত যিনাহকারী ১০০ টি বেত্রাঘাত দিলে মারা যেতে পারে বা তার স্বাস্থ্যের স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে, যেমনঃ ফুস্‌ফুস বা লিভার বা কিডনি বা হার্টের ক্ষতি হতে পারে যা পরবর্তীতে তার মৃত্যুর কারণ হতে পারে। এই ক্ষেত্রে ডাক্তারি পরীক্ষার মাধ্যম যদি ডাক্তার বলে যে, ১০০ টি বেত্রাঘাত দিলে সাজাপ্রাপ্ত যিনাহকারীর মৃত্যুর সম্ভাবনা নেই তাহলেই তাকে ১০০ টি বেত্রাঘাত দিতে হবে অন্যথায় তাকে ১০০ টি শাখাযুক্ত ডাল বা লাঠি দিয়ে ১ বার আঘাত করে শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে। আল্লাহ যে বলেছেন, শাস্তি যেন লোকেরা প্রত্যক্ষ করে এটাই হচ্ছে যিনাহের অন্যতম একটা শাস্তি যে, সমাজের চোখে সে যিনাহকারী হিসেবে প্রমাণিত ও লজ্জিত হয়ে গেল, তার সম্মান নষ্ট হয়ে গেল। অর্থাৎ সূরা নূর নাযিলের পর কঠোর শাস্তি প্রয়োগ করে যিনাহ ব্যভিচার বন্ধের চেয়ে সামাজিকভাবে যিনাহ ব্যভিচার প্রতিরোধে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

গ) বর্তমানে কোন নারী বা পুরুষ যদি যিনাহ বা ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি দিতে আসে তাহলে তার স্বীকারোক্তি শোনা হবে না বরং তাকে বলা হবে যে, আপনি যে অপরাধ করেছেন তা থেকে ক্ষমা পাবার জন্য আপনাকে নিজের উপর হাদ্দের শাস্তি নিতে হবে না; আপনি তওবা করুন এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ নিখুতভাবে পড়ুন তাহলেই আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করে দিবেন। এই ব্যাপারে, পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

ঘ) ইসলামী শরিয়াতে পাথর নিক্ষেপে হত্যার শাস্তি এখন প্রযোজ্য হবে প্রমান সাপেক্ষে বিবাহিত ধর্ষকের বিরুদ্ধে। (নুমান বিন বশীর রাঃ থেকে বর্ণিত হাদিস অনুযায়ী (সুনান আন-নাসায়ী ৩৩৬২) এবং সুনান আবু দাউদ ৪৩৭৯)

ঙ) মুসলিম শাসক বা মুসলিম সরকার বা খলিফা - কেউ যিনাহ করেছে কি না বা ব্যভিচার করেছে কি না - তা তদন্ত করে খুঁজে বের করে এনে উক্ত ব্যক্তিকে শাস্তি দিবেন না। এটা মুসলিম শাসক বা সরকার বা খলিফার কাজ নয়। তবে কেউ যদি কারো বিরুদ্ধে অবৈধ সঙ্গমের অভিযোগ করে সেক্ষেত্রে

মুসলিম শাসক তদন্ত করে দেখবেন অভিযোগ সত্য না মিথ্যা। এই ব্যাপারে বইয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এখন আমরা জানব,বিবাহিত যিনাহকারী তো বেচে থাকবে, বিবাহিত যিনাহকারীর বিয়ের কি হবে? তার সন্তানের কি হবে?

"এটি একটি সূরা, এটি আমি অবতীর্ণ করেছি এবং এর বিধানকে ফরয করেছি, এতে আমি অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।(১) ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী - নারী ও পুরুষ প্রত্যেককে একশ' কশাঘাত (বেত্রাঘাত) করবে, আল্লাহর বিধান কার্যকরী করতে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হও; মু'মিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (২) ব্যভিচারী কেবল ব্যভিচারিণী অথবা মুশরিক নারীকে ছাড়া বিয়ে করবে না এবং ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ছাড়া বিয়ে করবে না। আর মুমিনদের উপর এটা হারাম করা হয়েছে। (৩) যারা সতী সাধ্বী নারীর উপর অপবাদ দেয়, অতঃপর চারজন সাক্ষী উপস্থিত না করে, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত কর, আর তাদের সাক্ষ্য কক্ষনো গ্রহণ কর না, এরাই না-ফরমান। (৪) অবশ্য এরপর যদি তারা তাওবাহ করে ও সংশোধিত হয়, কেননা আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু। (৫) আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের উপর অপবাদ দেয়, কিন্তু নিজেদের ছাড়া তাদের অন্য কোন সাক্ষী না থাকে, এ রকম প্রত্যেক লোকের সাক্ষ্য এভাবে হবে যে, সে চারবার আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী। (৬) আর পঞ্চমবারে বলবে যে, সে যদি মিথ্যেবাদী হয় তবে তার উপর আল্লাহর লা'নত পতিত হবে। (৭) আর স্ত্রীর শাস্তি রহিত হবে যদি সে আল্লাহর নামে চারবার শপথ ক'রে বলে যে, সে (তার স্বামী) অবশ্যই মিথ্যেবাদী। (৮) এবং পঞ্চমবারে বলে যে, তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের উপর আল্লাহর গযব পতিত হবে। (৯) তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে (তোমরা ধ্বংস হয়ে যেতে), আল্লাহ তাওবাহ গ্রহণকারী, বড়ই হিকমতওয়ালা। (১০) সূরা নূর ১-১০)

সূরা নুরের ৬,৭,৮ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলে দিয়েছেন বিবাহিত যিনাহকারী বিয়ের কি হবে? লি'আনের ক্ষেত্রে যে নিয়ম এই ব্যাপারেও একই নিয়ম হবে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে কারণ যিনাকারীর শাস্তি বর্ণনার পর সূরা নূরে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতাদের শাস্তির বিধান, তারপর লি'আনের আয়াত পাওয়া যায়। নাযিলের ক্রম দেখলেও এই বিষয়টি পরিষ্কার। সূরা নূরের প্রথমে তিন আয়াত নাযিল হয়েছে তারপর মা

আয়েশাকে নির্দোষ ঘোষণা সম্পর্কিত সূরা নূরের ১১-২১ আয়াত নাযিল হয়েছে তারপর লি'আনের আয়াত নাযিল হয়েছে।

বিবাহিত যিনাহকারীর সাথে তার স্বামী বা স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে এবং উক্ত যিনাহকারী পরে কোন যিনাহকারীকে বা মুশরিককে বিয়ে করে নিবে। উক্ত যিনাহকারীর সন্তান কার কাছে থাকবে?

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত: সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস এবং আবদ বিন যাম'আ (একটি শিশুকে নিয়ে) একে অপরের সাথে ঝগড়া করলেন। নবী (সাঃ) বললেন, "ছেলেটি তোমার জন্য, হে আবদ বিন যাম'আ, কারণ ছেলেটি বিছানার মালিকের জন্য। হে সাওদা! ছেলেটির থেকে পর্দা করো।" বর্ণনাকারী আল-লাইস আরও বলেন (যে নবী (সাঃ) আরও বলেন), "আর যে অবৈধ যৌন মিলন করে তার জন্য পাথর।" (সাহিহ বুখারি ৬৮১৭)

বুঝা গেলো যে, যদি স্বামী যিনাহ করে থাকে তাহলে সন্তান স্ত্রীর কাছে থাকবে আর স্ত্রী যদি যিনাহ করে তাহলে সন্তান স্বামীর কাছে থাকবে কারণ মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন, "আর যে অবৈধ যৌন মিলন করে তার জন্য পাথর।"।

এখানে কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে, অবৈধ যিনাহকারীর জন্য পাথর বলতে পাথর নিক্ষেপে হত্যার শাস্তির কথা আল্লাহ এর রসূল সাঃ বলেন নি। তাহলে তো এই শাস্তি অবিবাহিতদের জন্যও প্রযোজ্য হয়ে যাবে। "আর যে অবৈধ যৌন মিলন করে তার জন্য পাথর।" --- এটি একটি অভিব্যক্তি যেমনঃ আমরা কেউ পরীক্ষায় খারাপ করলে অন্যরা বলে থাকে, “অমুকে পরীক্ষায় ২ টা রসগোল্লা বা ২ টা ডিম পেয়েছে। অর্থাৎ পরীক্ষায় সে ০০ (শূন্য) পেয়েছে। "আর যে অবৈধ যৌন মিলন করে তার জন্য পাথর।"

-- বলতে বুঝানো হয়েছে যে, "যে অবৈধ যৌন মিলন করে সে কল্যাণকর কিছুই পাবে না"।

অবিবাহিত ধর্ষকের শাস্তিঃ

নাফি' বলেন, আবু 'উবাইদের কন্যা সাফিয়া তাকে জানিয়েছিলেন যে খলিফার (ওমর রাঃ) এক দাস গনীমতের এক পঞ্চমাংশের অধিকার থেকে প্রাপ্ত একজন মেয়ের (দাসীর) সাথে সহবাস করেছিল, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে জোর করে তা করতে বাধ্য করেছিল এবং তার কুমারীত্ব নষ্ট করেছিল। 'উমর তাকে (ধর্ষককে) মারধর করেছিলেন কিন্তু (দাসীকে) মারধর করেননি কারণ সে (দাসটি) তাকে (দাসীকে) তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে তা করেছিলেন। (মিশকাত আল-মাসাবিহ ৩৫৮০; অনুরূপ হাদিসঃ মুয়াত্তা ইমাম মালিক আরবি রেফারেন্স : বই ৪১, হাদিস ১৫১৭)

সাফিয়া বিনতে উবাইদ বলেন:

"একজন সরকারি পুরুষ-দাস যুদ্ধের গনীমতের খুমুস থেকে (প্রাপ্ত) একজন দাসীকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেছিল, এমনকি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে তার কুমারীত্ব নষ্ট করে ফেলেছিল; তাই উমর (রাঃ) আইন অনুসারে তাকে বেত্রাঘাত করেছিলেন এবং তাকে নির্বাসিত করেছিলেন, কিন্তু তিনি দাসীকে বেত্রাঘাত করেননি কারণ পুরুষ-দাস তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে অবৈধ যৌন মিলন করেছিল।" আয-যুহরি একজন স্বাধীন পুরুষ কর্তৃক ধর্ষিত কুমারী দাসী সম্পর্কে বলেছেন: বিচারককে ব্যভিচারীকে মহিলা দাসীর মূল্যের সমান অর্থ জরিমানা করতে হবে এবং ব্যভিচারীকে (ইসলামী আইন অনুসারে) বেত্রাঘাত করতে হবে; কিন্তু যদি দাসী মহিলা মাতৃকা (কুমারী না হয়ে বয়স্ক) হয়, তাহলে ইমামের রায় অনুসারে, ব্যভিচারীকে জরিমানা করা হবে না বরং তাকে (ইসলামী আইন অনুসারে) আইনানুগ শাস্তি পেতে হবে। (সহীহ আল-বুখারী ৬৯৪৯)

উল্লেখিত, হাদিসগুলো থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, যদি ধর্ষক অবিবাহিত হয় তাহলে, তাকে ধর্ষণের জন্য ১০০ বেত্রাঘাত করা হবে এবং নির্বাসন দেয়া হবে। আয-যুহরি থেকে আমরা কোন ফতোয়া নিতে পারছি না কারণ তিনি কোন হাদিসের উপর ভিত্তি করে ঐ ফতোয়া দিয়েছেন তা আমরা জানি না।

সুনানে আবি দাউদ ৪৩৭৯ নাম্বার হাদিসে উল্লেখিত ধর্ষক ব্যক্তি বিবাহিত ছিলেন না অবিবাহিত ছিলেন তা জানা গেলে এই ব্যাপারে আরও নিশ্চিতভাবে আইন বলা যেত। যেহেতু সেটা এখন পর্যন্ত আমার অজানা তাই অবিবাহিত ধর্ষকের শাস্তি ওমর রাঃ কর্তৃক দেয়া শাস্তিই আমি অবিবাহিত ধর্ষকের জন্য প্রযোজ্য হবে বলে গ্রহন করছি।

ইবনে আব্দুল বার বলেন:

“ধর্ষকদের ব্যাপারে আলেমরা সর্বসম্মতিক্রমে একমত যে, ধর্ষকের বিরুদ্ধে যদি স্পষ্ট প্রমাণ থাকে যে সে হাদ্দ শাস্তির যোগ্য, অথবা যদি সে স্বীকার করে, তাহলে তাকে হাদ্দ শাস্তি দিতে হবে। অন্যথায়, তাকে শাস্তি দিতে হবে (অর্থাৎ, যদি এমন কোন প্রমাণ না থাকে যে কারণে তার বিরুদ্ধে ধর্ষণের জন্য হাদ্দ শাস্তি কার্যকর করা যেতে পারে, এবং চারজন সাক্ষী না থাকে, তাহলে বিচারক তাকে শাস্তি দিতে পারেন এবং এমন শাস্তি নির্ধারণ করতে পারেন যা তাকে এবং তার মতো অন্যদের নিরুৎসাহিত করবে)। যদি নারীকে জোর করে এবং বল প্রয়োগ করে ধর্ষণ করা হয়, তাহলে তার জন্য কোন শাস্তি নেই, যা ধর্ষিতার চিৎকার এবং সাহায্যের জন্য চিৎকার দ্বারা প্রমাণিত হতে পারে।” (আল-ইস্তিযকার, ৭/১৪৬) (Al-Istidhkaar, 7/146)

ইবনে আব্দুল বার এর মতামত বর্তমান সময়ের জন্য গ্রহনযোগ্য নয় কারণঃ

১) বর্তমানকালের ধর্ষক কখনো স্বীকার করবে না যে সে ধর্ষণ করেছে।

২) ধর্ষণের জন্য ৪ জন সাক্ষী একজন ধর্ষিতার জন্য যোগাড় করা অসম্ভব ব্যাপার কারণ ৪ জন পরহেজগার মুসলিমের সামনে একজন মেয়েকে একজন ধর্ষক কখনো ধর্ষণ করবে না বা করতে পারবে না।

৩) অস্ত্রের মুখে ধর্ষণ করলে ধর্ষিতার পক্ষে বাধা দেয়া বা চিৎকার করা সম্ভব নয় কারণ ধর্ষক তাকে পিস্তল বা ছুরি দেখিয়ে আগেই বলে দিয়েছে যে, চিৎকার করলে সে ঐ নারীকে হত্যা করে পালিয়ে যাবে।

এইরূপ নিয়ম থাকলে তো একজন ধর্ষিতা ধর্ষণের অভিযোগই করবে না কারণ এতে সে উলটা যিনাহের শাস্তি পাবে এবং তার সম্মান নষ্ট হবে।

তাহলে, সঠিক নিয়ম কি?

ওমর রাঃ এর হাদিসটি পড়লেই সঠিক নিয়ম পাওয়া যাবে।

সহীহ আল-বুখারী ৬৯৪৯ তে ওমর রাঃ যে ধর্ষক দাসকে শাস্তি দিয়েছিলেন সেখানে তিনি কিন্তু ৪ জন সাক্ষী ডেকেছিলেন এমন কোন কথা হাদিসে নেই তাহলে বুঝা যাচ্ছে যে ওমর রাঃ ঐ দাসীর অভিযোগের ভিত্তিতে এবং পারিপার্শ্বিক প্রমাণের (circumstantial evidence) ভিত্তিতে ঐ দাসকে শাস্তি দিয়েছিলেন।

ধর্ষণের ব্যাপারে পারিপার্শ্বিক প্রমাণের (circumstantial evidence) কথা ইসলামের কোথাও কি বলা আছে? জি বলা আছে, কোরআনে সূরা ইউসুফে বলা আছে।

"তারা উভয়ে (আমীরের স্ত্রী এবং ইউসুফ) দরজার দিকে দৌড় দিল আর স্ত্রীলোকটি পিছন হতে তার (ইউসুফের) জামা ছিঁড়ে ফেলল। এ সময় স্ত্রীলোকটির স্বামীকে (আমীর বা মন্ত্রীকে) তারা দু'জনে দরজার কাছে পেল। মহিলাটি বলল, 'যে তোমার পরিবারের সাথে অপকর্ম করতে চায় তাকে জেলে পাঠানো অথবা ভয়াবহ শাস্তি ছাড়া উপযুক্ত দন্ড কী আর দেয়া যেতে পারে?' (২৫) সে (ইউসুফ) বলল, 'সে-ই আমার থেকে অসৎ কর্ম কামনা করেছে'। তখন মহিলাটির পরিবারের একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিল- 'যদি তার জামা সম্মুখ দিক থেকে ছেঁড়া হয়ে থাকে, তবে মহিলাটি সত্য বলেছে আর সে (ইউসুফ) মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। (২৬) আর যদি তার (ইউসুফের) জামা পেছন হতে ছেঁড়া হয়ে থাকে, তবে মহিলাটি মিথ্যে বলেছে আর সে সত্যবাদী। (২৭) স্বামী যখন ইউসুফের জামাটি পেছন হতে ছেঁড়া দেখতে পেল, তখন সে বলল, 'এ সব হল তোমাদের নারীদের ছলনা, তোমাদের কূট কৌশল

বড়ই কঠিন। (২৮) ওহে ইউসুফ! তুমি ব্যাপারটা উপেক্ষা কর, আর ওহে নারী! তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা চাও, প্রকৃতপক্ষে তুমিই অপরাধী।' (২৯) (সূরা ইউসুফ ২৫-২৯)

সুতরাং ধর্ষণ প্রমাণের জন্য ধর্ষকের স্বীকারোক্তি বা ৪ জন সাক্ষী দরকার নেই। পারিপার্শ্বিক প্রমাণ (circumstantial evidence), DNA test (Forensic test), CCTV footage, ইত্যাদিই যথেষ্ট। এখানে আরও কিছু বিষয় খেয়াল রাখা দরকার।

ক) অনেক দিনের প্রেমের ফলে দু'জন স্বেচ্ছায় অবৈধ সঙ্গম করার পর কোন কারণে নারী পুরুষের বিরুদ্ধে মিথ্যা ধর্ষণের অভিযোগ করতে পারে। এক্ষেত্রে বিচারক এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখবেন যে, অভিযোগকারী এবং অভিযুক্ত পূর্ব পরিচিত কি না - তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক ছিল কি না? ইত্যাদি।

খ) ধর্ষিতাকে ধর্ষক উত্ত্যক্ত করত এই রকম কোন প্রমাণ এলাকাবাসী দেয় কি না?

গ) রাতে মেয়েটি অফিস থেকে বের হলে রাস্তায় বা গ্রামের ক্ষেত্রে কোন মেয়ে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে (প্রস্রাব করতে বের হলে) রাতে ঘর থেকে বের হলে অপরিচিত লোক বা গ্রামের লোক তাকে ধর্ষণ করেছে কি না? ইত্যাদি।

ঘ) ধর্ষণে প্রমাণের জন্য বর্তমান বাংলাদেশে ফৌজদারি আদালতে যে সকল পারিপার্শ্বিক প্রমাণ (circumstantial evidence) ব্যাবহার করা হয় তা শরিয়া কোর্টেও ব্যাবহার করা যাবে কারণ অভিযোগ প্রমাণের জন্য এগুলি ব্যাবহার করা হচ্ছে কিন্তু বিচার করা হচ্ছে আল্লাহ এর আইনে সুতরাং এতে কোন গুনাহ হবে না।

ঙ) পারিপার্শ্বিক প্রমাণ (circumstantial evidence) যিনাহ বা ব্যভিচার প্রমাণের জন্য ব্যাবহার করা যাবে না। পারিপার্শ্বিক প্রমাণ (circumstantial evidence), DNA test (Forensic test), CCTV footage, ইত্যাদি যিনাহ বা ব্যভিচারের জন্য ব্যাবহার করা যাবে না এই কারণে যে, আল্লাহ এর রসূল সাঃ এই ধরণের অপরাধী স্বীকারোক্তি দিতে আসলে মুখ ফিরিয়ে নিতেন বা চলে যেতে বলতেন। কোন নারীকে যিনাকারী বা ব্যভিচারী হিসেবে প্রমান করার কোন প্রয়োজন বা দায়িত্ব ইসলামী সরকারের নাই বরং ইসলামী সরকার চেষ্টা করবে যেন যিনাহ এবং ব্যভিচারের অভিযোগ প্রমাণিত না হয়। এই ব্যাপারে বইয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কোরআনে পারিপার্শ্বিক প্রমাণ (circumstantial evidence) ব্যাবহারের কথা ধর্ষণ প্রমাণের ব্যাপারে বলা হয়েছে (সূরা ইউসুফ) কিন্তু যিনাহ ব্যভিচারের ব্যাপারে বলা হয়নি।

তাহলে, আমার মতে, অবিবাহিত ধর্ষক যে হটাত করে নিজের যৌন চাপ সামলাতে না পেরে ধর্ষণ করে ফেলেছে তার জন্য শাস্তি হচ্ছে ১০০ বেত্রাঘাত এবং নির্বাসন। কিন্তু এমন কোন বিবাহিত বা অবিবাহিত ধর্ষক যদি থাকে যে কোন মেয়েকে অস্ত্রের মুখে তুলে নিয়ে বা অন্য কোন ভাবে জোর করে তুলে নিয়ে অর্থাৎ অপহরণ করে কোথাও আটকে রেখে দিনের পর দিন ধর্ষণ করে তাহলে আলেমদের মতামত হচ্ছে তার বিচার কোরআনের সূরা মায়িদার ৩৩ নাম্বার আয়াত অনুযায়ী করতে হবে।
"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, তাদের শাস্তি কেবল এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা তাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটাই তাদের জন্য দুনিয়ায় লাঞ্ছনা এবং আখেরাতে তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।" [আল-মায়িদাহ ৫:৩৩]
উক্ত ধর্ষণকারীর বিচার কিন্তু শুধু ধর্ষণের জন্য হচ্ছে না তার বিচার হচ্ছে ভূখণ্ডে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, ত্রাসের পরিস্থিতি তৈরি করার কারণে।
এখানে আরেকটি বিষয় বুঝার আছে যে, যে ব্যক্তি বা সংঘবদ্ধ দল কোন মেয়েকে তুলে নিয়ে ধর্ষণ করবে তারা কোন সাধারণ জনসাধারণ নয় তারা সন্ত্রাসী দল হবে বা তাদের সদস্য বা নেতা হবে কিন্তু এই ধরণের দল বা সন্ত্রাসী তো শরিয়া আইন কার্যকর কোন ভূখণ্ডে থাকতেই পারবে না কারণ সন্ত্রাসীরা এই রকম ভূখণ্ডে সন্ত্রাসী করবে কিভাবে যেখানে চুরি করলে হাত কেটে দেয়া হয়, হাইওয়ে ডাকাতি করলে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়,ইত্যাদি। তাই, কোন মেয়েকে কেউ তুলে নিয়ে ধর্ষণ করবে এমন সম্ভাবনা ইসলামী শরিয়া কার্যকর কোন ভূখণ্ডে হবার সম্ভাবনা খুব-ই কম।

ইমাম মালিক বলেন, "যে মহিলা গর্ভবতী এবং তার স্বামী নেই এবং সে বলে, 'আমাকে জোর করে করা হয়েছিল,' অথবা সে বলে, 'আমি বিবাহিত ছিলাম', তার সম্পর্কে আমাদের মতামত হল, তার কাছ থেকে এটি গ্রহণ করা হবে না এবং তার উপর হাদ্দ আরোপ করা হবে যদি না তার কাছে বিবাহ সম্পর্কে তার দাবির স্পষ্ট প্রমাণ থাকে অথবা তাকে জোর করে করা হয়েছিল, অথবা যদি সে কুমারী হয় তবে তার রক্তপাত হয় অথবা সে সাহায্যের জন্য ডাকে যাতে কেউ তার কাছে আসে এবং সে সেই অবস্থায় থাকে অথবা যৌন নির্যাতনে যে রকম পরিস্থিতি হয় তার সাথে তার অবস্থা সাদৃশ্যপূর্ণ হয়।" তিনি বলেন, "যদি সে এর কোনটিই উপস্থাপন না করে, তাহলে তার উপর হাদ্দ আরোপ করা হবে এবং সে যা দাবি করে তা তার কাছ থেকে গৃহীত হবে না।"

মালিক বলেন, "ধর্ষিতা মহিলা বিবাহ করতে পারবে না যতক্ষণ না সে তিনটি মাসিকের মাধ্যমে নিজেকে পরিষ্কার করে।" (ধর্ষণের ফলে গর্ভে বাচ্চা এসেছে কি না- সেটা নিশ্চিত হবার জন্য)

তিনি বলেন, "যদি সে তার মাসিকের বিষয়ে সন্দেহ করে, তবে সে বিবাহ করবে না যতক্ষণ না সে নিজেকে সেই সন্দেহ থেকে মুক্ত করে।"(USC-MSA (ইংরেজি) রেফারেন্স বই ৪১, হাদিস ১৬)

ইমাম মালিক একজন বিখ্যাত হাদিস সংগ্রাহক। তিনি মুয়াত্তা ইমাম মালিক নামে হাদিস গ্রন্থটি সংকলন করেছেন। আল্লাহ উনাকে উত্তম প্রতিদান দেক। একজন নারী যে গর্ভবতী সে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণে কি কি করতে হবে তার সম্পর্কে ইমাম মালিক উনার ব্যক্তিগত মতামত দিয়েছেন। ইমাম মালিকের উক্ত মতামতের ভিত্তি হিসেবে কোন হাদিস বা কোরআনের কোন আয়াত উক্ত হাদিসে উল্লেখ করা হয়নি। এটি উনার ব্যক্তিগত মতামত। বর্তমানকালে উনার এই মতামত গ্রহণযোগ্য নয়। কোন মেয়ে যদি বলে যে, ৮-৯ মাস আগে রাতে অস্ত্রের মুখে কেউ তাকে ধর্ষণ করেছিল যাকে বা যাদেরকে সে চিনতে পারেনি তাহলেই সেই মেয়ে নির্দোষ বলে প্রমাণিত হবে। তখন (৮-৯ মাস আগে) সেই মেয়ে লজ্জায় বা ভয়ে বলতে পারেনি। ঐ মেয়ে যিনাহে লিপ্ত ছিল তা যদি অন্য কোনভাবে প্রমাণ করা না যায় (যেমন ৪ জন সাক্ষী) তাহলে সেই মেয়ে নির্দোষ বলে রায় পাবে। সুরা নূর নাযিলের পর একটি মেয়ের সম্মান রক্ষাই অগ্রাধিকার পাবে। মুহাম্মাদ সাঃ এবং আলী রাঃ এর রজমের হাদিসগুলো যারা বুঝে বুঝে পড়বেন এবং হাদিসের মর্মার্থ বুঝতে পারবেন তারা আমার সাথে একমত হবেন। আল্লাহ এর রসূল সাঃ কাউকে যিনাহকারী হিসেবে প্রমাণে বা রজম করায় বা হাদ্দের শাস্তি প্রয়োগ করায় উদগ্রীব ছিলেন না বরং তিনি স্বীকারোক্তি দিতে আসা লোকদের ফিরিয়ে দিতেন। আলী রাঃ মুহাম্মাদ সাঃ এর এই নীতিই অনুসরণ করেছেন। সুতরাং, গর্ভবতী নারীর নিজেকে নির্দোষ প্রমাণে যে সকল শর্ত ইমাম মালিক দিয়েছেন তা গ্রহণযোগ্য নয়। আমার মতামতের পক্ষে প্রমাণ নিম্নের হাদিসটিঃ

বুরাইদা বর্ণনা করেছেন যে, মাইজ বিন মালিক রাঃ নবীর কাছে এসে বললেন, "আমাকে পবিত্র করুন, হে আল্লাহর রাসূল।" তিনি (সাঃ) বললেন, "এখান থেকে চলে যান! ফিরে যান, আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং তাঁর দিকে তওবা করুন।" তিনি (বুরাইদা) বললেন, তিনি (মাইজ) খুব বেশি দূরে ফিরে যাননি, তারপর এসে বললেন, "আমাকে পবিত্র করুন, হে আল্লাহর রাসূল," এবং নবী আগের মতোই বললেন। চতুর্থবার যখন এইভাবে চলতে থাকে, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "আমি আপনাকে পবিত্র করার জন্য কী করব?" তিনি উত্তর দেন যে, এটি ব্যভিচারের জন্য। আল্লাহর রাসূল জিজ্ঞাসা করেন যে, লোকটি কি পাগল ছিল, এবং যখন তাকে বলা হয় যে সে তা নয়, তখন তিনি জিজ্ঞাসা

করেন যে, সে কি মদ পান করেছে। এক ব্যক্তি উঠে তার নিঃশ্বাসের গন্ধ পেল কিন্তু মদের গন্ধ পেল না, তাই নবী তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, সে কি ব্যভিচার করেছে, এবং যখন সে উত্তর দেয় যে, সে করেছে, তখন তিনি তার ব্যাপারে আদেশ দেন এবং তাকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা হয়। দুই বা তিন দিন পর আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এসে বললেন, "মাইজ বিন মালিকের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। সে এতটাই তওবা করেছে যে, যদি তা কোন জাতির মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়, তাহলে তা তাদের সকলের জন্য যথেষ্ট হবে।" এরপর আজদ গোত্রের এক শাখা গামিদের মহিলা তাঁর কাছে এসে বললেন, "আমাকে পবিত্র করুন, আল্লাহর রাসূল।" তিনি (সাঃ) বললেন, "এখান থেকে যান! ফিরে যান, আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং তাঁর দিকে তওবা করুন।" তিনি (ঐ মহিলা) বললেন, "যখন আমি ব্যভিচারের কারণে গর্ভবতী, তখন কি আপনি আমাকে মাইজ বিন মালিকের মতো ফেরত পাঠাতে চান?" তিনি (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি (ঐ মহিলা) কি নিজের কথা বলছেন, এবং যখন তিনি (ঐ মহিলা) উত্তর দিলেন যে, তিনি নিজেই, তখন তিনি (সাঃ) তাকে (ঐ মহিলাকে) তার গর্ভে যা আছে তা প্রসব না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বললেন। আনসারদের একজন তার গর্ভে যা আছে তার দায়িত্ব নিলেন, এবং তারপর নবী (সাঃ) এর কাছে গিয়ে বললেন যে গামিদের মহিলা একটি সন্তান প্রসব করেছে। তিনি (সাঃ) বললেন, "তাহলে আমরা তাকে পাথর মারবো না এবং তার সন্তানকে এমন শিশু অবস্থায় রেখে যাব না যে তাকে কেউ দুধ পান করাবে না।" তখন একজন আনসার উঠে বললেন, "আমি তার দুধ পানের জন্য দায়ী থাকব, আল্লাহর নবী।" তারপর তিনি তাকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করলেন। অন্য একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, তিনি (সাঃ) তাকে সন্তান প্রসব না করা পর্যন্ত চলে যেতে বললেন, তারপর যখন তিনি তা করলেন, তখন তিনি (সাঃ) তাকে বললেন, "যাও এবং তাকে দুধ পান করাও যতক্ষণ না সে তাকে দুধ পান করায়।" যখন তিনি (ঐ মহিলা) তাকে দুধ পান করালেন, তখন তিনি (ঐ মহিলা) ছেলেটিকে তার কাছে নিয়ে এলেন এবং তার হাতে একটি রুটি নিয়ে বললেন, "আমি ওকে দুধ পান করানো ছেড়ে দিয়েছি এবং সে খাবার খেয়েছে।" তিনি (সাঃ) (ছেলেটিকে একজন মুসলিমের হাতে তুলে দিলেন, এবং যখন তিনি (সাঃ) তার ব্যাপারে আদেশ দিলেন এবং তাকে তার বুকের কাছে একটি গর্তে পুঁতে রাখা হল, তখন তিনি (সাঃ) লোকদের তাকে পাথর ছুঁড়ে মারার নির্দেশ দিলেন। খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ একটি পাথর নিয়ে এগিয়ে এলেন যা তিনি তার মাথায় ছুঁড়ে মারলেন, এবং যখন তার মুখ থেকে রক্ত ঝরতে লাগল, তখন তিনি (খালিদ) তাকে (ঐ মহিলাকে) অভিশাপ দিলেন। কিন্তু নবী (সাঃ) বললেন, "ভদ্রভাবে, খালিদ, যার হাতে আমার প্রাণ, সে এতটাই তওবা করেছে যে, যে অন্যায়ভাবে অতিরিক্ত কর আদায় করে, সেও ততটুকু তওবা করলে তাকে ক্ষমা করা হবে।" তারপর তার ব্যাপারে

আদেশ দিয়ে তিনি (সাঃ) তার (ঐ মহিলার) জন্য নামাজ আদায় করলেন এবং তাকে দাফন করা হল। মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন। ১. আরবি ভাষায় তৃতীয় ব্যক্তি ব্যবহার করা হয়েছে, বলা হয়েছে যে সে গর্ভবতী ছিল। এটি একটি ব্যাখ্যামূলক বাক্যাংশ হতে পারে, তবে আমি এটিকে মহিলার শব্দের অংশ হিসাবে বিবেচনা করার সাহস করেছি কারণ এতে বাক্যটিকে আরও সহজে পড়া যায়। ২. সাহিব মাকস। মাকস ছিল প্রাক-ইসলামিক যুগে বাজারে বিক্রেতাদের কাছ থেকে নেওয়া অর্থ; এটি কর আদায়কারীর দ্বারা অতিরিক্ত কিছু নেওয়াকেও বোঝায়। যুগলবন্দী। (মিশকাত আল-মাসাবিহ ৩৫৬২)

অবিবাহিত বা বিবাহিত যে কেউ যিনাহ করলে তা যদি প্রমাণিত হয় ৪ জন সাক্ষীর মাধ্যমে অথবা গর্ভ ধারণের মাধ্যমে অথবা স্বীকারোক্তির মাধ্যমে তাহলে তাকে শাস্তি হিসেবে ১০০ বেত্রাঘাত করা হবে। কেউ যদি কারো বিরুদ্ধে যিনাহের বা ব্যভিচারের অভিযোগ করে তাহলে ৪ জন সাক্ষীর মাধ্যমে যিনাহ বা ব্যভিচার প্রমাণ করতে হবে। সেই ক্ষেত্রে নিম্ন লিখিত শর্ত পূর্ণ করতে হবেঃ

শর্ত সমূহঃ

১) "জাবির বিন আব্দুল্লাহ বলেন:

ইহুদীরা তাদের একজন পুরুষ এবং একজন মহিলাকে নিয়ে এসেছিল যারা ব্যভিচার করেছিল। তিনি বললেন: আমার কাছে দুজন জ্ঞানী পুরুষ অথবা তোমার জ্ঞানী পুরুষকে নিয়ে এসো। তাই তারা সুরিয়ার দুই পুত্রকে নিয়ে এসেছিল। তিনি তাদের শপথ করিয়ে বললেন: যদি এই দুই ব্যক্তি এই সাক্ষ্য দেয় যে তারা তার যৌনাঙ্গকে তার স্ত্রীলিঙ্গে (প্রবেশিত) দেখতে পেয়েছে, যেমন একটি রজত কাঠি খাপে আটকানো থাকে, তাহলে তাদের পাথর মেরে হত্যা করা হবে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: এমন কি আছে যা তোমাদের তাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করতে বাধা দেয়? তারা বলল: আমাদের আইন চলে গেছে, তাই আমরা হত্যাকে অপছন্দ করেছি। এরপর আল্লাহর রাসূল সাঃ চারজন সাক্ষীকে ডেকে পাঠালেন। তারা চারজন সাক্ষীকে নিয়ে এলেন। তারা সাক্ষ্য দিলেন যে তারা তার (পুরুষের) যৌনাঙ্গকে তার স্ত্রীলিঙ্গে (প্রবেশিত) দেখতে পেয়েছে যেমন একটি রজত কাঠি খাপে আটকানো থাকে (সুরমা বা কাজলদানিতে কাঠি/শলাকা যেরকম ঢুকানো থাকে)। এরপর নবী (সাঃ) তাদের পাথর মেরে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন"। (সুনান আবু দাউদ ৪৪৫২)

চারজন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষকে সাক্ষী দিতে হবে যে, তারা কোন নারীর গোপন অঙ্গে কোন পর পুরুষের গোপন অঙ্গ ঢুকানো অবস্থায় দেখেছে অর্থাৎ অঙ্গগুলোকে এমন ভাবে দেখতে হবে যে, নারীর গোপন

অঙ্গে পুরুষের গোপন অঙ্গ ঢুকানো অবস্থায় আছে। বর্তমান সমাজে, এই রূপ দেখা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার কারণ কেউই চারজন পুরুষের সামনে একজন পর নারীর গোপন অঙ্গে নিজের গোপন অঙ্গ ঢুকিয়ে রাখবে না।

২) যদি এমন হয় যে, ১০ জন পুরুষ বা তারও বেশি সাক্ষী দেয় যে, একজন পুরুষ একজন পর নারীকে নিয়ে হোটেলে বা কোন ঘরে ছিল তারা দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে দেখেছে যে, নারী পুরুষ ঘেমে আছে এবং বুঝা যাচ্ছে যে তারা সঙ্গম করেছে, তাহলেও তাদের কোন শাস্তি হবে না কারণ ঐ সাক্ষীরা পুরুষের গোপন অঙ্গ নারীর গোপন অঙ্গে ঢুকানো অবস্থায় দেখেনি।

কাজি বা বিচারক সব সময় চেষ্টা করবেন যেন অভিজুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যাভিচারের অভিযোগ প্রমাণিত না হয় বা খুবই ক্ষুদ্র সন্দেহ থাকলেও সাক্ষীদের সাক্ষ্য বাতিল করে দিবেন। এর কারণ কি? এর কারণ হচ্ছে, নবী সাঃ ব্যভিচারের সাক্ষ্য নিতে চাইতেন না - তিনি মুখ ফিরিয়ে নিতেন, চলে যেতে বলতেন। আয়েশা রাঃ এর ইফকের ঘটনার পর কোরআনের যে ১০ টি আয়াত নাযিল হয় তারপর একজন নারীর সম্মান রক্ষা করাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অহেতুক কেউ যেন যিনাহকারী বা ব্যভিচারী হিসেবে সমাজের সামনে লজ্জিত না হয় এজন্য বিশেষ নজর দিবেন বিচারক। তাছাড়া যদি একজন সাক্ষী মিথ্যা প্রমাণিত হয় তাহলে অভিযোগকারীসহ ৪ জন সাক্ষীই ৮০টি করে বেত্রাঘাত পাবেন এবং আর কখনোই কোন ব্যাপারে তাদের সাক্ষী আর গ্রহন করা হবে না। অন্যদিকে যদি অভিযোগ প্রমাণিত হয় তাহলে ব্যভিচারী ব্যক্তি ১০০ বেত্রাঘাত পাবে। এই রুপ অবস্থায় কেউই হয়তো অন্যের বিরুদ্ধে যিনাহ বা ব্যভিচারের অভিযোগ নিয়ে আদালতে যাবে না।

এক নজরে বই থেকে প্রাপ্ত কিছু সিদ্ধান্তঃ

ইসলামী শরিয়া আইনেঃ

ক) বিবাহিত, অবিবাহিত সকল যিনাহকারীর জন্য, অপরাধ প্রমাণ সাপেক্ষে, শাস্তি ১০০ বেত্রাঘাত।

খ) বিবাহিত ধর্ষকের শাস্তি, অপরাধ প্রমাণ সাপেক্ষে, রজম অর্থাৎ পাথর নিক্ষেপে হত্যা।

গ) অবিবাহিত ধর্ষক যে যৌনতার চাপে পড়ে ধর্ষণ করে ফেলেছে তার জন্য শাস্তি ১০০ বেত্রাঘাত এবং নির্বাসন।

ঘ) বিবাহিত বা অবিবাহিত ধর্ষক যে কোন মেয়েকে যে কোন ভাবে অপহরণ করে দিনের পর দিন আটকে রেখে ধর্ষণ করেছে তাকে জমিনে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, ত্রাস তৈরির কারণে সূরা আল-মায়িদাহ ৫:৩৩ আয়াত অনুযায়ী শাস্তি দেয়া যেতে পারে। তবে এজন্য শক্ত ও অকাট্য প্রমাণ লাগবে। এখানে শুধু ধর্ষণের শাস্তি দেয়া হচ্ছে না বরং জমিনে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, ত্রাস তৈরির কারণে শাস্তি দেয়া হচ্ছে।

আমি এই বইয়ে যা কিছু লিখেছি তাতে ভুল কিছু থাকলে তা আমার এবং শয়তানের পক্ষ থেকে আর ভালো কিছু থাকলে তা আল্লাহ এর পক্ষ থেকে। আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন।